শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী

শ্রীকৃষ্ণশরণ গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতা
[শ্রীধাম নবদ্বীপ—হরিবোল কুটীরতঃ]

শ্রীগৌরাব্দঃ—৪৫৮

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস দাস
নবদ্বীপ, গোড়াঘাট,
নদিয়া।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
[illegible] প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জি লেন,
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী।

অবতরণিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরুদ কাব্য।

বিগত পঞ্চদশ শকাব্দায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রমা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পরে দুইশত কি আড়াইশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গগনে যে কতিপয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মাণের উদয় হইয়া এই বঙ্গদেশকে, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকেই সম্যক্ আলোকিত করিয়াছিল—তাহা ইতিহাসজ্ঞগণ সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরণায় ও শক্তি-সঞ্চারণে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীপাদ শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিগণ শ্রীবৃন্দাবনে এবং শ্রীল-মুরারি গুপ্ত, শ্রীপরমানন্দ সেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ মহামনস্বীগণ শ্রীগৌড়মণ্ডলে মহাপ্রেম-ভক্তিরসময় গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া—বিশুদ্ধ ভজন-পন্থা নির্দেশ করিয়া—প্রেমময় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবাপরিপাটীর দিক্ নিরূপণ করিয়াছেন। সরল কথায় বলিতে গেলে বঙ্গদেশ হইতে উত্থিত এই প্রেমভক্তি-রসবন্যা ভারতবর্ষকে আপ্লাবিত করিয়া—দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া মহামরুভূমি-সদৃশ বহুতাপিত নরনারীর হৃদয়ে অপূর্ব উন্মাদনা ও নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছে। উক্ত রস-বন্যার মূলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই মহারস ও মহাভাবের অক্ষয় অনাবিল মহামহীয়ান্ উৎস-রূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকল জীবের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। প্রকট-কালে তিনি স্বয়ং নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন—আবার নিজ পার্ষদগণ দ্বারা উঁহারই পরিপোষণ-কল্পে সদ্‌গ্রন্থরাজির প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক রচিত কোনও গ্রন্থের সন্ধান না পাইলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি যে শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি মহানুভব ভাগবতগণ যে সকল গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন—তাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই ইঙ্গিত ও আয়ত্ত বর্তমান আছে। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণের চিত্তক্ষেত্র সদাকালের জন্য এই 'প্রেমের ঠাকুরের' প্রেমরসনির্য্যাসে অভিষিক্ত থাকিত, সুতরাং তাঁহারা 'ভক্তিকেই' মুখ্যরসরূপে গ্রহণ করত জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেমই চতুর্থ অনুবন্ধ বা প্রয়োজন তত্ত্ব। এই 'প্রয়োজন'-সাধন জন্য ইঁহারা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা-ভক্তি-যাজনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে বহুবিধ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, ছন্দঃ, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি ভাষাবিদ্‌গণ অনুভব করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া

সর্বশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া—ইঁহারা স্বরচনার কৃতিত্ব ও পরিপাটী দেখাইয়াছেন এবং সর্বত্রই নায়করূপে নিজ অভীষ্টদেবকে সকলের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ বক্ষে ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাসৌভাগ্য ও মহাগৌরবের পরিচায়ক—শ্রীগোস্বামিগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত **'বিরুদ'** কাব্যের যৎসামান্য আলোচনা করিতেছি। কাব্য প্রধানতঃ দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দ্বিবিধ—বিরুদ শ্রব্য কাব্যেরই অন্তর্গত। সাহিত্য-দর্পণকার ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—'গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি বিরুদমুচ্যতে।' যথা—বিরুদমণিমালা। গদ্যপদ্যাত্মক রাজস্তুতির নাম—বিরুদ। শ্রীগোস্বামিগণ ব্রজনবযুবরাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অথবা তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে এই কাব্যের নায়ক করিয়া তাঁহারই গুণ-গরিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্য বিরল-প্রচার। ইংরেজীতে এইরূপে লক্ষণ লিখিত হইতে পারে—'A Viruda is a little alliterative kavya consisting of prose and poetry written in praise of a king, or a god or goddess. এই জাতীয় কাব্য একাধারে অসাধারণ মনীষা ও কৃতিত্বের সহিত শব্দযোজন-কৌশল ও অপূর্ব চমৎকারিত্ব-প্রদর্শনে সামাজিকের চিত্তে এক অভাবনীয় ও অননুভূত রস-প্রবাহের সৃষ্টি করে। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের যথেষ্ট পৌনঃপুন্য সংঘটন করিয়াও রস-মর্য্যাদা বা ভাব-গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অন্যবিধ কাব্য-রচনায় কবি সতাই নিরঙ্কুশ, কিন্তু বিরুদ-রচনাকালে তিনি প্রতিপদেই শৃঙ্খলিত। প্রথমতঃ এই কাব্যের সর্বত্র নায়কের গুণোৎকর্ষই বর্ণিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ ইহার অক্ষর-যোজনাও লক্ষণানুসারে নিয়মিত করিতে হইবে। কাজেই খ্যাতনামা কবিগণও প্রায়শঃ এই বিরুদ-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কতিপয় বিরুদাবলী রচনা করিয়া সুরসিক কাব্য-জগতে এক চিরস্মরণীয়, অতুলনীয় ও পরম সম্মাননীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিরুদ-রচনা সম্পর্কে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত **'সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণং'** নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপে দুই একটী কথা নিবেদন করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজনবযুবরাজের গদ্যপদ্যময় স্তুতিমালাই বিরুদনামে অভিহিত। বিরুদাবলী বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত (১) **কলিকা** (২) **শ্লোক** এবং (৩) **বিরুদ**-যুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে নায়কের কীর্ত্তি, প্রতাপ, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মহত্বাদির বর্ণনা-প্রাচুর্য্য থাকা চাই। কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া নির্দোষ পদ্য (শ্লোক) রচনা করিতে হয় এবং শব্দাড়ম্বর-পরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। আবার বিরুদাবলী-পাঠকেরও কতকগুলি গুণ থাকা চাই—তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণভক্ত হইবেন। যথোক্ত লক্ষণযুক্ত রম্য বিরুদাবলী দ্বারা স্তুত হইয়া বাসুদেব আশু তুষ্ট হইয়া প্রভূত

কল্যাণ সাধন করেন। পক্ষান্তরে সল্লক্ষণ-রহিত বিরুদাবলী দ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ অঙ্গীকার করেন না।

(১) **কলিকা**:—তালদ্বারা নিয়মিত পদ-সমূহকে 'কলা' বলে। কলা-সমষ্টি দ্বারাই এই কলিকা রচিত হয়। ইহার প্রধানতঃ ছয় প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যদি দুই বা তিনটী প্রভেদযুক্ত কলিকা দ্বারা ইহারা রচিত হয়, তবে ইহাদিগের নাম হয়—**মহাকলিকা**। সাধারণ কলিকা হইতে মহাকলিকার এই মাত্র বিশেষ যে মহাকলিকার পূর্বে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে এবং কাব্যের শেষাংশেও দুইটি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। ৬৪ কলার অধিক বা ১২ কলার কমে কলিকা রচনা হইবে না—ইহাই প্রায়িক নিয়ম।

মহাকলিকা:—(১) চণ্ডবৃত্ত, (২) দ্বিগাদিগণ-যুক্তক, (৩) ত্রিভঙ্গী-বৃত্ত, (৪) মধ্যা, (৫) মিশ্রা ও (৬) কেবলা। ইহাদের প্রত্যেকের বিভেদ-গুলি গণনা করিলে সর্বসমেত ৭৯ সংখ্যা হইবে। কিন্তু এই প্রকারে রচিত পাঁচ কলিকা হইতে ত্রিশ কলিকা মধ্যেই বিরুদাবলী রচিত হইবে, কলিকা-পরিমাণ এই সংখ্যার ন্যূন বা অধিক হইতে পারিবে না। *

(২) **শ্লোক**:—কলিকার আদি ও অন্তে গুণোৎকর্ষ-বর্ণনাত্মক পদ্যকেই শ্লোক বলা হয়। মহাকলিকার আরম্ভে দুইটি করিয়া শ্লোক রচনা থাকিবে।

(৩) **বিরুদ**:—ইহার রচনা প্রায়ই কলিকার তুল্য। তবে বিশেষ এই যে ইহার কলা-পরিমাণ দুই হইতে দশ সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। বিরুদ বা কলিকার অন্তে বীর, ধীর, শ্রীল, দেব, নাথ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

---

*(ক) **চণ্ডবৃত্ত**:— ১

(১) সামান্য—(অবান্তর ভেদ বহু)

(২) **সলক্ষণ**:—

(অ) নখ	...	...২০
(আ) বিশিখ	...	...
পদ্ম	...	...৬
কুন্দ	...	...১
চম্পক	...	...১
বকুল	...	...১
বকুল—		
ভাস্কর	...	...১
মঙ্গল	...	...১
ভূষ	...	...১
(খ) **দ্বিগাদি-গণবৃত্ত**	... ...	...৫
(গ) **ত্রিভঙ্গীবৃত্ত**	... ...	... ৬
(ঘ) **মধ্যা**	... ...	...১
(ঙ) **মিশ্রা**	... ...	...২
(চ) **গদ্য** (কেবল)	... ...	...২

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিরুদকাব্যের ও সামান্য নির্দেশ করা হইতেছে।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'Notices of Sanskrit manuscripts' নামক পুস্তকে দুইখানা বিরুদকাব্যের ও একখানা টীকার সন্ধান দিয়াছেন।

2305. বীরবিরুদম্ }
2306. বীরবিরুদটীকা } A poem in praise of Krisna as the supreme divinity by Chandra Dutta of Mithila. The commentary is also by the author of the poem.

Beginning :—
বিমলাম্ভিনবসনে সুবিকটদশনে চঞ্চলরসনে ভীমরবে।
করধৃত-করবালে রণবিকরালে নগবরবালে ললিতাশিবে॥
জয় ঘনসুন্দর নমিত-পুরন্দর নন্দিত-চরণতলাগত নিজ-শরণাগত বন্দিত...
.........ইত্যাদি।

End :—জয় জয় দিতিসুত লক্ষ দক্ষ বিক্ষেপ-বিধায়ক পরজন + + + ফলদানদায়ক শায়কাঙ্কলিকা...... ।

Colophon :—ইতি বীরবিরুদং চন্দ্রদত্ত-নির্মিতং।
শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্র-ব্যাখ্যানরূপগণাদি-মাহাত্ম্য-বর্ণনং॥

2361. **শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী**—A hymn in praise of Krisna, describing in course of his form, his merits and his loveliness. By Chandra Dutta of Mithila.

Beginning :—বিমলানিত-বসনে ইত্যাদি.........
End :—এষা মৈথিলচন্দ্র-রচিতা কৃষ্ণস্তুতি র্যদ্যপি
কাব্যালঙ্কৃতি-বর্জিতাপি সুধিয়াং সৎকারমেবার্হতি।
যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রদ্ধাপ্যসদ্ভাষয়া
হর্ষাশ্রুপ্রতিরুদ্ধগদ্গদগির স্তামেব সৎকুর্বতে॥
Colophon :—ইতি মৈথিলচন্দ্রদত্ত-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী সম্পূর্ণা॥

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে চারিখানা বিরুদ কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

[Cal. Skt. college. Cat. of Mss. Kavya]

138. বিরুদাবলী—

Beginning :—শবশঙ্খশবাসন চক্রচকাসন ইত্যাদি। ইদং বীরনৃপতেঃ পদ্যং।

139. A different work in the same style and under the same name by Reghudev, a Maithila poet of the Harita family.*

140-141. Other works of the same name, the former being anonymous, the last one by Kalyan.

* If may be the same work as noticed in Aufrecht's Oxford Catalogue of Skt. Mss. No. 224. (See following page here.)

Bodlien Universityর Catalogue এ বিরুদাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত extract পাওয়া যাইতেছে :—

Virudabali :—(Catalogus Codicum Sanskriticorum)

By Raghudeves Viswesvar misræ et Kumudinis filius, Mithilae regem quendam celebravit. Incipit—

কলকঙ্কণ-লম্বিত চন্দন-চুম্বিতচারুচতুর্ভুজ ভীমবলে
হিমশৈলশিখণ্ডিনি বৈরিবিখণ্ডিনি কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডতলে।
দলদম্বুজ-গঞ্জিনি ভবভয়-ভঞ্জিনি মঞ্জুলমণিময়-মুকুটবরে
পঞ্চানন-চারিণি শশধর-ধারিণি জয় জয় জননি জয়ন্তি পরে ॥

Auctor strophis artificiosis trifariis usus est 1. Kantakalika. 2. Surasloka, 3. Viraviruda. •

In fine haec leguntur :—

শ্রীবিশ্বেশ্বরমিশ্রতঃ কুমুদিনী-দেবী-কুমারং কুলা-
লঙ্কারং সুষুবে সমস্তগুণং গৌরী গিরিশাদিব।
দৌহিত্রোঽচ্যুতঠক্কুরস্য কৃতিনঃ হারিতাম্নায়-
শ্রেষ্ঠোঽসৌ রঘুদেব-বালককবি বৈদেহ-ভূমণ্ডনঃ ॥
বিদ্যাহৃদ্যমুখং মহীপতিমথ শ্রীবুদ্ধিনাথ স্তুতো
লক্ষ্মীদেব-কুলাধিদেব-সহিত শ্রীমোহনো মোহনঃ।
নত্বা শ্রীহরিদেব-দেবজম্বুষা জ্যেষ্ঠাম্বয়োভি গুণৈঃ
কৃত্বেমাং বিরুদাবলীমিহ সদানন্দেঽম্বুজে শ্রুতবান্ ॥

ইতি মৈথিল শ্রীরঘুদেব-বিরচিতা বিরুদাবলী সমাপ্তা।

Codex hujus secuti initio exaratus est. (Wilson. 519.)

This book is referred to in the Cat. of Mss. in Mithila Edited by K. P. Jayswal, Vol. II. Patna 1933.

এক্ষণে আমরা শ্রীগোস্বামিপাদগণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত বিরুদাবলীর আলোচনা করিব। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিজিউ যে এই কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (১) তিনি **'শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী'** নামে এক কাব্যরত্নও রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে—দাক্ষিণাত্য-নিবাসী জনৈক কবি-কর্ত্তৃক পঠিত দেব-বিরুদাবলীর পদার্থ-লালিত্য আস্বাদনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করিয়াছেন। 'দেববিরুদাবলী' শ্রবণে শ্রীগোবিন্দজির প্রসন্নতার

• Viruda Vocabulo practer eam, quam supra dedi, significationem, carmen laudatorium sive panegyricus Intelligitur. cf অজাগরী যং বিরুদৈ র্ব এব নো জহাসি নিত্রাবশিবৈঃ শিবাকৃতৈঃ। Kalyan raja stuti II. 52 ; বন্দীরিতবিরুদাবলিরোচন in carmine nostro fol. 27a et supra. (p 117a).

কারণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শয়ন করিয়াছেন—এমন সময় স্বপ্নযোগে শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন—'শ্রীরূপ! তুমিও এই প্রকারে আমার বিরুদাবলী রচনা করিবে।' এই প্রত্যাদেশের ফলে শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীল গোবিন্দদেবের জন্মাদি সকল লীলাই 'সংক্ষেপে শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' নামক কাব্যসম্পুটে নিহিত করিয়াছেন। শ্রীরূপের 'সামান্য-বিরুদাবলী লক্ষণং' নামক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে অন্য কোনও লক্ষণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। যদিও সাহিত্যদর্পণ 'বিরুদ-মণিমালা' নামক গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু এখন লোক-লোচনের অপরিচিতই আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সে যাহা হউক —এ সম্বন্ধে যখন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না, তখন আমরা শ্রীপাদ শ্রীরূপকেই এই জাতীয় কাব্যের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক না বলিলেও তিনি যে এ জাতীয় কাব্যে ভক্তিরস অন্তর্নিহিত করিয়া এই কঠিন কাব্যকেও সজীব করিয়া তুলিয়াছেন—এ কথা বলিলে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শ্রীরূপের **শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী** হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা দুই একটি বিরুদ উদ্ধৃত করিতেছি—

১। চণ্ডবৃত্ত কলিকার নখভেদের 'অচ্যুত' প্রভেদ—

জয় জয় বীর স্মররসধীর।
দ্বিজশ্রিত হীর প্রতিভট বীর।
স্ফুরদুরুহার প্রিয়পরিবার। ইত্যাদি।

২। চণ্ডবৃত্ত কলিকার বিশিখভেদের 'বঞ্জুল' প্রভেদ—

জয় জয় সুন্দর বিহসিত-মন্দর
বিজিত পুরন্দর নিজগিরিকন্দর
রতিরসশঙ্কর মণিবৃত-কন্ধর
গুণমণিমন্দির হৃদি বলদিন্দির ইত্যাদি।

৩। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকার বিদগ্ধত্রিভঙ্গী—

চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবল। রণ্ডীকৃতখল বল্লভ-বল্লব। পট্টাম্বরধর ভট্টারক বক- কুট্টাক ললিত পণ্ডিত মণ্ডিত।	২য়, ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে ভঙ্গ (একরূপ অক্ষর) এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে সুন্দর যমক।

৪। অক্ষরময়ী—

অচ্যুত জয় জয় আর্ত্ত কৃপাময় ইন্দ্রযবাদর্ন ঈতি বিশাতন। ইত্যাদি	অ, আ ইত্যাদি ক্রমে প্রথম অক্ষর।

৫। সাপ্তবিভক্তিকী—

(১) যঃ স্থিরকরুণ গুঞ্জিতবরুণ-
তর্পিতজনকঃ সংমদজনকঃ।
(২) প্রণতবিষাদং ভণ্ডবনপাদং।
ঘনরুচিকায়ং সূক্তিজনা যং। ইত্যাদি।

৬। সর্বলঘু— চরণ-চলন-হত-জঠর-শকটক
রজকদলন বশগত-পরকটক। ইত্যাদি

এ জাতীয় কাব্য-রচনায় কবির অসাধারণ প্রতিভা এবং শব্দশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকা চাই। অনেক সময় যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির শব্দসাম্য-রক্ষণ করিতে কবিকে মহা বিপদেই পড়িতে হয়। যাহা হউক, ইহার শ্রুতি-মধুরত্ব গুণে কাব্যরসিক ব্যক্তিগণের হৃদয়াকর্ষিণী ক্ষমতাই প্রশংসনীয়। শ্রীরূপের সাহজিক পদ-লালিত্যগুণ এই বিরুদকাব্যেও সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

(২) শ্রীপাদ শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিজিউ **'শ্রীশ্রীগোপাল-বিরুদাবলী'** রচনা করিয়াছেন। উঁহার রচনা শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর আনুগত্যে বলিয়া ধারণা করা যায়। শ্রীজীব চণ্ডবৃত্তেরই অবান্তর নখের আটটি কলিকাতেই গ্রন্থশেষ করিয়াছেন। আট কলিকায় গ্রন্থ রচিত হইলে যদিও বিরুদ-কাব্যের লক্ষণ-বিপর্য্যয় ঘটে নাই, তথাপি এই কবিপ্রবর যে কেন পরমসুন্দর দ্বিগাদিগণবৃত্ত বা ত্রিভঙ্গীবৃত্ত স্পর্শও করিলেন না—তাহা এখনও বুঝিতেছি না। শ্রীপাদ শ্রীজীবের স্বাভাবিক অক্ষর-কার্পণ্য ও শব্দ-শ্লেষাদি-যুক্ত হইয়া এই কাব্যখণ্ডকে দ্বিগুণতর কঠিন করিয়াছে। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদিলীলা বর্ণিত আছে।

ইহার আদিম শ্লোক—গোপাল-সুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী।
অর্থায় প্রভবতাং কন্নবীরুদাবলিকল্পতাং॥ ১

অন্তিম শ্লোক—

মুরারিহতিশংসন-প্রথিত কংসবিধ্বংসনঃ
সুখীভবদ্ধতৌ বিধির্বিবিধকীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ।
বিধিপ্রভৃতি-বাঞ্ছিতং চরণ-লাঞ্ছিতং যস্ত তদ্
ব্রজস্থ নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশপ্রিয়ঃ॥৩৮

এতদ্ব্যতিরেকে শ্রীপাদ শ্রীজীবপ্রভু তদীয় শ্রীগোপালচম্পূর শেষ পূরণে বিরুদচ্ছন্দে রচিত দুইটি স্তুতি সংযোজনা করিয়াছেন।

(৩) তৎপরে ১৬০০ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যায় শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় **"শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী"** রচনা শেষ করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যরত্নে যে নিকুঞ্জকেলি-বিলাসাদির লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা অতিরসাল ও চিত্তচমৎকপ্রদই হইয়াছে। স্বরূপ-পরিচায়ক স্তুতিদ্বারা এই স্তুতিকাব্যে কবি যে ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির যথেষ্ট পরিবেশন করিয়াছেন—তাহা বাস্তবিকই সুরসিক কাব্যরস-পিপাসুদেরই আস্বাদ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যাঁহারা রাগানুগামার্গে শ্রীরাধামাধবের ভজন করিতেছেন—তাঁহারা এই গ্রন্থের সাহায্যে, অনুশীলনে ও আস্বাদনে প্রতি-পদেই পরম প্রেমানন্দ লাভ করিবেন—সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীতে নানা জাতীয় পাঠকের বিভিন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূতনাবধাদি লীলারও সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য কোনও দিকে

দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল নিভৃত নিকুঞ্জলীলায় পরমমনোজ্ঞ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কাজেই কবি স্বয়ং নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের আলোচনায় বাহ্যান্তর-সাধনদ্বয়সম্পন্ন রসিক ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন করিবে এবং ইহার সেবায় শ্রীশ্রীযুগলকিশোরেরও প্রসন্নতা লাভ হইবে।

নিকুঞ্জকেলী বিরুদাবলীয়ং
নিকুঞ্জকেলী-রসিক-প্রসাদং।
স্বকীর্ত্তি-বৈপুণ্যভুবে প্রদত্তে
স্বকীর্ত্তি-বৈপুণ্যপুষে জনায় ॥১॥

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামির কাব্যরস-লুব্ধ সজ্জনগণ ইহাতেও তজ্জাতীয় আস্বাদনা ও উন্মাদনা পাইবেন—সন্দেহ নাই। এই বিরুদের স্থলবিশেষের রচনা শ্রীপাদ শ্রীরূপের গ্রন্থ হইতেও সমধিক চিত্তাকর্ষক ও জাজ্বল্যমান হইয়াছে—তাহা ক্রমে ক্রমে নিবেদন করিতেছি।

১। প্রিয়ায়া গচ্ছন্ত্যাঃ স্বয়মনুপলক্ষো বনপথং
পরিষ্কুর্বন্ পুষ্পৈ র্ঘনবিটপ-বল্লী বিঘটয়ন্।
স্বপাণিভ্যাং লুম্পন্ নিজচরণ-চিহ্নং চলতি য
স্তদগ্রে তং নৌমি প্রণয়-বিবশং তাং গিরিধরং ॥১২॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভাব-প্রকটনে প্রিয়তমায় অলক্ষিত ভাবে গমনের ঔৎসুক্য, বনপথের কুশকন্টকাদির পরিষ্কৃতি, ঘনঘন বল্লীবিটপাদির অপসারণ, বিশেষতঃ স্বকীয়চরণ-চিহ্নের বিলোপ-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার-পরম্পরা সহজ প্রীতিরই পরিচায়ক।

২। উন্নীতবামকরপদ্মধৃতাগ্রশাখাং—
রাধাং বিলোক্য কুসুম-প্রচয়ৈকতানাং।
পশ্চাদ্বিবর্ত্তিতমুখীং সহসা বিধিৎসু—
র্বংশীং স্বরন্ জয়তি গূঢ়তনু র্মুকুন্দঃ ॥৪২॥

এই শ্লোকেও শ্রীরাধার তাৎকালীন প্রিয়সঙ্গজ ভাববিকার দর্শনের অভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিত-নায়কযোগ্য পরিহাস-বিশারদত্ব, বিদগ্ধত্ব প্রভৃতি গুণই পরিবেষিত হইয়াছে।

৩। খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা দিতেছেন—
বলদ্ঘূর্ণাপূর্ণারুণনয়নমাকীর্ণচিকুরং
নবালক্তারক্তালিকমধর-সক্তাঞ্জন-রসং।
প্রগে রাধা বাধা-প্রকুপিতসখীতর্জিতমলং
হরিং যুক্তে কুঞ্জে হৃদি কমপি ভাবং দধতি তং ॥ ৫২ ॥

এইরূপে কবি ৫৩তম শ্লোকে শ্রীরাধার মানের ইঙ্গিত দিয়া পরবর্ত্তী বিরুদে মানের প্রকার ও তৎপ্রশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। সুরত-সময়ে উৎসাহ-সূচক বাদ্য বর্ণনা করিতেছেন—
রনজ্ঝনদিতি শ্রুতিপ্লুতিমিতা রতে কিঙ্কিণী
সনৎসনদিতি ররার্যসিতি-নত্তি র্যাং মুহুঃ।

ভ্রমদ্ভ্রমর-সংভ্রমা প্রচল-সৌরভালি বিভো
কলয় কলতি ভাতু মে হৃদয়-সম্পুটে রম্যবৎ ॥৫৮॥

৫। শ্রীল বিশ্বনাথের সাপ্তবিভক্তিকী কলিকাটী শ্রীপাদ শ্রীরূপের কলিকা হইতেও অধিকতর সহজ—

(১) মুখবিধু রিষ্টঃ সুদৃগতিমৃষ্টঃ
স্মরমদ-ধৃষ্টঃ স ভবতু দৃষ্টঃ। ইত্যাদি
(২) গুণমতিধেয়ং তমপরিমেয়ং
জগতি সুগেয়ং রটতি বরেয়ং ॥ ইত্যাদি ॥

৬। শ্রীকৃষ্ণহস্তে শ্রীরাধার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকা-রচনার সুন্দর চিত্র কবি অঙ্কিত করিতেছেন—

স্বীয়ং কৌশল-সূচকেন কুটিলালোকেন কীর্ণোঽপ্যলং
কুর্বন্নেব কপোলয়ো র্মকরিকে গান্ধর্বিকায়াশ্চিরম্।
প্রশ্লিষ্টাঙ্গুলিরাদিশ প্রভুবর ত্বং মাং কৃপাবারিধে!
যেন স্বামভিবীজয়ানি ললিতানন্দাক্ত স-প্রেয়সীম্ ॥ ৬৬ ॥

বিশ্ববরেণ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর এই নিকুঞ্জকেলিরসরহস্য-পরিপূরিত 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলীর' রচনা করিয়া বিরুদকাব্যের কাঠিন্য-বোধ স্থগিত করিয়া যে এক অপার্থিব বিমল আনন্দধারায় সামাজিকগণের চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়াছেন—তাহা বস্তুতঃই অননুভূতপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়। এই কাব্যখানি আমাদের হস্তগত না হইলে হয়ত আমরাও অন্যান্য সমালোচকদের ন্যায় বলিতাম যে বিরুদকাব্য সাধারণতঃ অনুপ্রাসাত্মক শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ কাব্য-বিশেষ। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথের কৃপায় এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছি যে 'শাল-কাঠ নিংড়াইলেও মধুর রস পাওয়া যায়।'

(৪) সপ্তদশ শকাব্দীর শেষভাগে স্বনামধন্য শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামিপাদ '**শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী**' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরঘুনন্দনের আসনই সর্বোচ্চে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার সুমধুর কবিত্ব ও রচনা-নৈপুণ্য সর্বজন-প্রশংসনীয়। শ্রীরূপগোস্বামিচরণের শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলীর সহিত সর্বাংশে সমন্বয় রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন—

গোবিন্দস্য প্রকাশোঽভূদ্ যথা শ্রীগৌরসুন্দরঃ।
গোবিন্দবিরুদাবল্যা স্তথেয়ং বিরুদাবলী ॥ ১২৩ ॥

১। ইঁহার গৌরাঙ্গ-বর্ণনা অতি সুন্দর ও জাজ্বল্যমান—

সত্য পরম সুখ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল
নিত্য রুচিরতর বিশ্বগ-পুদ্গল।
সর্ববিবুধবরবুদ্ধি-সুদুর্গম
সর্বহৃদম্বরগত নির্মল-বিভ্রম ॥ ইত্যাদি।

ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও মলয়পর্ব্বতের সহিত (৮), কখনও সিংহের সহিত (১৪ ও ২১), কখনও মেঘের সহিত (১৮ ও ২০), কখনও সরোবরের সহিত (২৬), কখনও হরিবরের সহিত (৫৮), কখনও চন্দ্রের সহিত (৭৭) রূপক করিয়া পরম চমৎকার রস-প্রবাহ দান করিয়াছেন।

২। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন—

দোর্দ্দণ্ডদ্বয়-চণ্ডচালনভরাৎ পাপাণ্ডজান্ ডাম্বরন্
পাষণ্ডাবলিমুণ্ডমণ্ডলমণ্ডীবাখণ্ডয়ন্নজ্যি্রণা।
কাণ্ডে দণ্ডমপি প্রমণ্ডয়ত্নু যে মার্ত্তণ্ডকোটিচ্ছবি-
র্গৌর স্তাণ্ডব-পণ্ডিতোহলিক-সসৎপুণ্ড্রো মনোমণ্ডপঃ॥ ৪৮

এইরূপে কবি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণারবিন্দযুগল (৫২), তাঁহার লীলাদি-কল্লোলিনী (৬০), ভক্তসেনাগণসহ কীর্ত্তন-বর্ষণ (৬৬), কীর্ত্তনগর্জ্জন-প্রভাব (৭০) প্রভৃতির বর্ণনায় স্বীয় অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও অলৌকিক কাব্যনির্ম্মাণের পরিচয় দিয়াছেন।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে প্রার্থনাটিও কত মধুর—

গৌরঃ সচ্চরিতামৃতামৃতনিধি র্গৌরং সদৈব স্তবে
গৌরেণ প্রথিতং রহস্যভজনং গৌরায় সর্বং দদে।
গৌরাদস্তি কৃপালুরত্র ন পরো গৌরস্য ভৃত্যোঽভবং
গৌরে গৌরবমাচরামি ভগবন্! গৌর প্রভো রক্ষ মাং॥ ১১০

১১৫ তম শ্লোকেও এই জাতীয় প্রার্থনা আছে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী তদীয় আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে ১৫শ স্তবকে (২২০-২৫৬) বিরুদচ্ছন্দে রচিত একটি স্তুতি রচনা করিয়াছেন।

৪। গত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে জয়পুর শ্রীগোবিন্দদেবের গ্রন্থাগার হইতে আর একখানা বিরুদকাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার নাম—'**শ্রীকৃষ্ণ-বিরুদাবলী**', কিন্তু ইহা পূর্ব-কথিত মৈথিল কবি চন্দ্রদত্ত কর্তৃক রচিত গ্রন্থ হইতে সর্বাংশে পৃথক্। (Vide R. L. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. No. 2361) দুঃখের বিষয় গ্রন্থমধ্যে কবির নাম, ধাম বা অন্য কোনও পরিচয় নাই। শেষ (১২৪) শ্লোকের 'শ্রীকৃষ্ণশরণোদিতা' এই উক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণশরণনামক কোনও মহাজনকর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণশরণ কে বা কোন্ দেশের লোক জানিবার উপায় নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবাইত গোস্বামিগণের ইতঃপূর্ব্বে ৫ম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণশরণ গোস্বামী নামে ছিলেন, ১৮০৪ খৃঃ (১৭২৬ শকাব্দা) পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন কিনা বা এই বিরুদকাব্য রচনা করিয়াছেন কিনা জানিতে পারি নাই। তবে তিনি যে গৌড়ীয়বৈষ্ণব এবং শ্রীরূপগোস্বামির পরবর্ত্তী তাহা তাঁহার প্রথম শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনায় এবং ১২২ শ্লোকে 'সত্তমরূপানুসারিণী বাণী'—এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। ইনিও প্রায়শঃ শ্রীরূপেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—রচনায়ও বেশ মাধুরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে ইনি তমাল (২৯), করীন্দ্র (৪১), সূর্য্য (২১), ও বিচিত্র দেবতরুর (৫৭) রূপকে নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ দৃষ্টিসম্পাত (১৭), বাহুভঙ্গী (৮১, ১০৫), বক্ষঃ (৮৩) প্রভৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনা করিয়া কবি ইঁহার মধুর মূর্ত্তিকে অপবর্গদাত্রীস্বরূপেই নির্ণয় করিয়াছেন।—

> পদ্মং করাঙ্ঘ্রি চরণে ফণবাগ্রবলোমরাজি—
> র্বক্ত্রং বিধুর্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকা যে।
> মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে
> র্মূর্ত্তিস্তথাপি ভজতামপবর্গদাত্রী। ৯১।

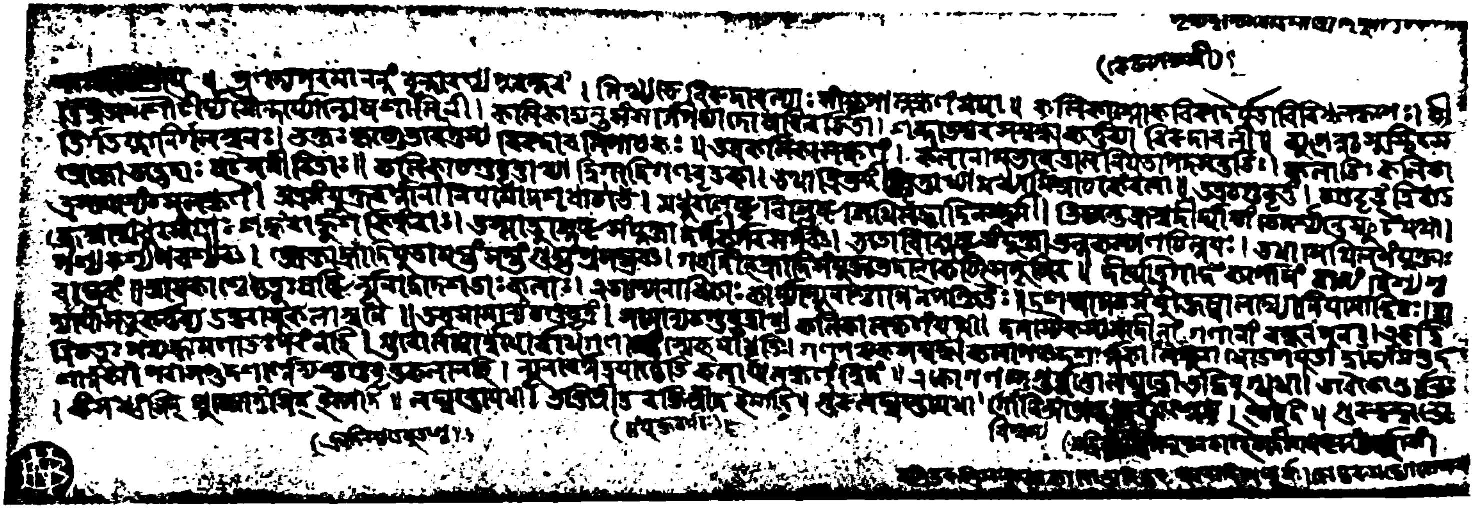
শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড (৭৯) ও রাসলীলার (২৭) সুন্দর বর্ণনা করিয়া ইনি বংশীকেই বহুবার বহুভাবে স্তুতিমাল্য দান করিয়াছেন—বংশী পুরুষ্কৃবিৎ উত্তমবংশোৎপন্না, স্বীকৃত-সংনাগরা, মধুরালাপা ও কৃষ্ণাধর-সংগিনীরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন (৪৯)। এই বংশীধ্বনি গোপললনাদের মানহস্তি-নিরসনে সিংহ, বিশ্বপাপরূপ তুলারাশির দহনে দাবানল, বনসমূহে ঋতুরাজ বসন্ত, জগদ্বশীকরণে অনির্বাচ্য মন্ত্র এবং দৈত্যকুলের উচ্চাটন (৫৩)। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বরবংশজাতা বংশী কুলজাদেরই কুলধৈর্য্যবংশকে লোপ করিতেছে !! (৭৭) এইরূপে ৮৫ ও ৮৯ শ্লোকেও এই মোহন মুরলীরই প্রশংসা করা হইয়াছে। অক্ষরময়ী কলিকার শেষ প্রার্থনাটিও অতি সুন্দর—

> কর্ণে কম্পিত-কর্ণিকার-কলিকঃ কন্দর্পকেলিক্রিয়া—
> কল্যাকল্যবিকল্পনাতিকুতুকী কৈশোর-কালক্রমঃ।
> কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতকোমলালককুলঃ কাদম্বিনী-কম্বলঃ
> কৃষ্ণঃ কেকি-কলাপ-কীলিতকচঃ কং বঃ ক্রিয়াৎ কামদঃ। ১১৫

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরিত গোস্বামিগণের এই বিরুদ-পঞ্চক সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে ইহাদের ভাবধারা ও ভাষা-মাধুর্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব, কিন্তু কাগজের অভাবে সে আশা ফলবতী হইল না। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামির স্বহস্তাক্ষর বলিয়া চিহ্নিত শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত 'সামান্য বিরুদাবলী-লক্ষণং' নামক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিবিম্বও এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। আমাদের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করত মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিয়া পাঠকগণ আনন্দানুভব করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দ

আশ্রব
শ্রীহরিদাস দাস



শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর স্ব হস্তাক্ষর "সামান্যবিরুদাবলী লক্ষণং" নামক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিবিম্ব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

বিজ্ঞায়ান্যদশর্ম কর্ম সকলং ভূর্য্যন্তরায়াকুলং
নির্ণীতং নিগমাগমৈশ্চ শরণং নামৈকমাত্রং কলৌ।
আবির্ভূয় পুনস্তদেব নিখিলোদ্ধারায় যোঽগাপয়দ্
বন্দে তং করুণানিধিং প্রভুবরং চৈতন্যচন্দ্রং হরিং ॥ ১ ॥
রাধে কোঽয়মহং হরি র্ব্রজ বনং মুগ্ধেঽস্মি নারায়ণো
গ্রাহঃ কিং নু জনার্দ্দনঃ সুবদনে লোকার্দনাম্নে ভয়ং।

চূর্ণিকা।

শিরোমণিপ্রভুং বন্দে হরিমোহন-সংজ্ঞকং।
যৎকৃপালবলেশেন প্রবৃত্তঃ শাস্ত্রবাচনে ॥

১। অথ শ্রীমান্ গ্রন্থকারঃ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদানাং শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীমনুকৃত্য শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলীং রচয়িষ্যন্নাদৌ শিষ্টসংপ্রদায়ানুসারেণ স্বোপাস্যদেবং মঙ্গলাচরণদ্বারেণ প্রস্তৌতি—বিজ্ঞায়েতি। অন্যৎ ভক্তিব্যতিরিক্তং নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদিকং। ভূরীতি—প্রচুরতরবিঘ্নসমাকুলং।*

২। হরিঃ (১) কৃষ্ণঃ (২) সিংহশ্চ। নারায়ণো (১) বিষ্ণুঃ (২) নারা জলসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য মকরাদিঃ। জনার্দনঃ (১) বিষ্ণুঃ (২) জনপীড়কশ্চ, মধুসূদনঃ (১) কৃষ্ণঃ (২) ভ্রমরশ্চ।

অনুবাদ।

হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কৃষ্ণবিরুদের ভাষা কহে দাস হরিদাস ॥

১। (ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত) অন্যান্য যাবতীয় (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি) কর্ম্মই অকল্যাণকর এবং প্রচুরতর বিঘ্নসমাকুল জানিয়া এই (ঘোর) কলিযুগে একমাত্র নামই শরণ বলিয়া নিগমে আগমে নিরূপিত হইয়াছে। যে হরি (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নিত্য লীলায় বর্ত্তমান থাকিয়াও) পুনরায় (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে) আবির্ভূত হইয়া নিখিল (কলিহত) জনের উদ্ধার-কল্পে সেই নামই গান করাইয়াছেন—সেই (মহাপ্রসিদ্ধ) করুণাসমুদ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।

২। (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বাকোবাক্য) শ্রীকৃষ্ণ—হে রাধে!. শ্রীরাধা—কে হে? শ্রীকৃষ্ণ—আমি হরি। শ্রীরাধা ['হরি' শব্দে 'সিংহ' অর্থ করিয়া]

* বিরুদাবলী-লক্ষণাদিকং সর্বং 'সামান্যবিরুদাবলী-লক্ষণ'-গ্রন্থে দ্রষ্টব্যং।

ত্বমেধে মধুসূদনঃ পিব ততঃ পদ্মে মধূন্যোমিতি
শ্রীরাধামুখচুম্বনাতিমুদিত স্বাং পাতু নন্দাত্মজঃ ॥ ২ ॥
নিরুপমগুণসীমৈকান্তকান্তে নিশান্তং
নতজননিখিলার্থোদার-বিস্তারকারি।
স্ফুরতু হৃদি সদা মে তৎকৃপালোককামে
ত্রিভুবন-জন-বন্দ্যং কৃষ্ণপাদারবিন্দং ॥ ৩ ॥
যা লীলা তব শৈশবেঽতিমধুরা যা বা জগন্মণ্ডনে
পৌগণ্ডেঽসমকাণ্ড-তাণ্ডব-রসস্যাখণ্ডলাণ্ডেঽপি যাঃ।
কৈশোরে করুণানিধে! তব কৃপালেশাদশেষা ইমা
স্তা মে দুঃখভরাতুরে হৃদি শমায়াত ক্রিয়াসুঃ পদং ॥ ৪ ॥
ইয়ং মধুরলীলস্য কৃষ্ণস্য বিরুদাবলী।
তনুতাং তৎপদ-স্থেমপ্রেমৈতচ্ছ্রুতিশালিনাং ॥ ৫ ॥

৩। নিশান্তং গৃহং বিশ্রামমন্দিরমিতি যাবৎ। তদিতি তব চরণপদ্মস্য কৃপায়াঃ আলোকঃ দৃষ্টিপাত এব কামঃ অভিলাষঃ যস্য তস্মিন্।

৪। অসমকাণ্ডঃ কামদেবঃ তস্যেব যেনৈব বা তাণ্ডবরসঃ উদ্ভটানন্দঃ যস্য তব। আখণ্ডলাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে। শমায় শান্তয়ে।

৫। অজস্রং কামং; স্থেমং স্থিরতরং প্রেম তনুতাং দদাতু।

তবে বনে যাও; শ্রীকৃষ্ণ—হে মুগ্ধে! আমি নারায়ণ। [নারায়ণ শব্দে জলবাসী গ্রাহ (হাঙ্গর কুম্ভীরাদি) ব্যাখ্যা করিয়া] শ্রীরাধা—তুমি গ্রাহ কি? শ্রীকৃষ্ণ—হে সুবদনে! আমি জনার্দন। শ্রীরাধা—লোক-পীড়ককে দেখিয়া আমার ভয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ—হে দুষ্টবুদ্ধি! আমি মধুসূদন। [মধুসূদনের 'ভ্রমর' অর্থ গ্রহণে] শ্রীরাধা—তবে পদ্মে গিয়া মধু পান কর। নন্দাত্মজ এই বাক্যের উত্তরে 'তাহাই করিতেছি' বলিয়া শ্রীরাধার মুখকমল-চুম্বনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তোমাকে প্রতিপালন করুন অর্থাৎ তৎকালীন সেবাধিকারদানে কৃতকৃতার্থ করুন।

৩। [শ্রীকৃষ্ণের যে চরণকমল] নিরুপম গুণ-গণমণ্ডিত, যাহা কান্তিরাশির চরম-বিশ্রান্তি, যাহা প্রণতজনের নিখিল পুরুষার্থই উদারতা-সহকারে বর্ষণ করে—সেই ত্রিভুবন-জন-বন্দ্য শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দ তৎকৃপাদৃষ্টি-সম্পাতের আকাঙ্ক্ষী এই মদীয় চিত্তে সদাকালের জন্য স্ফুরিত হউক। ৪। হে করুণাসাগর! তোমার শৈশবে ও বিশ্ববিভূষণ পৌগণ্ডে যে সকল অতি মধুর লীলা প্রকটিত হইয়াছে, আর বিষমকুসুমবাণ কামদেবের উদ্ভট নৃত্যবিহারী ও রসময় তোমার কৈশোরকালেও যে সকল মধুর লীলামালা প্রকাশিত হইয়াছে ঐ ঐ লীলাসকলই তোমার কৃপালেশে আমার এই দুঃখাতিশয্যব্যাকুল হৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য শীঘ্রই পদার্পণ করুন অর্থাৎ স্ফুরিত হউন। ৫। মধুর লীলাবিনোদী শ্রীকৃষ্ণের এই বিরুদাবলী—ইহার পাঠকগণকে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থিরতর (দৃঢ়) প্রেমই দান করুক।

(১)

পুরুষোত্তমচঞ্চুবৃত্তং

নমতোত্তমবেশোদ্যম মমরব্রজমৌলিস্রজ
মমৃতোক্ষিতভাষস্মিত' মসিতাঞ্জনভাগঞ্জন
ঘন-সন্ততিদেহদ্যুতি মরুণাব্জপদ্মেক্ষণ'
মনঘস্মৃত' মিন্দোঃ শত মুখ-পঙ্কজ' মতুল্যাঙ্গজ-
লীলাশ্রম' মলকাভ্রম তিলকোজ্জ্বল-ভালং' নত-
হৃদয়ঙ্গমমেতং মুমঃ ॥ ধীর ॥ ৬ ॥

গুণগণ-পারাবারং সারং রমণীয়তাবতাং জগতি।
হারং মধুর-বিহারং বপু র্মুরবারেঃ মনঃ স্মরতাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রিতনন্দাঙ্গন   কলিতোত্রিঙ্গণ
কালিয়-নর্ত্তন   গোধন-বর্ত্তন
মঞ্জুগতিক্রম   পুষ্কিত-বিক্রম
সজ্জন-সম্মত   শং তনু সুস্মিত ॥ ধীর ॥ ৮ ॥

৬। অলকানাং কুঞ্চিতকেশানাং ভ্রমণেন ইতস্ততঃ সঞ্চালনেন চ তিলকেন চ উজ্জ্বলং উদ্যোতিতং সুশোভিতমিতি যাবৎ ভালং ললাটদেশং যস্য তং। হৃদয়ঙ্গমং মনোচৌরং।
৭। হারং হরিমণ্ডিনং। রমণীয়তাবতাং রমণীয়বস্তুনাং।
৮। গোধনমেব বর্ত্তনং বৃত্তি জীবনং বা যস্য।

---

(১) পুরুষোত্তম চঞ্চুবৃত্ত।

৬। অত্যুত্তম বেশবিন্যাসধারী, দেববৃন্দের চূড়ামণি এই কৃষ্ণকে তোমরা দণ্ডবৎ প্রণতি কর। ইঁহার বাক্য ও স্মিত (মৃদুমন্দ হাস্য) অমৃত-সিক্ত; দেহকান্তি দলিতাঞ্জনবৎ চিক্কণ ও নবজলধর-সমূহবৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নয়ন অরুণবর্ণ ও অক্ষত (সুজাত) পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। অনঘ (সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত সুকৃতি) মানবই ইঁহার স্মরণ করেন। ইঁহার মুখপদ্ম শত শত চন্দ্রমণ্ডলকেও পরাভূত করে। কামলীলার আস্বাদনে ইনি নিরতিশয় পরিশ্রম করেন। সুকুঞ্চিত কেশকলাপের ইতস্ততঃ সঞ্চালনে এবং তিলক-রচনায় ললাটদেশ সুশোভিত। ইনি নত (বিনীত বা প্রণত) জনগণের হৃদয়ঙ্গম (হৃদয়চোর)—আমরা ইঁহাকে স্তব করি বা প্রণাম করিতেছি। ৭। গুণ-গণ-সাগর, জগতে রমণীয় বস্তু সকলের বিনির্য্যাস-স্বরূপ এবং মধুর (শৃঙ্গার) রসে বিহারশীল শ্রীহরির বপু (দেহটিকে) আমার মন নিরন্তর স্মরণ করুক। ৮। হে গোপাল! তুমি নন্দমহারাজের প্রাঙ্গণকেই আশ্রয় করিয়া সুন্দর রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) লীলা করিতেছ। তুমি কালিয়নাগের শিরোদেশে নৃত্য করিয়াছ। গোধনচারণই তোমার বৃত্তি—গমনভঙ্গী তোমার অতি মনোজ্ঞ—তোমার বিক্রম বিপুল—সজ্জনগণ তোমার সম্মাননা করেন। হে মৃদু-মধুর-হাস্য-শোভিত কৃষ্ণ! আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

(২) বক্কিতং

কীর্ত্তি র্যস্য পদাবনেজনসরিৎত্রৈলোক্য-সংপাবনী
যস্যাংশাংশফণী বিভর্ত্তি ধরণীং শক্তি র্যদি খ্যাপয়েৎ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভবাব্জ-প্রভৃতয়ো যৎসেবয়া ব্যাকুলাঃ
সোঽয়ং বোঽবতু বল্লবীকরতলধ্বানে নর্ট্টনর্ত্তকঃ ॥ ৯ ॥

উত্তমশশধর-পঙ্কজভাস্বর সস্মিতমুখবর-বিস্মিত-সুস্বর ।
চঞ্চলদলবর-কুবলয়বিক্রম খঞ্জন-নর্ত্তন-গঞ্জি-দৃশিক্রম
উন্মদ-মধুকর-সন্নিকরোজ্জ্বল । নিস্তুল-শিখিদল-সংবৃত-কুন্তল ।
ভক্ষিতদধিচয় লক্ষিত-লক্ষণ । দর্পকদর্পদ-কুঞ্জগৃহক্ষণ ।
মণ্ডলমনু গত-তাণ্ডব-বর্দ্ধন । বৎসক-সহচর' বৎসবিমর্দ্দন ।
কুণ্ডলিফণচয়-নিস্তুলদণ্ডন । রঞ্জিম-পদযুগ-পঙ্কজ-মণ্ডন ।
সজ্জন-শরণদ' দুর্জ্জন-বর্জ্জন । নিন্দ্য-পুরন্দর' যদুকুল-নন্দন ।

৯। পদেতি—গঙ্গা। খ্যাপয়েত ইতি ক্রিয়াদীপকালঙ্কারঃ।
১০। দর্পকেতি—দর্পকস্য মদনস্য দর্পদঃ গর্ব্বনাশকঃ কুঞ্জগৃহে ক্ষণঃ উৎসবো যস্য। মণ্ডলমনু রাসমণ্ডলে গতং প্রাপ্তং তাণ্ডবস্য নৃত্যাদ্ভূততায়া বর্দ্ধনং যেন।

(২) বক্কিত।

(৯) ত্রৈলোক্য-সংপাবনী গঙ্গা যাঁহার (পাদপ্রক্ষালন-সলিল বলিয়া) কীর্ত্তি ঘোষণা করেন—যাঁহার অংশের অংশ ফণী (শেষ দেব) ধরণী ধারণ করেন এবং সেই মহামহীয়ানের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য খ্যাপন করিতেছেন—অধিক কি? শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার সেবার ব্যাকুল (সন্ত্রস্ত) আছেন—গোপীগণের করতালধ্বনিতেই নৃত্যপরায়ণ এই সেই কৃষ্ণই নাচিতে নাচিতে তোমাদিগের পরিপালন করুন। (১০) হে কৃষ্ণ! নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র ও অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মের ন্যায় উজ্জ্বল ও মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত তোমার সুন্দর মুখে অতি বিস্ময়কর ও মনোহর স্বর (ধ্বনি) উঠিতেছে। তোমার খঞ্জন-গঞ্জনকারী নয়নভঙ্গীতে চঞ্চলায়মান দল (পত্র)-যুক্ত সুন্দর পদ্মের বিক্রম (সুষমা বিলাসাদি) বিরাজমান। তুমি উন্মদ মধুকর সমূহের ন্যায় উজ্জ্বল (গাঢ় কৃষ্ণ)। তোমার কেশদাম নিরুপম ময়ূরপুচ্ছে সমাচ্ছাদিত। তুমি দধিরাশি ভক্ষণ করিয়া বিবিধ চিহ্নে অঙ্কিত হইয়াছ। নিকুঞ্জ-মন্দিরে তোমার সুরতোৎসব ব্যাপার দেখিয়া কামদেবেরও দর্প নাশ হয়। তুমি অদ্ভুত নৃত্য রসের চরমসীমা প্রদর্শন করাইয়াছ। তুমি গোবৎসগণের সহচর (পালক) এবং বৎসাসুরের বিমর্দ্দনকারী। কালিয়নাগের ফণাসমূহের উপরে আরোহণপূর্ব্বক তুমি তাহাকে বিপুল দণ্ড দিয়াছ। তোমার রঞ্জিল (রাতুল) পদযুগলে পদ্মের শোভা অথবা পদযুগলে পদ্মেরও শোভা বৃদ্ধি করে। তুমি সজ্জনগণকে শরণ (আশ্রয়) দান কর এবং দুর্জ্জনগণকে পরিহার কর। তুমি (গোবর্দ্ধন যজ্ঞে) ইন্দ্রকে নিন্দা করিয়াছ; যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধক তুমি। তোমার (প্রধান) দন্তদ্বয় সুন্দর কুন্দকুসুমকেও পরাজয়

দন্তযুগলহত-সুন্দরকুম্ভক। গণ্ডযুগল-রবিকুণ্ডল-যুম্মক।
দৈত্যকুলার্দ্দন' নির্জ্জর-পক্ষক। সঙ্গিপুরঃসর' বৎসক-রক্ষক।
বক্ষসি বিলসিত-মণ্ডনরঞ্জন। নির্ভর-রিপুকুল-দম্ভবিভঞ্জন।
বিস্ফুরদধর-বিড়ম্বিত-পল্লব। সন্ততযুবতি-কুলেষ্টদ' বল্লভ।
সন্দিশ মম হৃদি নিজচরণদ্বয় মুদ্ভর পুরন্দর' মাং
চানুকম্পয়। ধীর ॥১০॥

যেনাপায়ি পয়ঃ সহাসুভিরলং বক্যাঃ স্তনস্থাজ্জিঘ্রণা
যেনাঽভাজি নিরস্তবস্তু শকটং দৈত্যশ্চ বাত্যাকৃতিঃ।
যেনাঽমারি বকোঽপ্যদারি মুখতো যেনাঘনাম্না ক্ষণা
স্তেনাতারি বিধেরহারি সুমদঃ পায়াদপায়াৎ স বঃ ॥১১॥

উদ্দীপ্তকৌমার্য্য' বিস্ফারিতৌদার্য্য'
সংপ্রাপ্তশৈথিল্য-বিস্তীর্ণচাপল্য'
বিখ্যাত সাদ্গুণ্য' মাং পাহ্যলং ধন্য। ধীর ॥১২॥

(৩) সামান্যং

স্নিগ্ধাঞ্জনাঞ্চিত-বিলোচনখঞ্জনাক্ষং
ভালালকস্ফুরিত-সন্তিলকং শিতাক্ষং।

১১। নিরস্তানি ক্ষিপ্তানি বস্তূনি যস্য।

করিয়াছে। গণ্ডদ্বয়ে সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় বিরাজমান। তুমি দৈত্যবংশ-বিনাশন, দেবগণের পক্ষপাতী। সহচরগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তুমি বৎসচারণ কর, তোমার বক্ষঃস্থলে উল্লসিত ভূষণসমূহে নয়ন-রসায়নত্ব আনয়ন করে। দুর্দ্দান্ত অসুরসমূহের দম্ভ-বিনাশন তুমি। বিস্ফুরিত অধরদ্বয় পল্লববৎ রক্তবর্ণ। তুমি যুবতিগণকে নিরন্তরই ইষ্টবর দান কর। হে বল্লভ! হে মহাকৃপাময়! আমার হৃদয়ে তোমার চরণযুগল অর্পণ করতঃ আমাকে উদ্ধার কর ও আমার প্রতি দয়া বিস্তার কর। (১১) যে বকী পূতনার প্রাণসহ দুগ্ধও বেশ পান করিয়াছে—অতি সুকোমল চরণাঘাতে যে শকট ভঞ্জন করিয়া তাহার বস্তুগুলিকে দূরে ফেলিয়াছে, বাত্যাসুরকে মারিয়াছে, বকাসুরকে মুখে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়াছে—যে ক্ষণকালমধ্যে অঘদৈত্যকেও উদ্ধার এবং ব্রহ্মার মহাগর্ব্ব নাশ করিয়াছে—সেই হরি তোমাদিগকে সকল অপায় (অন্তরায়) হইতে রক্ষা করুন। (১২) যাহার কুমার (কিশোর) কালের বেশ উন্মেষ হইয়াছে—উদারতা বিস্তারিত হইতেছে—বিষম (বাল্যবয়োচিত) চাঞ্চল্য ক্রমশঃ শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে—যাহার সাদ্গুণ্য (সুশীলতাদি) বিশেষ প্রসিদ্ধ—সেই ধন্য কৃষ্ণ আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।

(৩) সামান্য চণ্ডবৃত্ত।

(১৩) যে স্নিগ্ধ কজ্জলাক্ত-নয়ন ও নীলাঞ্জনবর্ণ—যাহার ললাটে ও

মাত্রোপনীত-নবনীতবিবৃদ্ধতৃষ্ণং
কৃষ্ণাভিধং কিমপি ধাম মমাবিরাস্তাং ॥ ১৩ ॥

কৃতশিশুলীলা-হতরিপুবর্গঃ। প্রকৃতিসমীক্ষাত্রিভুবনসর্গঃ।
কৃত-বকসহজা-স্তনভবপান' স্তদুরসি লীলাকৃত-মৃদুযান'
স্তনুপদঘাতৈঃ শকটনিপাত' স্তদনুবিনাশিত-তৃণচরদৈত্যঃ।
প্রকটিতমৃৎস্নাশনজগদস্বঃ। সদধরভাসা বিফলিত-বিম্বঃ।
ক্ব চ মৃদুজানুদ্বয়গতি-রঙ্গ প্রবল-যমদ্রুদ্বয়কৃত-ভঙ্গঃ।
ক্ব চ দধিমন্থ-স্বনকৃতনৃত্যঃ। সহচরবর্গৈঃ সহ কৃতকৃত্যঃ।
ক্ব চ কুলযোষাজনবিবিধাজ্ঞা-বিরচনকারী' ত্রিভুবনহৃজ্জঃ।
ক্ষণমৃদুবাগ্‌ভি র্বহুসুখদানঃ। শ্রিতজনতাপত্রয়ভয়হানঃ।
শুকপিকনাদৈঃ কৃতশিশুলীলঃ। ক্ব চ তরুবল্লী-বিরচিতদোলঃ।
সহচর লীলাশ্রিতজয়ভঙ্গঃ। ক্ব চ ভুজযুদ্ধাহিত-বহুরঙ্গঃ।
স্মররসজোষাস্থিরপরিরম্ভঃ। খরনখরৈস্তৎক্ষতকুচকুম্ভঃ।
সুমধুর-বংশী-রবহৃতচিত্ত-ব্রজতরুণীনামুপচিতবিত্ত-
স্মরসমরান্মোদিতমৃদুহাস স্তদুচিত-নানা বলদুপহাসঃ।
সরস-মনোজ্ঞ-প্রিয়তমমূর্ত্তিঃ। স ভবতু সর্বার্থবিহিতপূর্ত্তিঃ ॥ধীর॥১৪॥

১৪। বকসহজা পূতনা। জোষঃ নারী। উপচিতানি সমুপস্থিতানি বিত্তানি উদ্দীপনানি যস্য তথাভূতস্য স্মরস্য যুদ্ধাৎ মোদিতঃ প্রেরিতঃ মৃদু ইত্যর্থঃ।

সুকুঞ্চিত কেশকলাপের মধ্যে সুন্দর তিলক ঝলক দিতেছে—যাহার মুখে মৃদু হাস্য, মাতা যশোদা কর্ত্তৃক উপনীত নবনীত দেখিয়া যাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে—সেই কৃষ্ণ-নামধেয় কোনও অনির্বচনীয় বিগ্রহই আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। (১৪) শিশুলীলার অনুকরণ করিয়াও তুমি পূতনাদি শত্রুসমূহকে বিনাশ করিয়াছ। প্রকৃতির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াই তুমি ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়াছ। বকাসুরের সহোদরী পূতনার স্তন্যপান করিয়া লীলাক্রমে তাহার বুকের উপরে মৃদুমন্থর গতিতে প্রয়াণ করিয়াছ। সুকোমল পদাঘাতে তুমি শকটাসুরকে বিনাশ করিয়া পরে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যকেও নিহত করিয়াছ। মৃদ্‌ভক্ষণ করিয়া জননীর সমক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত করিয়াছ। তোমার সুন্দর অধরালোকে বিম্বফল ধিক্‌কৃত হয়। অহো! কখনও তুমি মৃদুল জানুদ্বয়ের গতিভঙ্গী দ্বারা প্রবল যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের ভঙ্গ করিয়াছ। কখনও বা দধিমন্থনের ধ্বনি শুনিয়া সহচরগণের সহিত কৃতার্থ হইয়া তালে তালে নৃত্য করিয়াছ। কখনও তুমি কুলবধূগণের বিবিধ আজ্ঞানুরূপ সেবা করিয়াছ। তুমি ত্রিভুবনের হৃদয়জ্ঞ। ক্ষণে ক্ষণে তুমি মৃদু বাক্য-বিন্যাসে সকলকে বহু সুখ দান করিতেছ। তুমি আশ্রিত জনের তাপত্রয়জনিত ভয় দূর কর। শুক পিক প্রভৃতির নিনাদে তুমি শিশুবৎ লীলা অর্থাৎ ঐ ধ্বনির অনুকরণ কর। কখনও বা বৃক্ষে লতা ঝুলাইয়া তুমি ঝুলনলীলা

জম্ভারেঃ স্তম্ভহারী প্রলয়জলধরোৎসৃষ্টবৃষ্টিপ্রণষ্টে
গোষ্ঠং ত্রাত্বাতিভীত-ব্রজবরতরুণী-নির্ভরাশ্লেষরঙ্গী।
নন্দাদ্যানন্দ-সন্দোহদ-মধুরতর-স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
গোবিন্দঃ পাতু লীলাকরতলবিলসৎপর্বতঃ সর্বতো বঃ॥১৫॥

মুদিরদ্যুতিধর। মদিরেক্ষণবর।
যুবতীপ্সিতকর। সুমতিপ্রিয়তর।
চরণং পুরুদয়। মম হৃদ্যুপনয়॥ বীর॥১৬॥

(৪) বীরভদ্রং

বিস্ফারা গিরিগোধনে দধিপয়স্তেয়ে রহোপ্যস্থিরা
নন্দে সংনমিতাধরা ব্রজবধূশ্রেণ্যাননে মন্থরাঃ।
ক্রূরাঃ কেশিনি মেদুরাঃ সহচরব্যূহেঽধিগোষ্ঠান্তরং
গোবিন্দস্য দিশন্তু বঃ শমতুলং নানাবিধা দৃষ্টয়ঃ॥ ১৭॥

১৫। জম্ভারেঃ ইন্দ্রস্য স্তম্ভঃ জড়ীভাবঃ মূর্খতা ইতি যাবৎ তং হরতীতি। নির্ভরং সাতিশয়ং যথা স্যাত্তথা আবদ্ধে আলিঙ্গনে রঙ্গো কৌতুকী।

১৬। মুদিরঃ মেঘঃ। মদিরা মত্তখঞ্জনঃ।

কর। সখাগণের সহিত লীলাক্রমে তুমি পরাজয় স্বীকার কর। কখনও বা ভুজাভুজি যুদ্ধে তুমি বহুবিধ রঙ্গের অবতারণা কর। তুমি কামরসে বিহ্বল হইয়া নারীগণকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছ এবং খর নখরাঘাতে তাহাদের কুচকুম্ভদ্বয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া থাক। সুমধুর বংশীধ্বনি দ্বারা হৃতচিত্ত ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত প্রচুরতর উদ্দীপনদায়ক কামযুদ্ধে তুমি মৃদুমন্দ হাস্য করিলে তাঁহারাও তোমার প্রতি তদুপযোগী বিবিধ উপহাস করিয়াছিলেন। তোমার মূর্ত্তি রসময়ী, মনোজ্ঞা এবং প্রিয়তমা। সেই তুমি আমাদের সর্বপুরুষার্থ দান-কারী হও॥ (১৫) যিনি ইন্দ্রের স্তম্ভ (মূর্খতা) নাশ করিয়াছেন—প্রলয়কালীন মেঘমালাবৎ অনবরতঃ বৃষ্টিপাতরূপ বিনাশ হইতে সমগ্র ব্রজভূমিকে ত্রাণ করিয়া যিনি অতি ভীত ব্রজবালাদিগের প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া কৌতুক বিস্তার করিতেছেন—যিনি নন্দ মহারাজ প্রভৃতির আনন্দরাশিদায়ক মধুরতর হাস্যমণ্ডিত মুখপদ্ম ধারণ করিতেছেন—যাঁহার করতলে অবলীলাক্রমে গিরিরাজ শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই গোবিন্দ তোমাদিগকে সর্বথা রক্ষা করুন। (১৬) তোমার কান্তি নবীন জলধরবৎ, লোচন মত্ত খঞ্জনবৎ পরম সুন্দর, যুবতিগণ তোমার করস্পর্শ বাঞ্ছা করেন—তুমি সুবুদ্ধি জনগণের প্রিয়তর অথবা তুমি সুবুদ্ধি এবং প্রিয়তর। হে মহাকৃপাময়! আমার হৃদয়ে তোমার চরণ দান কর।

(৪) বীরভদ্র।

(১৭) গোবিন্দের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গী তোমাদের অতুলনীয় আনন্দবিধান করুক—ঐ দৃষ্টি পর্বতে ও গোধনচারণে বিস্ফারিত হয়,—নির্জ্জনে দধিদুগ্ধ

স্নিগ্ধশ্যামাম্বুদ-রুচিতনুবর। দত্তানন্দস্মিতলব-সুমধুর।
নন্দানন্দপ্রকটন-পটুতর। মন্দোদন্তৈর্বিফলিতমধুভর।
প্রোদ্যচ্ছীতদ্যুতিসম-নখর। সাক্ষাৎকারস্মর ইব তনুধর।
মত্ত দক্ষস্মদশিখিদল-শিখ। নাসাসক্তোত্তম-মণি-সুতিলক।
বিম্বারম্ভক্ষতিকর-সদধর। মন্দান্দোলশ্রুতিযুগ-সুমকর।
বৎস-স্বচ্ছপ্রচলিত-মণিসর। শিঞ্জন্মঞ্জীর-রণিত-পদচর।
বিদ্যুদ্বিদ্যোতন-রুচি-সুবসন। রঙ্গোদরিঙ্গৎকটিতট-সুরসন।
কর্ণোদঞ্চৎকুসুমিত-কিসলয়। পূর্ণাদীর্ণামৃতকর-সমুদয়।
বহ্নিঃ শুম্ভোচ্চয়রিপু-সুদহন। হর্য্যক্ষোর্জ্জৎস্বনপরবিমথন।
সর্পোদ্দর্পপ্রশমন-বিনটন। বাত্যাদৈত্যোদ্ধতগতি-বিঘটন।
মণ্ডোদ্দণ্ড-প্রহরণ-সুচতুর। রঙ্গাসঙ্গ-প্রতিহত-মধুমুর।
স্নেহপ্রেমব্রজজন-মনসিজ। ভক্তব্যক্তার্থদ-পদসরসিজ।
ময্যক্ষয্যং স্বভজনমুপদিশ। চিত্তে নিত্যং প্রভুবর! মম বস॥ ধীর॥ ১৮॥

১৮। মন্দোদন্তৈঃ স্বল্পবার্ত্তাভিঃ। প্রোদ্যচ্ছীতদ্যুতিঃ উদীয়মানচন্দ্রঃ। আরম্ভঃ দর্পঃ। বৎসে বক্ষসি। পূর্ণশ্চাসৌ অদীর্ণঃ সকলশ্চেতি স অমৃতকরশ্চন্দ্র স ইব সমাসাবির্ভাবো যস্ত। বহ্নিস্তথা অগ্নিঃ হর্য্যক্ষঃ সিংহঃ।

চৌর্য্যকালে অস্থির (চঞ্চল) হয়—নন্দ মহারাজে অবনমিত ও নীচ হয়—ব্রজাঙ্গনাদিগের মুখে মন্থর (শিথিল) হয়—কেশিদৈত্যে ক্রূর হয়—গোষ্ঠমধ্যে সহচরগণের প্রতি স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। (১৮) স্নিগ্ধ শ্যামল মেঘের কান্তিবৎ তোমার দেহবরের দীপ্তি, আনন্দপ্রদ মৃদুমন্দ হাস্যলবেই তুমি সুমধুর। তুমি নন্দের আনন্দ-বিস্তারে সুনিপুণ। অতি অল্প কথা বলিলেও কিন্তু তাহাতে মধুর অতিলালিত্যও বিফলীকৃত হয়। তোমার নখর—উদীয়মান চন্দ্রবৎ উজ্জ্বল। স্বয়ং মদনবৎ তোমার তনুখানি—তোমার শিরে মত্ত ময়ূরপিচ্ছ মনোহরণ করিয়া ইতঃস্তুতঃ সঞ্চলন করিতেছে—তোমার নাসায় উত্তম মণি এবং সুন্দর তিলক বিভ্রমান। তোমার সুন্দর অধর বিম্বফলের দর্পনাশক। কর্ণদ্বয়ে সুন্দর মকর-কুণ্ডল মৃদুমন্দ-গতিতে দুলিতেছে। বক্ষোদেশে স্বচ্ছ মণিময় হার বেশ শোভাবিস্তার করিতেছে। তুমি চলিতে থাকিলে তখন চরণে নূপুর বাজিতে থাকে। তোমার বসন বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় সুন্দর পীতবর্ণ। কটিতটে মনোহর রসনা রঙ্গভরে চলিতেছে। কর্ণদ্বয়ে পুষ্পিত পল্লব প্রকাশ পাইতেছে। পরিপূর্ণ রাকাচন্দ্রের ন্যায় তোমার সমুদয়ে সকলের আনন্দ হয়। শত্রুসমূহের প্রতি অগ্নিবৎ দাহক (তাপদায়ক) তুমি শত্রু-বিমর্দনের কালে সিংহের ন্যায় ভীষণ ধ্বনি কর। কালিয়নাগের মহাদর্প নাশ করিবার জন্য তুমি তাহার শিরোপরি সুন্দর নৃত্য করিয়াছ। তৃণাবর্ত্তের উদ্ধত গতিকেও তুমি নিরোধ করিয়াছ। বৃষাসুরকেও দারুণ প্রহার করিয়া তুমি সুচাতুরী প্রকট করিয়াছ। রঙ্গ (কৌতুক) করিতে করিতেই তুমি মধু ও মুর দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ

কুসুমিত-তরুবৃন্দোপাস্ত-বৃন্দাবনান্ত
র্গৃহমনু সুরসোত্থনীপমূলাবলম্বী।
মুখরিততর-বংশীশংসিতা গোপ-গোপী-
গণ-গতিরতিসান্দ্রঃ শ্রীমুকুন্দোঽবতান্নঃ ॥ ১৯ ॥

মুরলী-চুম্বক নতভী-লুম্পক।
তরুণী-বঞ্চক শমধী-রঞ্জক।
জগতী-সংশ্রয় মম চেতস্ময় ॥ ধীর ॥২০॥

(৫) সমগ্রঃ

আভীরীকুচ-চক্রবাক-বিরহোত্তাপাপহারী করে-
র্নানন্তানুচরানুসঙ্গিজনতা-হৃৎপঙ্কজোল্লাসকঃ।
শ্রীরাধা-স্তনমেরু-বিভ্রমপরঃ শ্রীমন্মুকুন্দাভিধো
ভানুঃ সোঽনুশয়ে গিরৌ সমুদিয়াচ্ছিন্দন্মমান্ধন্তমঃ ॥ ২১ ॥

অনর্থখণ্ডন প্রকৃষ্টমণ্ডন
প্রমত্ততর্জ্জন প্রচণ্ডমর্দন
প্রবুদ্ধরঞ্জন স্বতঃখঞ্জন
প্রপন্ন-বর্দ্ধন প্রহৃষ্টবর্জ্জন

২২। প্রবুদ্ধং উদ্বুধ্যতে প্রাপ্তঃ বন্ধনং যেন। খর্বৈঃ ব্রহ্মাদিভি র্বর্দ্ধনং যস্য। যেষাং বৃত্তিং জীবিকাং বর্দ্ধয়তি দদাতীতি আভীরাণাং বৃত্তিদাতৃ ইত্যর্থঃ।

করিয়াছ। প্রগাঢ় প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনাদিগের পক্ষে তুমি সাক্ষাৎ কাম। তোমার চরণ-কমল ভক্তগণের নিখিল প্রয়োজনই সম্যক্ প্রকারে সাধিত করে। হে প্রভুবর! আমাকে তোমার অক্ষর (অব্যভিচারী) ভজন-পন্থার উপদেশ কর এবং নিত্যই আমার চিত্তে বাস কর। (১৯) কুসুমিত বৃক্ষরাজির শোভায় ভূষিত বৃন্দাবনের নিকুঞ্জমন্দিরে রসময় কোনও কদম্ববৃক্ষের মূলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া মুখরিততর বংশীতে নিনাদকারী—গোপগণের গতি ও গোপীদের (শৃঙ্গার) রতির প্রগাঢ় বিষয় (অথবা শ্বশুরাদি কর্তৃক সুরক্ষিতা গোপীগণের একমাত্র গতি) এবং অতি মৃদু শ্রীমুকুন্দ আমাদিগকে প্রেমসেবাদানে পালন করুন। (২০) তুমি মুরলীকে চুম্বন কর, প্রণতজনদিগের ভয় নাশ কর, রাসে অন্তর্দ্ধান করিয়া গোপ-কিশোরীগণকে বঞ্চনা করিয়াছ—শান্তমতি জনদিগকে প্রীতিদান কর, ত্রিভুবনের একমাত্র আশ্রয় তুমি আমার চিত্তে আগমন কর।

(৫) সমগ্রঃ

স্বকীয় কর (হস্ত, কিরণ)-সম্পাতে গোপীদের কুচযুগরূপ চক্রবাকদ্বয়ের বিরহতাপ-হরণকারী—অনন্ত সহচর ও অনুসঙ্গে সকল জনেরই হৃদয়রূপ পদ্মের উল্লাস-দানকারী—এবং শ্রীরাধার স্তনরূপ সুমেরু-শিখরে ভ্রমণশীল সেই শ্রীমান্ মুকুন্দ নামক সূর্য্য অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করিয়া মদীয় চিত্তরূপ গিরিতে সমুদিত হউক। (২২) তুমি অনর্থ নাশ কর, গোপীদের সকল ভূষণ তুমি [কর্ণের কুবলয়, অক্ষির অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিমালা], বিষয়ে

ব্রজাঙ্গরিঙ্গণ স্বগোত্রনন্দন
প্রতপ্তচন্দন প্রযুক্তবন্ধন
স্বমর্ত্যবন্দন প্রকীর্ণকীর্ত্তন
স্ববৃত্তি-বর্ত্তন স্বসঙ্গিহর্ষণ
প্রিয়ত্ববর্ষণ প্রসন্নদর্শন
স্মৃতার্ত্তিকর্ষণ স্মিতাস্যবীক্ষণং
মমার্পয় ক্ষণঃ ॥ ধীর ॥ ২২ ॥

নিষ্কাঞ্চনা কাঞ্চনভূষণোজ্জ্বলা
নিরঞ্জনাপ্যঞ্জনমঞ্জুলাকৃতিঃ।
নরাধিকা রাধিকয়াপি সঙ্গতা
শ্রিয়ে ভবাস্তাং মুরবিদ্বিষ স্তনুঃ ॥ ২৩ ॥

[নগোপলীলোঽপি হি গোপলীলঃ
কলাপকেশোঽপ্যকলাপকেশঃ।

২৩। অত্র বিরোধাভাসঃ। নিষ্কস্য পদকস্য অঞ্চনং গতি যস্যাং সা নিষ্কাঞ্চনা। নিরঞ্জনা মায়া-রহিতা। নরাধিকা নরেষু অধিকা শ্রেষ্ঠা। (ক) নগস্য গিরিরাজস্য উপ সামীপ্যে লীলা শৃঙ্গার-চেষ্টা যস্য; কলাপঃ ময়ূরপিচ্ছঃ কেশে যস্য। নাস্তি কলাপঃ ভূষণং কেশে যস্য চ। যদ্বা—ন কলাপঃ বিদগ্ধঃ কো ব্রহ্মা চ ঈশ্বরশ্চ শিবশ্চ যৎসবিধে ইতি শেষঃ।

প্রমত্ত জনগণকে তুমি তর্জ্জন (ভৎর্সনা) কর, তুমি ভীষণ নর্দ্দন (শ্লাঘা বা শব্দ) কর; প্রবুদ্ধ (সুবুদ্ধি) জনগণকে আনন্দিত কর, তোমার ভক্তগণের দুঃখ নাশ কর; প্রপন্ন (আশ্রিত) জনগণের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন কর—মহা দুষ্টগণকে তুমি বর্জ্জন (পরিত্যাগ) কর—তুমি ব্রজে রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) লীলা করিয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধবের আনন্দ বৃদ্ধি কর। তুমি মহাতাপিত ব্যক্তির পক্ষে চন্দনবৎ সুশীতল। তুমি উদূখলে বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলে। ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার বন্দনা করেন। তোমার কীর্ত্তন (কীর্ত্তিগাথা) চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছে। আত্মীয়দের জীবিকা দান করিতেছ—নিজ সঙ্গিদিগকে আনন্দ দান কর—তুমি প্রিয়তা বর্ষণ কর, তোমার দর্শনে সকলের মনপ্রাণ প্রসন্ন হয়। তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকলের আর্ত্তি (দুঃখ) নাশ কর। হে শ্যাম! তোমার মৃদুমন্দ-হাস্য-শোভিত বদনে একক্ষণের জন্যও আমার নয়ন-পথের পথিক হও। (২৩) পদক-ভূষিতা ও স্বর্ণালঙ্কারে উজ্জ্বলা—মায়ারহিতা অথচ কজ্জল-ধারণে মনোজ্ঞমূর্ত্তিবিশিষ্টা—অলোকসামান্যা এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিতা শ্রীমুরারির তনু (দেহ) তোমার মঙ্গল বিধান করুক। (ক) গিরিরাজের উপকণ্ঠে শৃঙ্গার-চেষ্টাদি করিয়াও যিনি গোপ-জনোচিত বিনোদ করেন—ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিয়া যিনি কেশে অন্য ভূষণ পরিধান করেন না অথবা ব্রহ্মাশিবাদিও যাঁহার নিকট অবিদগ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন—যিনি বনে বিহার করিতে করিতেও গোপীগণের রক্ষণে সতত উদ্যুক্ত—সেই গোপীজন-বল্লভই তোমাদিগকে পালন করুন।

বনে বিহারোঽপ্যবনে বিহারঃ
স পাতু গোপীজনবল্লভো বঃ ॥ ক ॥]

অঘসংহারক' নগসংধারক।
ভবনিস্তারক গুণবিস্তারক।
নবনীতপ্রিয় মম চেতস্ত্বয় ॥ধীর॥২৪॥

(৬) অচ্যুতঃ

মণিযুতকাঞ্চনমুদ্রং নিজমুন্নিদ্রং করাম্বুজং শৌরে।
ক্ষণমপি হৃদি বিনিধায় প্রশময় ভবদাবদাহং মে ॥ ২৫ ॥

ব্রজপুরবাসঃ। কৃতশিশুরাসঃ
স্মরশতমূর্ত্তিঃ। শ্রিতরতিপূর্ত্তি
স্ত্রিভুবনহৃজ্জ্ঞঃ প্রকৃতিমনোজ্ঞঃ।
শ্রুতগুণধামা। প্রণয়সুদামা।
ব্রজপুরনারী- গণ-গৃহচারী।
দধিমথিতাশী। চটুলবিলাসী।
মধুমুরকংস- প্রতিহত-বংশঃ।
সুমধুরশংস শ্চলদবতংসঃ
সুররিপুষণ্ড- প্রহরণশৌণ্ডঃ।
শতমখদন্ত- প্রকর-বিড়ম্বঃ।

২৫। উন্নিদ্রং প্রফুল্লিতং বিকশিতমিতি যাবৎ।
২৬। শ্রিতা সেবিতা রতেঃ স্মরতস্য পূর্ত্তিঃ পূর্ণতা যেন। চটুলঃ মনোজ্ঞঃ।

(২৪) তুমি অঘ-বিনাশন, গিরিরাজধারী, ভব-নিস্তারক, গুণ-গণবিস্তারক, নবনীতপ্রিয়। হে গোপাল! আমার চিত্তে আগমন কর।

(৬) অচ্যুত।

(২৫) হে শৌরে! মণিখচিত-স্বর্ণাঙ্গুরীয়কযুক্ত নিজ প্রফুল্ল করপদ্ম একক্ষণের জন্যও আমার হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া ভবদাবদাহ প্রশমিত কর। (২৬) তুমি ব্রজপুরে বাস করিয়া থাক, শিশুকালে অর্থাৎ পৌগণ্ডবয়সে তুমি রাস করিয়াছ। তোমার মূর্ত্তি শত শত কামদেব হইতেও পরমমোহন; তুমি স্মরতোৎসব পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়াছ। ত্রিভুবনের হৃদয় (মনোভাব) তুমি অবগত আছ। স্বভাবতঃই তুমি মনোজ্ঞ, বিশ্রুত-গুণগণ-নিধি; তুমি সুদাম সখার সহিত প্রণয়াবদ্ধ অথবা প্রণয়ই তোমার মহাধন। তুমি ব্রজপুরবাসিনী নারীগণের গৃহে গমন করিয়া দধি ও মথিত (নির্জ্জল ঘোল) ভোজন কর এবং মনোমোহন কেলিবিলাসাদির অনুষ্ঠান কর। মধু, মুর ও কংসাদির বংশকে পর্য্যন্ত তুমি নাশ করিয়াছ। তোমার কথা অতি মধুর, তোমার কর্ণে (বা শিরে) অবতংস দুলিতেছে। তুমি অসুর বীরগণকে প্রহার করিতে সুনিপুণ। ইন্দ্রের দম্ভরাশিকেও বিড়ম্বিত করিয়াছ। সুন্দর অধরে

সদধরবিম্ব- স্মিতকবিলম্বঃ।
করধৃতশৈল স্তদপি সহেলঃ।
প্রিয়তমযোষা- রতিপরিতোষা-
দতিবিবশাঙ্গঃ। প্রসরদনঙ্গঃ।
সহচরসংঘ- প্রণয়তরঙ্গ-
ব্রজজলধীন্দু বহুগুণসিন্ধুঃ।
পরিহৃতদোষঃ পুরুরিপুরোষঃ।
প্রণত-সন্তোষঃ স্থিরচরঘোষঃ।
শ্রিত-পরিপোষঃ কনকবিভূষ
স্বমতিকৃপাত্তঃ ক্ষণমপি নাথ
স্ফুর হৃদয়ে মে ক্ষিপ নহি কামে ॥ বীর ॥২৬॥

বিভ্রাজচ্ছাতকুম্ভ-দ্যুতিভিরতিশয়োদ্দামকন্দর্পলীলা-
লোলাভিঃ সংবৃতাত্মা ঘন ইব চপলালীভিরাভীরিকাভিঃ।
চুম্বে বিম্বাধরাণাং স্মরসমর-সমুল্লাস-হাসাবলোকৈ
রাসাং রাসপ্রকাশ-প্রকটিতমদনাবেশ ঈশঃ স পায়াৎ ॥২৭॥

অধ্যাসিতসুখ দধ্যাসিতমুখ।
পিচ্ছাবৃতশিখ নিষ্পাটিত-বক।
নিস্তারিত-নত মাং তারয় হিত ॥ ধীর ॥২৮॥

২৭। সংবৃতাত্মা আলিঙ্গিতদেহঃ।
২৮। দধ্না আ সম্যক্ সিতং শ্বেতং মুখং যস্য।

মৃদুমন্দ হাস্য বিরাজমানই আছে। হস্তে গিরিরাজ ধারণ করিলেও তাহাতে বিন্দুমাত্রও আয়াস বোধ কর নাই। প্রিয়তমা নারীদের সহিত সুরতক্রীড়ায় পরিতোষ লাভ করতঃ তোমার অঙ্গসমূহ বিবশ হইয়াছে। তথাপি তোমার কাম বিবৃদ্ধি হইতেছে। সহচরগণের প্রণয়রূপ তরঙ্গব্যাপ্ত ব্রজরূপ সমুদ্রের চন্দ্রমা তুমি বহুবিধ গুণ-সাগর। তোমাতে দোষের লেশমাত্রও নাই অথবা তুমি জীবের সকল দোষ পরিহার কর। শত্রুগণের প্রতি তোমার ভীষণ ক্রোধ হয়। কিন্তু প্রণত জনগণের প্রতি তুমি প্রীতিপূর্ণ অথবা তাহাদের সেবা করিয়া থাক। স্থাবর জঙ্গম তোমারই নামগুণাদি ঘোষণা করে। আশ্রিতজনের প্রতিপালক তুমি স্বর্ণভূষণ পরিয়াছ। হে নাথ! তুমি পরমানুকম্পা-বিতরণে একক্ষণের জন্যও আমার হৃদয়ে স্ফূর্তি হও এবং আমাকে আর কামে (বাসনায়) নিক্ষেপ করিও না। (২৭) স্বর্ণকান্তি, দুর্দমনীয় কামলীলায় মহা চঞ্চলা গোপীগণরূপ-সৌদামিনীমালা-কর্তৃক মেঘের ন্যায় যিনি আলিঙ্গিত-দেহ হইয়া বিরাজ করিতেছেন—যিনি ইঁহাদের বিম্বাধর-চুম্বনে এবং সুরত-সমরের সমুল্লাস-বশতঃ হাস্য ও কটাক্ষাদি দ্বারা রাসমণ্ডলে মদনাবেশ প্রকটিত করিতেছেন—সেই রাসমণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণই সকলকে পালন করুন। (২৮) তুমি সুখে উপবেশন করিয়া দধি ভোজন করিতে করিতে

(৭) উৎপলম্

করকিসলয়মকাণ্ডং মেদুরপত্রালিশালিনং সরসং।
শিখিপুচ্ছাঙ্কিত-শিখরং কমপি তমালং তমালম্বে ॥ ২৯॥

নির্জ্জিত-দুর্জ্জন' বর্দ্ধিত-সজ্জন।
কুণ্ডলি-দণ্ডন। পণ্ডিত-মণ্ডন।
বিক্রমিতাক্রম। সন্তত-বিশ্রম।
বিক্রমিতেক্ষণ। বিশ্রুত-লক্ষণ।
নির্জ্জর-পুষ্কর- সঞ্চয়-ভাস্কর।
কুণ্ডল-মণ্ডন। দুর্ম্মদ-খণ্ডন।
দর্দ্দুর-তর্জ্জন। দুর্জ্জয়-গর্জ্জন।
সংশ্রিত-শর্ম্মদ। সঙ্গিষু নর্ম্মদ।
পশ্য বহুস্তব মাং করুণার্ণব ॥ ধীর ॥৩০॥

মদালস-বিলোচনং মদশিখণ্ডিপুচ্ছোজ্জ্বলং
মদালি-নিকরপ্রভং সমদচন্দনাচর্চিতং।

৩০। বিক্রমিতঃ অতিশক্তিবিশিষ্টঃ আক্রমঃ আক্রমণং যস্য। সন্ততঃ বিশ্রমঃ বিশ্রামো যস্য। বিক্রমিতে পল্লববদ্রক্তবর্ণে ঈক্ষণে নয়নে যস্য। নির্জ্জরা দেবা এব পুষ্করাণি পদ্মানি তেষাং ভাস্কর প্রভাকর। দর্দ্দুরঃ বকাসুরঃ।

৩১। সমদেতি মৃগমদেন সহ চন্দনেন বিলিপ্তঃ।

মুখের ইতস্ততঃ (দধিকণায়) শ্বেতবর্ণ লাগাইয়াছ। তোমার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, তুমি বকাসুরকে বিদীর্ণ করিয়া আশ্রিতগণকে নিস্তার করিয়াছ। হে হিত (মঙ্গলময়)! আমাকে ত্রাণ কর।

(৭) উৎপল।

(২৯) কর-রূপ-কিশলয়যুক্ত, প্রকাণ্ড, স্নিগ্ধ পত্রাবলি (তিলকাদি রচনা, পত্রসমূহ)-ধারী, রসাল ও ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত-শিখর (চূড়া, শিরোভাগ) কোনও অনির্ব্বাচ্য প্রসিদ্ধ তমালকে আমি আশ্রয় করিলাম। (৩০) তুমি দুর্জ্জনকে পরাজিত করিয়াছ, সজ্জনকে বাড়াইয়াছ। কালিয়নাগকে দমন করিয়াছ, পণ্ডিতদিগের ভূষণ-স্বরূপ তুমি। তোমার আক্রমণও প্রচুরতর শক্তিসম্পন্ন; তুমি সর্ব্বদাই বিশ্রাম করিতেছ অথবা নিরবধি ক্লান্তিশূন্য। পল্লবের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার নয়ন; তোমার লক্ষণ-সকল প্রসিদ্ধ (দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিত)। দেবতারূপ পদ্মসমূহের পক্ষে তুমি ভাস্করসদৃশ। কর্ণে তোমার কুণ্ডলরূপ অলঙ্কার বিদ্যমান। তুমি দুর্ম্মদ-নাশন। তুমি বকাসুরকে তর্জ্জন (ভর্ৎসনা) করিয়াছ। তোমার গর্জ্জনও অতি প্রচণ্ড; তুমি আশ্রিতজনকে মঙ্গলদান কর এবং সঙ্গিগণকে পরিহাসরস দান কর। হে বহুস্তব! হে করুণার্ণব! আমার প্রতি নিরীক্ষণ কর। (৩১) মদালসে যাহার নয়ন বিঘূর্ণিত হইতেছে—যাহার শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত চূড়ায় উজ্জ্বল হইয়াছে—মদযুক্ত ভ্রমরের ন্যায় যাহার অঙ্গপ্রভা—মৃগমদ সহিত চন্দনে যাহার

মদোন্মুদিত-মানসং মদনকোটিশৌটীর্য্যবন্
মহ স্তদহমাশ্রয়ে ত্রিজগদেকসংমোহনম্ ॥ ৩১ ॥

গোকুলানন্দ। খেলিতামন্দ।
গোপিকানঙ্গ- নির্ভরাশ্বঙ্গ।
চাপলোত্রিঙ্গ। শঙ্কিমাতঙ্গ।
মানসাদিত্য। পাহি মামেত্য ॥ ধীর ॥৩২॥

(৮) ভুজঙ্গং

চন্দ্রাবলী-বদনচুম্বনজাতমোদং
খেদং নয়ন্তমতুলং মনসা বিশাখাং।
উন্মীলয়ন্তমনুগাক্ষি-সরোজলক্ষ-
মক্ষাশ্রয়ং কুরু তমদ্ভুতকৃষ্ণচন্দ্রং ॥ ৩৩ ॥

শঙ্কর-শতধৃতি-বন্দিত। চন্দ্রকিরণ-পরিনন্দিত।
সঙ্কুরদধরশুভস্মিত। বিস্তৃত-হলধর-বিস্মিত।
সঙ্গত-সহচর-লক্ষক। দুস্তররিপুকুল-তক্ষক।
মঞ্জুলদধিচয়ভক্ষক। সন্নত-সুরগণ-পক্ষক।
পর্বতবর-ভুজমণ্ডন। খণ্ড-দনুজপরিদণ্ডন।

৩২। গোপিকাসু অনঙ্গেন নির্ভরঃ সাতিশয়ঃ আশ্বঙ্গো পরিরম্ভণং যস্য। শঙ্কী মাতঙ্গঃ কুবলয়াপীড়ঃ হস্তী যস্মাৎ। মানসস্য আদিত্যবৎ প্রকাশক।

দেহ বিচর্চিত হইয়াছে—মদ (উল্লাসাতিরেক) বশতঃ যাহার চিত্ত মহানন্দময় হইয়াছে—কোটি কোটি মদন হইতেও অধিকতর পরাক্রমশালী এবং ত্রিভুবনেরই সম্মোহনকারী সেই জ্যোতিঃ (বিগ্রহকে) আশ্রয় করিতেছি॥ (৩২) হে গোকুলানন্দ! তুমি বহুতর খেলা করিয়া থাক; তুমি অনঙ্গরঙ্গে গোপিকাগণকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছ; তোমার চাঞ্চল্য স্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে; তোমার দর্শনে কুবলয়াপীড় হস্তীও ভয় পাইয়াছে—তুমি আদিত্যবৎ চিত্ত-প্রকাশক, মদীয় হৃদয়ে আগমন করিয়া আমার উদ্ধারসাধন কর॥

(৮) ভুজঙ্গ।

(৩৩) যিনি চন্দ্রাবলীর (চন্দ্রসমূহ, গোপীর) বদন চুম্বন করতঃ আনন্দিত হইয়াছেন অথচ বিশাখার (নক্ষত্র, গোপী) চিত্তে অনুপম খেদ দান করিয়াছেন—যিনি অনুগত জনগণের লক্ষ লক্ষ নয়ন-পদ্মসমূহকে উন্মীলিত (প্রকাশিত) করিয়াছেন—সেই অদ্ভুত কৃষ্ণচন্দ্রকে নয়নপথের পথিক কর হে! (৩৪) শিব ব্রহ্মাদি তোমার বন্দনা করেন, চন্দ্রকিরণে তোমার অতিশয় আনন্দলাভ হয়—(সুন্দর) অধরে সুন্দরতর মৃদুমন্দ হাস্য শোভা বিস্তার করে—বলদেবের মহাবিস্ময়কারক তুমি। লক্ষ লক্ষ সহচর তোমার সহিত মিলিত হইয়াছে—দুর্দ্দান্ত শত্রুগণকে তুমি তক্ষক-সর্পবৎ বিনাশ কর—মনোহর দধিরাশি তুমি ভক্ষণ কর—প্রণত (আশ্রিত) দেবকুলের পক্ষপাত

বিস্তৃতবকমুখবঞ্চক। শঙ্কিতশিশুগণ-কঞ্চুক।
সংবৃতভুজযুগকঙ্কণ। ঝঙ্কৃত পদযুগরিঙ্গণ।
চন্দন-ঘুসৃণ-বিঘস্মর। তুম্বুরুবিজয়িকলস্বর।
বন্দিতচরণ-পুরঞ্জয়। নন্দিতহৃদয়-ধনঞ্জয়।
সন্তত-সকলরিপুঞ্জয়। শং তনু ময়ি বিপুলং জয় ॥ ধীর ॥৩৪॥

গুঞ্জন্মধুকরপুঞ্জে কুসুমিত-কুঞ্জে প্রবালশয্যায়াং।
রাধা-সঙ্গমহেতোঃ কৃতসঙ্কেতো হরি র্জয়তি ॥ ৩৫ ॥

জয় চারুনাম। নিখিলাভিরাম।
কমনীয়কায়। ভুবনাভিগায়।
করুণানিকায়। হৃদয়ং মমায় ॥ ধীর ॥ ৩৬ ॥

(৯) গুণরাজিঃ ॥

ত্রিজগন্মানস-হরণে গুরুতরমিহ পশ্যতো হরং মন্যে।
সিদ্ধৌষধমথবা তে মুরহর হসিতং চ ভাষিতং চেদং ॥ ৩৭ ॥

কুবলীকৃতনগ। সুবলীকৃতখগ।
মুরলী-রবগত- খুরলী-পরিহৃত-

৩৪। কম্বুকবদ্রক্ষক। বিঘস্মর ভক্ষক চর্চিত ইতি যাবৎ। পুরঞ্জয়ো মহাদেবঃ। ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ।

কর—গিরিরাজ তোমার হস্তের অলঙ্কারবৎ শোভা পাইতেছে। বৃষাসুরকে তুমি যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ। বকাসুর বিস্তৃত মুখ-ব্যাদান করিলেও কিন্তু তুমি তাহাকে বঞ্চনাই করিয়াছ। শঙ্কাগ্রস্ত সখাগণকে তুমি কঞ্চুকবৎ রক্ষা করিয়াছ—তুমি ভুজযুগলে কঙ্কণ পরিধান করিয়াছ—ঝঙ্কৃত চরণদ্বয়ে তুমি রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) দিয়াছ—চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা তোমার অঙ্গ সুচর্চ্চিত হইয়াছে। তোমার কলস্বরে তুম্বুরু (সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ গন্ধর্ব)ও পরাজিত হয়। তুমি পুরঞ্জয়ের (শিবের) চরণবন্দনা করিয়াছ; ধনঞ্জয়ের (অর্জ্জুনের) হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়াছ। সর্ব্বদাই শত্রুসকলকে তুমি জয় করিয়া থাক। আমাকে বিপুল মঙ্গল দান কর। হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক। (৩৫) মধুকর-নিকর-গুঞ্জিত, কুসুমিত কুঞ্জে রাধার সহিত মিলনাশায় সঙ্কেত করিয়া পল্লব-বিরচিত শয্যায় সমাসীন হরি জয়যুক্ত হউন। (৩৬) তোমার নাম অতি সুন্দর, তোমার জয় হউক। তুমি সকলের অভিরাম, তোমার দেহ কমনীয়, ত্রিভুবন তোমার যশোগাথা গান করে, তুমি করুণা-নিদান, আমার হৃদয়ে তুমি আগমন কর।

(৯) গুণরাজি ॥

(৩৭) হে মুরহর! ইহা (হাস্য ও বাক্য) ত্রিভুবনের চিত্তহরণে গুরুতর এবং অত্রত্য দর্শক জনেরও মনঃপ্রাণহর কোনও সিদ্ধ ঔষধ বলিয়াই মনে হয়। অথবা উহা তোমার হাস্য ও বাক্যই বটে। (৩৮) তুমি নগ (যমলার্জ্জুন

সুরভী-গুরুভয়। তরুণীসুখচয়।
পবনাশন-মদ- সুবিনাশন-পদ।
করুণাশয় শত- বরুণালয়-মত।
তরুণায়ত-ভুজ। শরণাগতগজ।
তড়িতীকৃতপট। বিরথীকৃতভট।
বিধুরীকৃত-শঠ। পরিশীলিত-বট।
পশুপী-সুনিকট। ললিতালককুল-
বলিতানন-কিল শলভায়িত-খল।
মহিতাতুলকল। মধুগীতিগ-মুখ।
বিপুলীকৃত-সুখ। মথিতাশনপর।
বনিতা-রতিকর। নিজনাশিত-ভয়।
সুখদায়ক জয়॥ বীর॥ ৩৮॥

মেদুরসুন্দির-মনোজ্ঞে নিখিলজীবজাতানাং।
তরুণীমানসচোরে নন্দকিশোরে মনো রমতাং॥ ৩৯॥

বর্হদলোজ্জ্বল কুঞ্চিতকুন্তল।
পর্বতকন্দরবিক্রম' সুন্দর।
সংনত-সন্দয় মামনুকম্পয়॥ বীর॥৪০॥

৩৮। তুরুলীকৃতঃ উৎপাটিতঃ নগো বৃক্ষঃ পর্বতো বা যেন; মুর্ত্ত বলীকৃতা যনা যেনা যেন। তড়িতীকৃতপটঃ পিঙ্গলবসন ইত্যর্থঃ।

বৃক্ষকে এবং গিরিরাজকে) উৎপাটিত করিয়াছ—দেবগণকেই যথেষ্ট বলশালী করিয়াছ—মুরলীর রবে (উচ্চতানে) গোপকিশোরীদের দেবভয় ও গুরুভয় ইত্যাদি পরিত্যক্ত হইলে তাঁহারা সুখরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালিয়নাগের মস্তকে চরণ দান করিয়া তুমি তাহার মদ (গর্ব্ব) চিরকালের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তোমার করুণাশয় (দয়ার্দ্রচিত্ত) শত শত বরুণালয় (সমুদ্র) বলিয়া মনে হয়। তুমি তরুণ, তোমার ভুজযুগল বিশাল। গজরাজ তোমারই শরণাগত হইয়াছিল। তোমার পরিধেয় তড়িদ্বর্ণ বসন; তুমি ভট(বীর)গণকে রথচ্যুত করিয়াছ। শঠগণকে বিহ্বল করিয়াছ এবং (ভাণ্ডীর) বটকে আশ্রয় করিয়া গোপীদিগের সন্নিকটে অবস্থান কর। সুন্দর অলক (সুকুঞ্চিতকেশ) সমূহ তোমার মুখশোভা বৃদ্ধি করিয়াছে—খলগণকে তুমি শলভ (ফড়িং)বৎ বিনাশ কর—তোমার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি অতি প্রশংসনীয় ও অতুলনীয়। তোমার মুখে মধুর গীতিকা বর্ত্তমান। তুমি সকলের সুখকে বিপুলীকৃত (বিবর্দ্ধিত) কর—তুমি মথিত (নির্জ্জলঘোল) ভোজনে সুপটু। বনিতাদিগের সহিত রতিক্রীড়া কর। নিজজনের ভয় নাশ কর। হে সুখদায়ক! তোমার জয় হউক। (৩৯) স্নিগ্ধ জলধরবৎ মনোজ্ঞ এবং তরুণীদের মনশ্চোর নন্দকিশোরে নিখিল জীবগণের মন আনন্দ লাভ করুক। (৪০) তোমার কুঞ্চিত কেশকলাপ শিখিপিচ্ছে উজ্জ্বল

(১০) মাতঙ্গখেলিতং।

রবিতুহিতৃ-তটান্তে কান্তবৃন্দাবনান্ত
র্ব্রজবর-তরুণীনাং ধৈর্য্যসেতু-প্রমাথী।
প্রণয়জলধিরাধালান-তৎপ্রেমবদ্ধঃ
সজল-জলদ-সান্দ্রঃ কোঽপি জীয়াৎ করীন্দ্রঃ ॥ ৪১ ॥

নীরদাকন্দ। গোকুলানন্দ। রাধিকামন্দ-মাধুরীগন্ধ-
সারসারঙ্গ। হাপিতাতঙ্ক। গোপিকাভাণ্ড-ভেদনাখণ্ড-
বোধরূপাঙ্গ। নীরজাপাঙ্গ। মোচিতাবন্ধ। ভাবিতাবেদ্ধ।
দূষণাপোহ। দাসতাবাহ। সংকথাসান্থ। মানসারাধ্য।
হেলয়াগধ্র। কালিতাসদ্ব্যগঙ্গনারঙ্গ-দায়কানঙ্গ।
নষ্টমাতঙ্গ। পীড়িতোরঙ্গ। সজ্জনাসঙ্গ। পাহি মামঙ্গ ॥ ধীর ॥৪২॥

৪২। নীরদশোত্রকম্পিত-মেঘবর্ষণস্য যৎ অকং দুঃখং তৎ হৃতি অবখণ্ডয়তীতি অতঃ গোকুলস্য তদ্বাসিনামানন্দপ্রদ। রাধিকায়া অনল্পঃ সাত্ত্বিকো যো মাধুরীগন্ধস্তস্য সারস্য সারঙ্গ ভৃঙ্গ। দূষণঃ দোষ অপোহঃ অপমোদিতঃ যস্মাৎ নিরস্তদোষ ইত্যর্থঃ। হেলয়াবলীলাক্রমেণ অগঃ গোবর্দ্ধনং ধরতীতি তথা। অসৎ অকতি গচ্ছতীতি অসদ্ অঙ্ক দৈত্য দানবাদিঃ। কালিতাঃ ক্ষিপ্তা নিহতা ইত্যর্থঃ অসদ্ গ্রস্তা যেন তথা সঃ। পীড়িতঃ মর্দ্দনেন উদ্বেজিতঃ উরঙ্গঃ কালিয়নাগঃ যেন।

হইয়াছে—তুমি পর্ব্বতকন্দরে (সুরত) বিক্রম প্রকাশ কর। হে সুন্দর! হে সন্নত (আশ্রিত)-বৎসল! আমাকে কৃপা কর ॥

(১০) মাতঙ্গখেলিত

(৪১) কালিন্দী-পুলিনে মনোজ্ঞ বৃন্দাবন-মধ্যে ব্রজাঙ্গনাদিগের ধৈর্য্যরূপ সেতুর (মর্য্যাদার) বিমর্দ্দনকারী—প্রীতি-সমুদ্র শ্রীরাধারূপ আলানে (হস্তিবন্ধন-স্তম্ভে) তাঁহারই প্রেমে আবদ্ধ—নবীনজলধরবৎ নিবিড় (কৃষ্ণবর্ণ) কোনও অনির্ব্বচনীয় করিরাজের জয় হউক। (৪২) তুমি ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট মেঘবর্ষণের দুঃখ নাশ করিয়া গোকুলবাসিদিগকে আনন্দ দান করিয়াছ। শ্রীরাধার মহা-মনোজ্ঞ মাধুরীগন্ধের বিনির্য্যাসের তুমি ভৃঙ্গ। তুমি ব্রজজনের যাবতীয় আতঙ্ক নিরাকরণ করিয়াছ। গোপিকাদের দধি-দুগ্ধভাণ্ড সকল ভাঙ্গিয়াছ। তোমার প্রতি অঙ্গে অখণ্ড জ্ঞান ও রূপ বিদ্যমান। নেত্রপ্রান্তদ্বয় পদ্মবৎ [বিশাল ও রক্তাভ]। অতিনীচ জনও তোমার আশ্রয় লইয়া মুক্ত হয়। তুমি বাক্যের অগোচর। তোমাতে দোষের লবলেশও বিতর্কিত হয় না অর্থাৎ দোষস্পর্শ শূন্য। দাসগণের আবাহন তুমি শ্রবণ কর অথবা দাসগণের সম্যক্ অধীন হইয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য কর। যে স্থানে সৎকথা হয়, তুমি তাহার নিকটেই থাক। মন দ্বারাই তোমার আরাধনা হয়। তুমি অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ। তুমি অসৎপথাবলম্বী দৈত্য-দানবদিগকে নিহত করিয়াছ। ব্রজাঙ্গনাদের কৌতুকদায়ক কামদেব তুমি। তুমি কুবলয়াপীড় নামক হস্তিকে বিনাশ করিয়াছ। কালিয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিয়া তাহাকে উদ্বেগ দিয়াছ। সাধু সজ্জনে তোমার বিশেষ আসক্তি; হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা

মুখরিত-মোহনবংশে বর্হোত্তংসেঽতিমোহনেঽস্মাকং।
দমিতপদানত-শমনে রাধারমণে মনো রমতাং ॥ ৪৩ ॥

ইন্দুবদন	কুন্দরদন
পিঙ্গবসন	সঙ্গিহসন
ভৃত্যসুবশ	মদ্যসুবস ॥ ধীর ॥ ৪৪॥

(১১) তিলকং।

বৎসকচারণদক্ষে ভক্ষিত-নবনীত-লক্ষণে চেতঃ।
শৈশবলীলা-সদনে সতি বিধুবদনেঽন্যদীহসে মূঢ় !! ৪৫ ॥

নটন-পটিমগতি-খণ্ডিতফণিমদ।
সুকমলরুচি-হৃতি-পণ্ডিত-মৃদুপদ।
নবজলধর-রুচি-গঞ্জনতনুবর।
মসৃণঘুসৃণপরিচর্চ্চন-সুমধুর।
নবশিখিদলকুলবেষ্টন-কচচয়।
পশুপযুবতিকৃত-মণ্ডলধৃতলয়।
গৃহপরিসরগত-ভক্ষিতদধিচয়।
পরিজন-শিশুগণ-নিশ্চয়-নির্ভয়।
সংহৃতদিতিদনুজন্ম-সুসম্মদ।
মৃদুমধুরস্মিত-সুন্দরতর-রদ।

কর। (৪৩) যিনি মোহন বংশী-ধ্বনি করিতেছেন—যাঁহার শিরে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া—যিনি শমনকে দমিত ও পদানত করিয়াছেন—সেই অতিমোহন রাধা-রমণেই আমাদের মন তৃপ্তি প্রাপ্ত হউক। (৪৪) হে চন্দ্রবদন! তোমার দন্তাবলি কুন্দকুসুমবৎ, তোমার বসন পীতবর্ণ; তুমি সঙ্গিদিগকে হাসাইতেছ, হে ভৃত্যগণের পরমবাধ্য! আমাতে (মদীয় হৃদয়ে) বাস কর॥

(১১) তিলক

(৪৫) হে মূঢ়চিত্ত! গোবৎসচারণ-নিপুণ, নবনীত-ভক্ষণকারী, শৈশবলীলা-নিকেতন ও চন্দ্রবদন শ্যামচন্দ্রকে পাইয়াও অন্য চেষ্টা করিতেছ !! (৪৬) নৃত্যকৌশলময় গতিভঙ্গী দ্বারা তুমি কালিয়নাগের মদনাশ করিয়াছ। তোমার মৃদুল চরণ সুন্দর পদ্মের কান্তিকেও হরণ করিতে সবিশেষ পটু। দেহবর নব-জলধরের কান্তিকে ধিক্‌কার করে। মসৃণ কুঙ্কুম-বিলেপনে তোমাকে অতি-মধুর দেখাইতেছে। কেশকলাপ নবীন ময়ূরপুচ্ছজালে বেষ্টিত; গোপীগণ-কৃত রাসমণ্ডলে তুমি লয় (গীতবাদ্য ও পাদন্যাসের সহিত ক্রিয়াকলাপের সাম্য) ধরিয়াছ। তুমি গৃহমধ্যে গিয়া দধিরাশি ভক্ষণ করিয়াছ। সহচর বালক-গণকে তুমি পরম নির্ভয় দিয়াছ। দৈত্যদানবাদির মহাগর্ব্ব তুমি সংহার করিয়াছ। তোমার দন্তপংক্তি মৃদুমধুরতর হাস্যে সুন্দরতর হইয়াছে। তুমি

নিরবধি-নিজজন-বিস্তৃতবহুসুখ।
গিরিবর-বিধরণ-ধিক্‌কৃতশতমখ।
চরণকমল-পরিমণ্ডন-ফণিফণ।
পশুপযুবতিগণ-সঞ্চিত-বহুধন।
মধু-মধুরিমভর-নিন্দকসূকথন।
লবমবকলয় ন মাং কিমু সুবদন॥ ধীর॥ ৪৬॥

শ্রুত্বা বেণুরবং তে দনুজাঃ কুলজাশ্চ কম্পসম্পন্নাঃ।
হিত্বা শরণং শরণং বিষমাস্ত্রভয়াৎ সমীয়ু স্বাং॥ ৪৭॥

চন্দ্রক-মণ্ডিত। নর্ত্তন-পণ্ডিত।
দুর্জ্জন-মর্দ্দক। সজ্জন-বর্দ্ধক।
শং ময়ি সন্তনু। বিস্ফুর হৃত্তনু॥ ধীর ॥৪৮॥

(১২) [চণ্ডবৃত্তস্য বিশিখে পঙ্কেরুহং]

উত্তমবংশোৎপন্না স্বীকৃতসুনাগরা পুরন্ধ্রীব।
মধুরালাপা বংশী কৃষ্ণাধরদংশিনী জয়তি॥ ৪৯॥

জয় জয় নন্দ-প্রণয়মুকুন্দ।
ত্রিভুবনবন্দ্য' স্মিতজিতকুন্দ।
প্রথিত-সুবন্ধ-ধ্বনিগতিরঙ্গ।
প্রসরদনঙ্গ-প্রযুবতিসঙ্গ।

৪৬। পশুপযুবতিভি গোপীভিঃ কৃতে মণ্ডলে রাসে বৃতঃ। লক্ষ্মীতবাঞ্ছ-পাল্লাসানাং ক্রিয়াকালয়োঃ পরস্পরং সাম্যং যেন।

৪৭। শরণং গৃহং (১) রক্ষিতারং (২)

নিরন্তর নিজজনগণের বহুবিধ সুখবিস্তার কর। গিরিরাজ ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে ধিক্‌কার দিয়াছ। কালীয়নাগের ফণাসমূহ তোমার চরণকমলে পরিশোভিত হইয়াছিল। তুমি গোপীগণের সঞ্চিত বহু ধন-স্বরূপ। তোমার সুন্দর মধুর কথা মাধুর্য্যরাশিনিন্দক। হে সুবদন! আমার প্রতি কেন বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করিতেছ না? (৪৭) তোমার বেণুরব-শ্রবণে দৈত্যগণের ও কুলবালাদিগের মহাকম্প হয়। দৈত্যগণ দারুণ অস্ত্র-ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া তোমার শরণ গ্রহণ করে, আর ব্রজাঙ্গনাগণও বিষমকুসুমবাণ কামদেবের ভয়ে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করে। (৪৮) তুমি চন্দ্রকে (ময়ূরপিচ্ছে) সুশোভিত; নৃত্য-কুশল, দুর্জ্জন-দমন, সজ্জন-বর্দ্ধন। আমার মঙ্গলবিধান কর এবং নিরন্তর আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হও।

(১২) পঙ্কেরুহ

(৪৯) উত্তম বংশে (কুলে, বংশবৃক্ষে) যাহার জন্ম, সুন্দর নাগরকে যে অঙ্গীকার করিয়াছে—আলাপে মধুরা এই বংশী পুরন্ধ্রী (কুলকামিনী)-বৎ শ্রীকৃষ্ণের অধর দংশন করিয়া জয়যুক্ত হইতেছে। (৫০) শ্রীনন্দরাজের

প্রতিবনকুঞ্জালয়-নবগুঞ্জা-
গ্রথন-বিদগ্ধ' প্রমদ-সুদিগ্ধ।
ত্রসিত-কুরঙ্গী-দৃশিষু তরঙ্গী।
প্রতিপদভঙ্গী-ক্রমবলনাঙ্গী।
কৃতবহুসঙ্গীতক-ততিরঙ্গী।
ত্বং সুরসংঘার্দনদতুরঙ্গা-
র্পিতভুজরিঙ্গা' শ্রিতপদগঙ্গা-
ক্ষতজগদভ্রাঃ' প্রণয় মদঙ্গং
তব জন-সঙ্গং ॥ ধীর ॥ ৫০ ॥

মধুনি বিধৌ ঘনসারে ন ভবতি কিং মাধুরী-ধুরীণত্বং।
কৃষ্ণপদাম্বুজ-যুগলে ভিন্নৈব বিরাজতে রীতিঃ ॥ ৫১ ॥

মধুরিম-সঙ্গত' সঙ্গতজনবশ।
যুবতি-বিলম্বিত লম্বিত-ভুজযুগ।
মদনরসাঞ্চিত' সাঞ্জিত-সুনয়ন।
নয়নাস্তরময় রময়ত মাং ত্বয়ি ॥ ধীর ॥ ৫২॥

৫০। সুরসংঘস্য অর্দনকৃৎ নদঃ নাদো যস্য তথাবিধে তুরঙ্গে কেশিদৈত্যে অর্পিতয়ো ভুজয়ো রিঙ্গঃ গমনাগমনং যস্য।

৫১। ঘনসারে কর্পূরে চন্দনে বা।

৫২। অঞ্চিতঃ রঞ্জিতঃ, সাঞ্জিতং কজ্জলাক্তং।

প্রীতির মূলীভূত বীজ তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি ত্রিজগতের বন্দনীয়, তোমার হাস্যে কুন্দকুসুম লজ্জিত হয়; মনোমদ নূপুরের ধ্বনি সহকারে রঙ্গে ভঙ্গে তুমি গমন কর; কামবাণে খিন্ন নবযুবতীদের সহিত তোমার সঙ্গ হয়। প্রতি বনের কুঞ্জগৃহে তুমি নবগুঞ্জাসমূহ দ্বারা মাল্যগ্রন্থনে পরমচতুর; প্রকৃষ্টতর আমোদ প্রমোদে তুমি বেশ লিপ্ত থাক। ত্রস্তসমস্ত হরিণ-নয়না ব্রজললনাদের সম্বন্ধে তোমার লোলতা আছে। প্রতি পদে (উচ্চনীচ ভেদে) ভঙ্গিযুক্ত পরিপাটী-সহকৃত বহুবিধ সঙ্গীতরসে তুমি সবিশেষ আনন্দ-কৌতূহল ভোগ কর। দেবসমূহের বিত্রস্তকর নাদবিশিষ্ট হয়াসুরে (কেশিদৈত্যে) অর্পিত তোমার হস্তদ্বয় বারংবার গতাগতি করিয়াছিল—তোমার পদাশ্রিত গঙ্গা জগতের পাপরাশি বিনাশ করেন—হে প্রভো! তোমার জন-সঙ্গেই আমার এই দেহটাকে আকর্ষণ কর। (৫১) মধুতে, চন্দ্রে এবং কর্পূর বা চন্দনে কি মহামাধুরী বর্তমান নাই? কিন্তু কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যুগলে ভিন্ন রীতিই পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ ইহার ন্যায় মহামাধুরীসার অন্যত্র সুদুর্লভ। (৫২) মাধুরী তোমারই সহিত সম্যক্ মিলিত হইয়াছে অর্থাৎ তুমি মহামাধুরী-ধারী। তুমি অনুগত জনের বশবর্ত্তী। তোমার সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় রমণীদের স্কন্ধে বিলম্বিত আছে। তুমি মদন-রসে রঞ্জিত হইয়াছ। তোমার

(১৩) ইন্দীবরম্

পারীন্দ্রঃ পশুপাল-বারিজদৃশাং মান-দ্বিপোন্মাথনে
বিশ্বৈনঃকুলতূল-দাবদহনো বন্যাসু পুষ্পাকরঃ।
মন্ত্রঃ কোঽপি জগদ্বশীকরণকৃদ্দৈত্যব্রজোচ্চাটনং
সোঽয়ং কর্ণপুটেঽনিশং বসতু মে কৃষ্ণস্য বংশীরবঃ॥ ৫৩॥

জয় জয় কৃষ্ণ প্রযুবতিতৃষ্ণ। শ্রুতগুণধিষ্ণ্য। প্রণমদসুষ্ণ। প্রখল-সমুষ্ণ। দ্বিষদতিরুষ্ট। ত্রিভুবনঘুষ্ট। স্মররসপুষ্ট। ত্রিজগদভীষ্ট। স্বজন-সুতুষ্ট। শ্রিতশুভদিষ্ট' শ্রমিভিরদৃষ্ট-প্রপদ'বশিষ্ঠ-প্রমুখ-কনিষ্ঠ। স্থিরচরজুষ্ট' স্মিতলবদষ্টা-তুলসুখকন্দ। ত্রিবলিসুতুন্দ। ব্রজগতচন্দ্র। ত্রিভুবন-বন্দ্য। প্রণয়-সুবন্ধ' প্রতিপদমম্বাথিতগততন্দ্রা' স্বরবিধুনিন্দা-র্ভকমুখচন্দ্রা' ব্রণতসুকুন্দার্ভকরদ'সান্দ্রা সুদচয়বন্দ্যা-গ্ননভ' সুনন্দা দিভিরভিনন্দ্যা ক্ষত নবকঞ্জা-ক্ষিযুগল'গুঞ্জা-বৃতকচ' মঞ্জু। ক্ষরগদিখঞ্জা-চিতমধুপুঞ্জা' শ্রয়-তরুকুঞ্জালয় জয়॥ ধীর॥ ৫৪॥

(৫৩) পারীন্দ্রঃ সিংহঃ। বন্যাসু বনসমূহেষু পুষ্পাকরঃ বসন্তঃ।

(৫৪) ধিষ্ণ্যং গৃহং। আশ্রিতজনানাং শুভদিষ্টঃ সৌভাগ্যমিব। শ্রমিভিঃ তপঃপরায়ণৈঃ অদৃষ্টং প্রপদং পাদাগ্রং যস্য। অব্রণা অক্ষতা যে তনবঃ স্বল্পাঃ কুন্দকোরকা তে ইব রদা যস্য। মঞ্জুনাং মনোহরাণাং অক্ষরাণাং গদনেন উচ্চারণেন হেতুনা খঞ্জঃ অচিতঃ উক্তঃ মধুপুঞ্জো যস্মাৎ।

সুন্দর নয়ন বেশ কজ্জলাক্ত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমি আমার নয়ন-পথে থাকিয়া তোমাতে আমাকে রমণ করাও অর্থাৎ তোমাতে মহাপ্রীতি দান কর।

(১৩) ইন্দীবর

(৫৩) শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব—যাহা পদ্ম-নয়না গোপীদের মানরূপ হস্তিদলনে সিংহসদৃশ, বিশ্বের কিম্বা নিখিল পাপরাশিরূপ তুলার পক্ষে বনাগ্নিতুল্য, বনসমূহের বসন্তকালবৎ; যাহা জগদ্বশীকরণে এক অনির্বচনীয় মন্ত্রস্বরূপ এবং দৈত্যসমূহের উচ্চাটনকারী—সেই বংশীধ্বনিই সদাকালের জন্য আমার কর্ণপুটে বাস করুক। (৫৪) হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি নবযুবতীর প্রতি তৃষ্ণাশীল। তুমি প্রসিদ্ধ গুণগণের আলয়। প্রণতজনের পক্ষে অতি শীতল অথচ মহাদুর্জনের পক্ষে তুমি অতি উষ্ণ (ভীষণ তাপদায়ী) শত্রুগণের ব্যবহারে তুমি নিরতিশয় রুষ্টই হও। ত্রিভুবনই তোমার কীর্তি ঘোষণা করে। তুমি কামরসেই পুষ্টিলাভ কর। তুমি ত্রিভুবনেরই অভীষ্ট; নিজজনগণের প্রতি তুমি অতিতুষ্ট এবং আশ্রিতজনদের মহাসৌভাগ্য তুমি। তপঃক্লিষ্ট জনগণ তোমার পাদাগ্রও দেখিতে পায় না। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ তোমার কনিষ্ঠ (পরে জাত) অথবা বামনাবতারে তুমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলে বলিয়া তুমি

ধ্বজারি-কুলিশাঙ্কুশাদিভি রশেষ-সল্লক্ষণৈ
বিলক্ষিতমনুক্ষণং পরমহংস-সংসেবিতং।
ব্রজৈণনয়না-বলদ্বিরহতাপ-নির্বাপকং
বকারি-পদপঙ্কজং সরসি মানসে ভাতু নঃ ॥ ৫৫ ॥

শঙ্কর-শতধৃতি-নতিনুতিলক্ষক।
দুস্তর-রণভুবি রিপুকুলতক্ষক।
কুঞ্চিত-সদলকতিলক-সমর্চিত।
রঙ্গিমসদধর-রুচিরতর-স্মিত।
নির্মল-শশধর-বদন-মুদচয়।
মাং তব মুরহর! চরণতলং নয় ॥ ধীর ॥ ৫৬ ॥

(১৪) অরুণাম্ভোরুহম্

অভিব্-বিধুং বিধুশিখরং পীতাম্বরমনিশ-বংশিকাগীতং।
যামুন-বিপিনে চিত্রং সুরতরুবরমাশ্রয়ে কমপি ॥ ৫৭ ॥

(১১) অরিঃ চক্রঃ।

বশিষ্ঠাদিরও কনিষ্ঠ। স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রীতিপূর্ব্বক তোমার সেবা করে। মৃদুমন্দ হাস্যে তোমার (শুভ্র) দন্ত কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। নিরুপম সুখের কন্দ তুমি। তোমার উদরে ত্রিবলি থাকায় সুন্দর দেখাইতেছে—তুমি ব্রজের চন্দ্রমা, ত্রিভুবনই তোমার বন্দনা করে। প্রীতিভরেই তুমি গাঢ়রূপে বদ্ধ হও। প্রতিপদেই জননী যশোদার নিকটে তুমি প্রার্থিত হইয়াছ। তুমি গতন্তন্দ্র অর্থাৎ নিরলস। তোমার মুখচন্দ্র আকাশের চন্দ্রকে নিন্দা করে। অক্ষত (সুজাত) স্বল্প কুন্দকোরকের ন্যায় তোমার দন্তাবলি। নিবিড় মেঘমালারও বন্দনীয় অঞ্জনের ন্যায় তোমার দেহকান্তি। সুনন্দ প্রভৃতি গোপগণ তোমার অভিনন্দন (সন্তোষ-সহকারে গুণকীর্ত্তন) করিয়া থাকেন। অক্ষত নবীন পদ্মের ন্যায় তোমার নয়নযুগল। গুঞ্জামালা দ্বারা তোমার কেশকলাপ আবৃত। তোমার মনোহর অক্ষর উচ্চারণে অত্যুৎকৃষ্ট মধুরাশিও ধিক্কৃত হয়। তরুনিকুঞ্জগর্ভই তোমার আশ্রয়। হে নাগরবর! তোমার জয় হউক। (৫৫) ধ্বজ চক্র বজ্র অঙ্কুশ প্রভৃতি নিখিল শুভচিহ্নে বিলক্ষিত—নিরন্তর পরমহংস (মহাভাগবত)-গণ কর্ত্তৃক সম্যক্ সেবিত—ব্রজের হরিণনয়না গোপীগণের বিষম বিরহ-তাপ নির্বাপক শ্রীহরির পাদপদ্ম আমাদের চিত্তরূপ মানস-সরোবরে প্রস্ফুরিত হউক। (৫৬) শিব ব্রহ্মাদি দেবগণের দণ্ডবৎ স্তুতি প্রভৃতির পাত্র তুমি—দুস্তর রণাঙ্গনে রিপুকুল নাশ করিয়া থাক। তোমার ললাটে কুঞ্চিত সুন্দর কেশদাম এবং তিলক শোভাবিস্তার করে। রঞ্জিল সুন্দর অধরে রুচিরতর মৃদুমধুর হাস্য। নির্মল চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দর বদনে তোমার আনন্দরাশি বিকশিত হইতেছে। হে মুরারি! আমাকে তোমার চরণপ্রান্তে লইয়া যাও।

জয়বিধুবিম্বা চিতমুখ' বিম্বাধর' বলদম্বা-প্রণয়বিলম্বা-
তুলপরিরম্ভা' স্ফুদনিকুরম্বাঙ্কক' চিরজম্ভা হিতমুখভঙ্গিন্
অনুচরসঙ্গিন্নটবররিঙ্গিন্' পশুপকুরঙ্গী-দৃশি দৃশি ভঙ্গী
পথচর' ভৃঙ্গী-কৃতকুতুকাঙ্গীকৃত-তরুকম্পাঽম্বুনি কৃতঝম্পা'
দরমুতচম্পা স্রজি' বহুগুম্ফা' হিতকৃতডম্ফা' রিনিবহলুম্পাঽ
তম্বুরসপূর্ণা' তুলমদঘূর্ণাভ্রম' সমকর্ণ-শ্রিতনবপর্ণ।
প্রমদ-কদম্বং হর মম দম্ভং ত্রিভুবন-বন্দ্যং তব পদগন্ধং ॥ বীর ॥৫৮

স্মরশতমপি কান্ত্যা নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী
বিধুমপি বিধুরত্বং প্রাপয়ন্তী মুখেন।
জগদতিসুখসিন্ধৌ মজ্জয়ন্তী মমাস্তু
স্তনুরিয়মঘশত্রোঃ সন্নিধিঃ সন্নিধত্তাং ॥ ৫৯ ॥

---

(৫৮) বলন্ বর্দ্ধমানো যো মাতুর্যশোদায়াঃ প্রণয়ঃ তস্মাদ্ বিলম্বেন অতুলঃ পরিরম্ভঃ যস্মিন্। চিরজম্ভাহিতস্য ইন্দ্রস্য মখং ভঙ্ক্তুং শীলং যস্য। অনুচরৈঃ সঙ্গো যস্য। নটবর ইব রিঙ্গো গতি যস্য তথা। আদরেণ স্ফুতানাং ধুতানাং চম্পানাং চম্পককুসুমানাং স্রজি মাল্যে মাল্যরচনায়াং বহুবিধঃ গুম্ফঃ গ্রন্থনং যস্য। আহিতকম্পঃ বাদিতঃ ডম্ফো বাদ্যবিশেষো যস্মাৎ। অতুলনীয়েন মদেন ঘূর্ণায়মপি অভ্রম ভ্রমরহিত।

---

(১৪) অরুণাম্ভোরুহ

(৫৭) যমুনাতটে এক বনমধ্যে বিচিত্র এক অনির্বচনীয় বৃক্ষবরকে আমি আশ্রয় করিয়াছি! অহো!! তাহার চরণে চন্দ্রমা আবার শিখরেও (মস্তকে বা ললাটে) চন্দ্র (ময়ূরচন্দ্রক এবং চন্দনচন্দ্র), পরিধানে পীতবসন এবং দিবা-নিশি সে বংশীস্বরে গান করে। (৫৮) হে গোপাল! তোমার জয় হউক। চন্দ্রমণ্ডল তোমার মুখকে অর্চনা (প্রশংসা) করে; তোমার অধরে বিম্বফল; মা যশোদার বিবর্দ্ধিষ্ণু প্রেমাতিরেকবশতঃ নিরুপম পরিরম্ভণ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার অঙ্গকান্তি জলধরমালার ন্যায় স্নিগ্ধ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ। জম্ভারি ইন্দ্রের যজ্ঞটি তুমি চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়াছ। অনুচরগণ তোমার সঙ্গে থাকে, তুমি নটবরবৎ গতিভঙ্গি স্বীকার করিয়াছ; গোপকিশোরীদের চঞ্চল নয়ন-পথের তুমি পথিক হইয়াছ। ভ্রমরীদের ঝঙ্কারে তোমার কুতুক হয়। তুমি বৃক্ষের কম্পনলীলা অঙ্গীকার করিয়াছ—জলে ঝম্প দিয়া ক্রীড়া কর; আদর সহকারে স্ফুত (অত্যুত্তম) চম্পককুসুমের মাল্যরচনায় তুমি বহুবিধ গুম্ফন-প্রণালী দেখাইয়া থাক। তুমি ডম্ফবাদ্যেও নিপুণ; তুমি শত্রুগণকে লোপ করিয়াছ। কামরসে পরিপূর্ণ হইয়া নিরুপম মদভরে ঘূর্ণা উপস্থিত হইলেও তুমি অভ্রম (ভ্রান্তিশূন্য)। কর্ণযুগলে দুইটি সমান নবীন পল্লব ধারণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমার প্রমত্ততারাশি-দায়ক দম্ভ হরণ করিয়া ত্রিভুবন-প্রশংসিত তোমার চরণকমলের গন্ধ বিস্তার কর। (৫৯) কান্তিভরে শত শত কাম-দেবকেও যাহা নিরতিশয় ভর্ৎসনা করে—মুখ-সুষমায় চন্দ্রকেও যাহা বিধুর (বিকল) করে, এবং জগৎকেও মহাসুখসমুদ্রে নিমজ্জিত করে—শ্রীহরির সেই

জম্ভহরণ-মদভঞ্জন। কুন্দমুকুল-রদরঞ্জন।
পিঙ্গলবসন সুলক্ষণ। মঞ্জুলকথন' সুদক্ষিণ।
পঞ্চবিশিখ-রসদর্পিত। সংবস মম হৃদি তর্পিত॥ ধীর॥ ৬০

(১৫) কহ্লারং

ন কল্যাণী বাণী জলদপটলে কান্তিকথনী
সমাশঙ্কে পঙ্কেরুহি নয়নয়োস্তস্য তুলয়া।
তদঙ্গস্যানঙ্গঃ সম ইতি চ বালপ্রলপনং
মন স্তস্মাৎ কৃষ্ণেঽনুপমরুচিধিষ্ণ্যে নিবিশতাং॥ ৬১॥
ব্রজবরকন্যা রতিরসপণ্যা র্পিতমতিধন্যা'সুসময়-বন্যা-
কুসুমিতবল্লীততি নবমল্লী গৃহচলচিল্লী যুবতী-মতল্লী-
খরতরভল্লী-কৃতদৃশি সল্লীল' সুসখিবৃন্দান্বিত'চিরবন্দা-
রুকবরবৃন্দা রকস্তুত' নন্দার্পিতমতিমন্ত্রা'গণিত-সুকুন্দা
তুল-মকরন্দা শ্রুগততগন্ধাশ্রয়মধুবৃন্দা বনচর' কান্তা-
কুল-সুখসন্তানক'ধৃতমন্থান' মথিত-দন্তাবল বরদন্তা-
বলভুজ' কুন্তাকৃতিনয়নান্তা তনুকৃতসন্তাপযুবতিচন্দ্র।

---

(৬১) মেঘসমূহে তস্য কান্তেঃ সম্বন্ধে কথনী উচ্চারণীয়া বাণী ন কল্যাণী উপযুক্তেতি ভাবঃ।
(৬২) ব্রজবরকন্যানাং রতিরস এব পণ্যং ক্রেয়দ্রব্যং তত্রার্পিতা মতি যয়া ধন্য। অনুকূলং কুসুমিতবল্লীততি র্যা নবমল্লঃ তাসাং যদ্ গৃহং তস্মিন্ চলন্ত্য র্যা যুবতিশ্রেষ্ঠা তস্যাঃ তীক্ষ্ণতরভল্লাস্ত্ররূপা যা দৃষ্টি স্তস্যাঃ সতী মনোজ্ঞা লীলা যস্মিন্ সঃ। কুন্তঃ ভল্লাস্ত্রবিশেষঃ।

তনু আমার অন্তরের সান্নিধ্যে আসুন (অর্থাৎ প্রতিফলিত হউন)। (৬০) ইন্দ্রের গর্বনাশন তোমার কুন্দকোরকের ন্যায় দন্তশোভা। পীতবসন তোমার সর্বসুলক্ষণ (সামুদ্রকে উক্ত দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণান্বিত)। তোমার বাণী অতি-মনোহর, তুমি অতি সরল বা পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী। তুমি পঞ্চবাণের রসে গর্ব্বিত হইয়াছ। হে আনন্দময়! আমার হৃদয়ে সতত বাস কর॥

(১৫) কহ্লার

(৬১) মেঘ-সমূহে তাহার কান্তির সাদৃশ্য আছে—এই কথা কল্যাণী (ঠিক) নহে, পদ্মে তাহার নয়নের তুলনা দিতেও সম্যক্ আশঙ্কা হয়; আবার যদি বলি যে তাহার অঙ্গের সাদৃশ্য অনঙ্গে আছে—তবে তাহাও বাল-প্রলাপই (মূর্খোক্তি) হয়। তবে অনুপমরূপ-লাবণ্যনিধান কৃষ্ণেই মনোনিবেশ কর॥ (৬২) ব্রজ-তরুণীদের সুরত-রসস্বরূপ ক্রেয়দ্রব্যে তুমি মতি (অভিলাষ) দিয়া ধন্য হইয়াছ। বন-সমূহে নিরন্তর প্রস্ফুটিত লতারাজি-শোভিত নব-মল্লিকার নিকুঞ্জে কটাক্ষ-শোভিতা যুবতিরত্নগণের প্রখরতর ভল্লাস্ত্ররূপা নয়নসম্পাত-কালে তুমি মনো-মদ লীলা বিলাস করিতেছ। তুমি অত্যুত্তম সখাবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া বন্দনা-কারী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ-কর্তৃক নিরবধি স্তুত হইতেছ। নন্দবাবাকেও তুমি বুদ্ধি এবং মন্ত্রণা দিয়া থাক। অগণিত অত্যুত্তম কুন্দকুসুমের অনুপম

প্রমুদিরসান্দ্রং প্রচুরমরন্দ প্রতিতসুগন্ধং ত্রিভুবন-কান্তং।
প্রপদযুগান্তং মাং সমদান্তং নয় কুরু শান্তং॥ ধীর॥ ৬২॥

বর্হাবতংস-বরবংশ-পিশঙ্গবাসঃ-
কেয়ূরহারবলয়াদিভিরুজ্জ্বলাঙ্গঃ।
পূর্ণামৃতদ্যুতিমুখঃ সুখদামৃশংসী
বংশীধরো মম নিরন্তরমন্তরাস্তাং॥ ৬৩॥

[মধুররাসরসশীলে নীলেন্দীবর-বরাক্ষিরমণীভিঃ।
ভাস্বত্যাপি শতধমণৌ রাধারমণে মনো রমতাং॥ ৬৩ক॥]

সঙ্গতগোপীরতিভর-সুললিত।
ভঙ্গিম-সঙ্গি-প্রতিপদবিলসিত।
চন্দ্রকিপুচ্ছোদ্ধৃত-বরকচধর।
পল্লবগুঞ্জাফলরুচিতসুবর।
বল্লববেষাকৃতিমনসিজসম।
সংনতিরেষা ত্বয়ি নিবসতু মম॥ ধীর॥৬৪॥

---

(৬৩) সুখদা অমৃশংসা প্রত্যুত্তরং যস্য।

মধুধারাবাহী বায়ু দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত গন্ধের আশ্রয়-স্বরূপ সুমধুর বৃন্দা-বনে তুমি সঞ্চরণ করিয়া থাক। প্রেয়সীগণের সুখ-বিস্তারক তুমি মন্থন-দণ্ড ধারণ করিয়াছ। নিহত (কুবলয়াপীড়) নামক হস্তির মহাদন্ত-ধারণে তোমার বাহুতে মহাবল সঞ্চারিত হইয়াছে। 'কুম্ভ' নামক ভল্লাস্ত্রের আকৃতি-বিশিষ্ট নয়নকোণে দৃষ্টি করিয়া যুবতীদের অনঙ্গ-তাপদায়ক চন্দ্ররূপ তুমি মেঘ হইতেও প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। তোমার প্রত্যঙ্গে প্রচুরতর মধুগন্ধ পাওয়া যায়। ত্রিভুবন-কমনীয় তোমার পাদাগ্রপ্রান্তে মাদৃশ মহাদুর্দান্ত ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া শান্ত কর॥ (৬৩) মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, অধরে মোহন বংশী, পরিধানে পীতবসন এবং বাহু প্রভৃতিতে কেয়ূর, হার ও বলয়াদি ভূষণে যাঁহার অঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছে—যাঁহার বদনে পূর্ণচন্দ্রের কান্তিমালা খেলা করিতেছে—যাঁহার বাণী সুখদায়িকা, সেই বংশীধর নিরন্তর আমার অন্তরে আবির্ভূত হউন॥ (৬৩ ক) মধুর রাসরস-বিনোদী নীলপদ্মবৎ সুন্দরনয়না গোপীদিগের সহিত বিরাজমান এবং শতসূর্য্যবৎ দীপ্তিশীল রাধারমণে মন তৃপ্তি প্রাপ্ত হউক। (৬৪) সম্মিলিত গোপীদের রতিভরে মহামনোজ্ঞ তুমি প্রতিপদে শত শত ভঙ্গিমা প্রকটনপূর্ব্বক বিলাস করিতেছ। তোমার কেশ-দামে ময়ূরপুচ্ছ সংযোজিত হইয়া অতিসুন্দর হইয়াছে। পল্লব এবং গুঞ্জা-ফলের কান্তিতে তোমার দেহশোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। তোমার গোপবেশের আকৃতি সাক্ষাৎ মদন-সমান। আমার এই সংস্তব তোমাতে নিত্য বিরাজিত হউক॥

(১৬) চম্পকং

চিত্তোদ্রিক্তমদান্ধবারণবশীকারাতিসারাঙ্কুশঃ
সংসারত্রিবিধজ্বরাপহরণে নির্ব্যাজদিব্যৌষধিঃ।
পাপোত্থাপনকর্মণি ত্রিজগতাং গঙ্গাতরঙ্গাবলি
নিত্যং মাধব! তাবকোজ্জ্বলকথা মৎকর্ণমালম্বতাং॥৬৫॥
উজ্জ্বল তরুণ। নির্ভর-করুণ। নিস্তুলশরণ। দুঃস্থিতিহরণ।
পন্নগ-দরণ। সন্নগ-ধরণ। সঞ্চিতকুসুম পুঞ্জিতসুষম।
নন্দিতকরণ। বন্দিতচরণ' সঞ্চলদলক। নির্মলতিলক।
তর্ণক-সদয়। পর্ণকনিচয়-কুঞ্জগশয়ন। কজ্জল-নয়ন।
সদ্‌গুণসদন। মৌক্তিকরদন। দুর্জনকদন সদ্‌ঘননদন।
মঙ্গলহসন। পিঙ্গলবসন। সন্নট সুলয়। সঙ্গতবলয়।
সম্মুখময়তু সুন্দর জয়তু॥ ধীর॥ ৬৬॥
অমৃতচয়ৈরিব ভরিতং তনুধরমিব গোপিকাতুলপ্রেম।
কলয় মুখং মুরশত্রো র্যদ্ বিধুশতমপ্যধো নয়তি॥ ৬৭॥
চঞ্চদলিপুঞ্জ-মঞ্জুতরকুঞ্জ-নিত্যকৃতসঙ্গ' নৃত্যবিধিরঙ্গ।
চিত্তমনু মেহস্ত বিস্ফুরতু হন্ত॥ ধীর॥ ৬৮॥

---

(৬৬) পর্ণকনিচয়েন পত্রসমূহেন কুঞ্জগং শয়নং যস্য।

---

(১৬) চম্পক

(৬৫) হে মাধব! তোমার উজ্জ্বল কথা নিত্যই আমার কর্ণপথে প্রবিষ্ট হউক; উহা চিত্তে উদীয়মান মদান্ধ হস্তীর বশীকরণে মহাঙ্কুশবৎ, সংসারের ত্রিবিধতাপ-নাশনে নিষ্কপট দিব্য ঔষধিবৎ এবং ত্রিজগতের পাপ-নির্হরণে গঙ্গাতরঙ্গরাজিবৎ। (৬৬) তুমি উজ্জ্বল, তরুণ, নিরতিশয় করুণ, অতুলনীয় আশ্রয়, দুরবস্থা-নাশন, কালিয়ের মদনাশক, গিরিবরধারী, রাশী-কৃত কুসুমের তুল্য মহাশোভা-মণ্ডিত, নৃত্যগীতে তোমার করাদির অভি-নয় আনন্দজনক; তোমার চরণের সকলেই বন্দনা করে। অলক (কুঞ্চিত কেশদাম) ইতস্ততঃ সঞ্চলন করে। ললাটে উজ্জ্বল তিলক, তুমি তর্ণকের (বৎসের) প্রতি অতি সদয়; তোমার কুঞ্জ-শয্যা পত্রসমূহদ্বারা বিরচিত হয়, তোমার নয়নে কজ্জল বিরাজমান; নিখিল সদ্‌গুণগণের আশ্রয় তুমি, তোমার দন্তরাজিতে যেন মুক্তামালা বিরাজ করে। তুমি দুর্জনগণকে কদর্থনা কর এবং অত্যুৎকৃষ্ট (নব) জলধরের ন্যায় তোমার শব্দ। তোমার হাস্য মঙ্গলকর, বসন পীতবর্ণ, সুন্দর নর্তক এবং অভিনয়-কালের অবিচ্ছেদ গতি-বিন্যাস প্রভৃতি অতি সুন্দর। তুমি রাসমণ্ডলে সমুপস্থিত হইয়াছ; হে সুন্দর! তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জয়শীল হও॥ (৬৭) শত শত চন্দ্রেরও তিরস্কারকারী মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করত। মনে হয় উহা যেন অমৃতরাশি দ্বারা পূরিত এবং গোপীদের অতুলনীয় প্রেমই দেহধারণ করিয়া মূর্তিপ্রকট করিয়াছে॥ (৬৮) চঞ্চল মধুকর-নিকর দ্বারা

(১৭) খণ্ডকুলম্

মধুর-মনোহরহাস্যে দাস্যে যস্যাজভাবয়ঃ প্রণতাঃ।
কালিয়ফণিফণ-নমনে রাধারমণে মনো রমতাং ॥ ৬৯ ॥
[অরুণায়িতপাদকরং পদক-রঞ্জিত-সুবক্ষসং কমপি।
তমুজ্জিত-জলধরপটলং পট-লজ্জিতকুঙ্কুমদ্যুতিং নৌমি ॥ক]
জয় যদুনন্দন। নমিতসনন্দন। কৃতবলিবন্ধন। রিপুকুলরন্ধন।
নয়নযুগাঞ্জন-মদির-বিগঞ্জন। কলিত-সদঞ্জন তমুজনরঞ্জন।
পশুপ-পুরন্দর। মনসিজ-সুন্দর। রতিরসদর্পিত-যুবতিজনার্পিত-
নখততি-লক্ষণ। বলদলসেক্ষণ। সুরগণমণ্ডন। রিপুকুলদণ্ডন।
বিধিগিরিশার্চ্চিত। প্রণয়িসুসঞ্চিত-বহুধন। সন্নয়পদযুগমুন্নয়।
ময়ি দৃশিমঞ্চয় নহি পরিবঞ্চয় ॥ ধীর ॥ ৭০ ॥
বল্লবপুঙ্গবরাজং পুঙ্গবরাজ্রাতিসংগরে কুতুকং।
ত্রিজগদ্ভূত-মহিমানং তু তমহিমান-বিকর্ষণং কলয় ॥৭১॥

(৬৯) পদকং নিষ্কং তদ্রূপবক্ষোলঙ্কারৈ রঞ্জিতঃ।
(৭০) রন্ধন—দাহক।
(৭১) পুঙ্গবরাজো বৃষাসুরঃ। অহেঃ কালিয়স্য মানহারিণঃ।

মনোজ্ঞতর কুঞ্জের তুমি নিত্য সঙ্গ কর অর্থাৎ নিত্য মিলনানন্দ আস্বাদন কর। তুমি নৃত্য করিয়া বিবিধ রঙ্গ প্রকাশ কর; হে হৃষ্ট (মনোমদ) কৃষ্ণ! অদ্য আমার চিত্তে বিশেষভাবে স্ফুরিত হও।

(১৭) খণ্ডকুল

(৬৯) যাহার মুখে মধুর মনোজ্ঞ হাসি, যাহার দাস্যরসে ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রণত হয়, যিনি কালিয়নাগের ফণাসমূহ একে একে অবনত (নাশন) করিয়াছেন—সেই রাধারমণে আমার মন আনন্দ আস্বাদন করুক। (ক) যাহার হস্ত ও চরণ অরুণবর্ণ, সুন্দর বক্ষঃস্থলে যাহার কৌস্তভ বিরাজমান—যাহার দেহকান্তি জলধর-মালাকেও বিড়ম্বনা করে—যাহার বসন কুঙ্কুমের কান্তিকে লাঞ্ছিত করে—সেই কোনও (অনির্বাচ্য) পুরুষকে আমি প্রণাম বা স্তব করি। (৭০) হে যদুনন্দন! তোমার জয় হউক; সনন্দনাদি মুনি-গণ তোমাকে বন্দনা করেন। তোমাকর্তৃক বলিমহারাজ বন্ধনদশা প্রাপ্ত-হইয়াছেন! তুমি শত্রুবংশের দাহক। নয়নযুগলে অঞ্জন দেওয়ায় খঞ্জনকেও বিড়ম্বিত করিতেছ। দলিত-কজ্জলের ন্যায় তোমার দেহকান্তি দেখিয়া লোকের নয়ন মন তৃপ্ত হয়। হে গোপালরাজ! তুমি কামদেব হইতেও অতিসুন্দর; সুরতরসে গর্বিতা যুবতিগণে তুমি অথবা তোমাতে তাহারা নখক্ষত চিহ্ন-রাজি দান করিয়াছে। অলস নয়ন বেশ ঘুরিতেছে; তুমি দেবগণেরও ভূষণ, অথচ রিপুকুলের দণ্ডদায়ক, ব্রহ্মা শিবাদি তোমার পূজা করেন। প্রণয়িনী গোপীগণের সুসঞ্চিত বহুধন (অধরামৃতাদি) তোমাতে বিদ্যমান। হে সুন্দর অতিনয়কারী! তোমার চরণযুগল আমার সম্মুখে উপস্থিত কর, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; আমাকে আর বঞ্চনা করিও না। (৭১) বৃষাসুরের

[বৃন্দাবননিজধিক্যো বিহরণতৃষ্ণকে বিলাসিনীনিকরৈঃ।
প্রণতবিপদ্গণধমনে রাধারমণে মনো রমতাং ॥ ক]
ত্বং রতিরঙ্গী' সরসতরাঙ্গী
সর্বসিতসঙ্গীতক' ধামঙ্গী কুরু জয় ॥ ধীর ॥ ৭২ ॥

'(১৮) কুন্দং

সংস্মর সংস্মরমূর্ত্তে মামিহ সংসার-সাগরে মগ্নং।
ন ত্যজ নয় চরণান্তে স্ফুরতি রণান্তে ফণান্তরে ফণিনঃ ॥ ৭৩ ॥
মঞ্জু মুখবংশ। বর্হমুবতংস। নন্দসুখশংস। হন্ত হতকংস।
সঙ্গিজনসঙ্গ। ধন্যরতিরঙ্গ। শক্রমদভঙ্গ। পূজ্যতর-গঙ্গ।
পন্নগ-সুনৃত্য। শুদ্ধবহুকৃত্য। বিজ্ঞজন-হৃত্য। বর্ণ্যতর-পত্য।
কুন্দসম-দন্ত। বক্তৃহতচন্দ্র। শক্রবধ-দক্ষ। মিষ্টদধিভক্ষ।
শিষ্টজনপক্ষ। ভৃত্যাম্বরলক্ষ। তীব্ররিপুরুক্ষ। নম্রজন-সখ্য।
দুষ্টজন-চণ্ড। পুষ্টকরিশুণ্ড-তুল্যভুজদণ্ড। খর্ববলখণ্ড।
ধর্মকৃতিপণ্ড। নর্মরস-কুণ্ড। চিত্তমর্মধিতিষ্ঠ। কৃষ্ণ জগদিষ্ট ॥
বীর ॥ ৭৪ ॥

(৭১ ক) প্রণতানাবাধিতানাং বিপদ্গণানাং ধমনে নাশকে।
(৭৩) হে সুন্দরকন্দর্পমূর্ত্তে!
(৭৪) বর্ধকৃতিঃ পত্তা বৃদ্ধি যস্য।

সহিত যুদ্ধে মহাকৌতুকী, ত্রিভুবন-কর্তৃক স্তুতমহিমা, কালিয়ের মাননাশন সেই গোপরাজাধিরাজকে (কৃষ্ণচন্দ্রকে) দর্শন কর। (ক) বিলাসিনীগণসহ নিজ বৃন্দাবনধামে বিহারে অতি লালস, এবং প্রণত (আশ্রিত) জনগণের সর্বাপদ-নাশন শ্রীরাধারমণে মন তৃপ্ত হউক। (৭২) সুরতোল্লাসী তুমি সুরসাল অঙ্গ (তাল, মান লয়াদি)-যুক্ত কাম-সঙ্গীতে সুখী হও। আমাকে অঙ্গীকার কর, তোমার জয় হউক ॥

(১৮) কুন্দ

(৭৩) হে সুন্দর কামমূর্ত্তি! এই সংসার-সাগরে মগ্ন আমাকে তুমি সম্যক্ স্মরণ কর। কদাচ ত্যাগ করিও না; কালীয়নাগের সহিত যুদ্ধ করিবার পরে তাহার ফণামধ্যে স্ফূর্তিশীল চরণের প্রান্তেই আমাকে লইয়া যাও। (৭৪) সুন্দর মুখে তোমার (সুন্দর) বংশী, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, তুমি নন্দ মহারাজের সুখ-সঞ্চারক; ওহে! তুমি কংসকে নিধন করিয়াছ। সহচরগণ তোমার সঙ্গে থাকে, তুমি উত্তম সুরত-কৌতুক করিতেছ। ইন্দ্রের মদ (গর্ব) নাশক তুমি গঙ্গাকেও পূজ্যতরা করিয়াছ। কালিয়নাগের শিরোদেশে তুমি উত্তম নৃত্য করিয়াছ; তোমার বহুবিধ কার্য্যই শুদ্ধ, তুমি বিজ্ঞজনের হৃদয়গ্রাহী; তোমার সম্বন্ধে বহু পত্ত (শ্লোক) বর্ণনা হইয়াছে অথবা তোমার প্রাপ্তির পন্থা (পদ্ধতি) বর্ণনীয়তমই বটে। তোমার দন্ত কুন্দকুসুমসম।

নন্দ-যশোদা-ভাগং বলদনুরাগং সদৈব রাধায়াঃ।
রঞ্জিতকুসুম-পরাগং পাণিতলাঙ্গং ভজে কমপি॥ ৭৫॥
উদ্দীপ্ততারুণ্য-বিস্ফার। সঙ্গীত-পীযূষ-বিস্তার।
সৎকুন্দসৌরভ্যনিশ্বাস। সদ্ভক্তলোকৈকবিশ্বাস।
সৌন্দর্য্যসিন্ধুরুচ্চপার। মচ্চিত্তমানন্দরূপায়॥ ধীর॥ ৭৬॥

(১৯) যমকুল-তাম্বুরং

শ্রীরঙ্গ তেঽতিমসৃণো ঘুসৃণাঙ্গরাগো
রাগং সদাঙ্গ জনয়েন্নহি তত্র চিত্রং।
চিত্রং তদেব যদিয়ং বরবংশজাতা
বংশী লুনাতি কুলজা-কুলধৈর্য্যবংশং॥ ৭৭॥

জয় জয় গোপীরতি-পরমাশ্রয়। মাশ্রয় বংশীকলরব-সুমধুর।
মধুরণ-পণ্ডিত' বিবুধ-সভাজিত। ভাজিতকাম' জগজ্জন-কীর্ত্তিত।
কীর্ত্তিতরাতিভরিতজগদগুরু। দণ্ডকর-দ্বিপজীবিত-হারক।

---

(৭৮) মাশ্রয়ঃ শ্রিয়া আশ্রয়। ভাজিতঃ বিভক্তঃ কামঃ প্রাকৃতো যস্মাৎ। যদ্বা ভজনবিরোধি-কারিতঃ কামঃ যেন। দিশেষতঃ গ্রহেণাগ্রহেণ বিহৃতঃ। গুরুগ্রহস্ত সতা কৃতঃ পদস্থ বাচঃ ফরণসা

তোমার বদন চন্দ্রমার লজ্জা আনয়ন করে, তুমি শত্রুবধে সুনিপুণ, মিষ্ট দধিভক্ষণে তোমার উল্লাস, তুমি শিষ্টজনের পক্ষপাত কর; লক্ষ লক্ষ দেবতা তোমার ভৃত্য, তীব্র (নিদারুণ) শত্রুর প্রতি তুমিও কঠোর ব্যবহার কর। নম্রজনের সহিত তোমার সখ্যতা হয়। দুষ্টজনের প্রতি ভীষণ তুমি, পরিপুষ্ট হস্তিশুণ্ডের তুল্য তোমার ভুজদণ্ড; বৃষাসুরের বল খর্ব্ব করিয়াছ; ধর্ম্মকার্য্য সমূহে তোমার পণ্ডা (বুদ্ধি) আছে অথবা তুমি ধর্ম্মকার্য্য সমূহকে (প্রেম প্রচারে) বিফল করিয়াছ। তুমি নর্ম্মরসের কুণ্ড (আশ্রয়), হে কপর্দিষ্ট কৃষ্ণ! আমার চিত্তে অধিষ্ঠান কর। (৭৫) বিপুল অনুরাগে নন্দযশোদার ভজনকারী এবং কুসুম-পরাগেরও রঞ্জনকারী শ্রীরাধার কোনও (অনির্বচনীয়) করতল-দেশকেই সদাকালের জন্য ভজন করিতেছি। (৭৬) তোমার মহা-তারুণ্য বিস্তৃত হইতেছে, সঙ্গীতামৃত-বিস্তারক তুমি, তোমার নিঃশ্বাসে অত্যুৎ-কৃষ্ট কুন্দকুসুমের সৌরভ প্রসৃত হইতেছে—সাধু ভক্তগণই কেবল তোমাকে বিশ্বাস করে—তোমার সৌন্দর্য্য-সমুদ্র অনন্ত, অপার। হে আনন্দময়! আমার চিত্তে আগমন কর॥

(১৯) যমকুলতাম্বুর

(৭৭) হে শ্রী(রাধা)-বিহারিন্! তোমার অতিমসৃণ কুঙ্কুমাঙ্গরাগ যে সর্বদা (দর্শকগণের চিত্তে) অনুরাগ আনয়ন করিতেছে, তাহা বিচিত্র নহে; কিন্তু ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যজনক যে এই বরবংশজাতা (শ্রেষ্ঠ বংশবৃক্ষে উৎপন্না) বংশী কুলবালাদের কুলধৈর্য্য-বংশই লোপ করিতেছে!! (৭৮) হে গোপীদের রতির পরমাশ্রয়! তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি

হার-কনকমণিরুচিধর-বিগ্রহ। বিগ্রহ-লবকৃতারি-বিনিগ্রহ।
নিগ্রহ-নিহত-মমাহমসদ্‌গ্রহ। সদ্‌গ্রহ-গতিকৃতপদ-সন্দর্শন।
দর্শন-নুত' সুখসন্ততি-কারক। কারক-সপ্তক' জলধর-মেচক।
মে চকমে হৃদ্‌ভবদঙ্ঘ্রিং সুতিলক। তিলকপুষ্পসমনাসা-সুবদন।
বদনমুষ্টজনান্যকরণার্থক। ণার্থকরূপ' নিগমগণ-গোচর।
গোচরণানুগ' পটিমধরাধিক। রাধিকয়াতিরভসতরমানস।
মানসমর্পণকর-সাহ্বয়। সাহ্বয়গর্জন-হতবৃষভাসুর।
ভাসুর-পশুপবধূজন-রঙ্গদ। রঙ্গদলিতভট-দুর্মদ-সম্ভব।
সম্ভবদরুণপদং প্রতি মাং নয় ॥ ধীর ॥ ৭৮ ॥

বা সম্যক্‌দর্শনং যস্য। দর্শনৈঃ-নুত স্তুত। কারকসপ্তক—কর্তৃকর্ম করণসম্প্রদানাপাদান-সম্বন্ধাধি-করণস্বরূপ ইত্যর্থঃ; বদনেন মুষ্টা অপহৃতা অন্যেন্দ্রিয়ব্যাপারা যেন অর্থাদবলোকনবতাং। ণকারার্থো জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ। 'ণকারঃ কথ্যতে বোধে' ইত্যেকাক্ষরকোষঃ। সাক্ষেপনামোচ্চারণ-পূর্বকং হতো বৃষভাসুরো যেন।

লক্ষ্মীরও আশ্রয়, তোমার বংশীর কলতান অতিমধুর। তুমি মধুপানে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে সুদক্ষ; দেবগণ তোমাকে প্রশংসা করেন। প্রাকৃত কাম তোমা হইতে পৃথক্। অথবা তোমার কান্তিতে প্রাকৃত কাম পরাজিত বা কামকে তুমি ভজন-বিষয় করিয়াছ। জগদ্বাসী নরনারী তোমারই কীর্ত্তিগাথা গান করেন। অধিকতর কীর্ত্তিকলাপে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত করিয়াছ। অথবা প্রশংসনীয় (প্রেম) দানে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিয়াছ। 'কুবলয়াপীড়' নামক হস্তী তোমার শাসন করিতে আসিলে তুমিই তাহার জীবন সংহার করিয়াছ, অথবা দণ্ডবৎ শুণ্ডধারী হস্তীর প্রাণসংহার করিয়াছ। পরিহিত হারের স্বর্ণ ও মণির কান্তিমালা-বিশিষ্ট তোমার দেহ; সামান্য যুদ্ধ করিয়াই তুমি শত্রুপক্ষকে বিনিগ্রহ কর। জীবের 'আমি আমার' এই অসদ্ গ্রহকে (অভি-মানকে) তুমি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে বিনাশ কর। শুভ গ্রহের সঞ্চারেই জীব তোমার চরণ-সন্দর্শন লাভ করে। তোমার দর্শনই প্রশংস্য, বা সকল-কেই দর্শন দিয়া তুমি স্তুত হও। তুমি সুখরাশি বিস্তার কর। তুমি সকলের কর্ত্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ-রূপ। জলধরের ন্যায় নীলবর্ণ তুমি। হে সুতিলক (শোভনতিলকধারিন্ অথবা সজ্জনদিগের শিরোমণি) আমার হৃদয় তোমার চরণ কামনা করিয়াছে। হে সুবদন! তিলপুষ্পের ন্যায় তোমার নাসা; তোমার বদনই দর্শনকারিদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপার চুরি করিয়া থাকে। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, তুমি নিগমগণের গোচর; তুমি গোপালগণের অনুগত বা তাহারা তোমার অনুগত অথবা তুমি ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিবরীভূত। তুমি পটুতায় এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম; শ্রীরাধার সহিত মহারভস-রসেই তোমার চিত্ত অতি নিমগ্ন। তোমার নাম সকলের মান-সমর্পক। আক্ষেপ সহকারে নামোচ্চারণ করিয়া তুমি বৃষাসুরকে নিহত করিয়াছ! কান্তিমতী ব্রজাঙ্গনাদিগকে তুমি (সুরত) রঙ্গ দান কর। সৈন্যদের দুর্মদরাশি তুমি রঙ্গভরে (কৌতুক করিতে করিতেই) দলিত কর। হে

কুণ্ডল্যুদ্দণ্ড-মুণ্ডাবলিদলনবিধৌ তাণ্ডবে পণ্ডিতং শ্রী-
শৌরেঃ ষণ্ডাতিদণ্ড-প্রণয়নবলভৃচ্চণ্ড-দোর্দ্দণ্ডযুগ্মং।
শ্রীখণ্ডাবৃত্তপুণ্ড্রং খরকর-বিলসৎকুণ্ডলামণ্ডি-গণ্ডং
পৌগণ্ডং কেলিভাণ্ডং ক্ষপয়তু মম তৎকর্ম্ম-কাণ্ডে বিতণ্ডাং ॥৭৯

সুসখি-শতসঙ্গ।	মধুরনৃতিরঙ্গ।
মদনরসজুষ্ট।	যুবতিরতিতুষ্ট।
নবঘন-সদঙ্গ।	হৃদয়ময় মেহঙ্গ ॥ ধীর ॥ ৮০ ॥

(২০) বকুল-মঙ্গলং

রাধালিঙ্গনদক্ষঃ প্রতিভটকক্ষ-প্রচণ্ডদাবাগ্নিঃ।
গিরিবর-ধারণশৌণ্ডঃ স বাহুদণ্ডো হরে র্জয়তি ॥ ৮১ ॥

জয় জননন্দন।	নন্দনয়াশ্রিত।
হে ঘন-কন্দল।	কন্দল-খেলন।
প্রেমরসাশ্রয়।	সাশ্রয়বৎসল।
মঞ্জুলসংপদ।	সংপদ-দায়ক।
লোচন-খঞ্জন।	খঞ্জনবাম্বুদ-
নীলিম-ভাস্বর।	ভাস্বর-বন্দিত।
দুর্জ্জন-বারণ।	বারণ-বিক্রম।

---

(৭৯) বিতণ্ডাং সন্দেহং—

(৮১) প্রতিভটা এব কক্ষাঃ শুষ্কতৃণানি তেষাং প্রচণ্ড-দাবানলঃ।

(৮২) নন্দস্য নয়েন ভক্তিনীত্যা আশ্রিত। ঘনকন্দল মেঘসমূহবৎ নীলবর্ণ ইত্যর্থঃ, কন্দলং কলহঃ যুদ্ধমেব বা খেলনং যস্য। খঞ্জনা গতিরহিতস্য নবকঞ্জস্য যো নীলিমা তদ্বৎ ভাস্বর উজ্জ্বল। ভাস্বরৈর্দেবৈ র্বন্দিত। মঞ্জুদৃগঞ্চিত মনোহরনয়নয়োঃ অঞ্চিতং কজ্জলং যস্য। সংপটঃ গোকুল-

---

কৃষ্ণ! তোমার অরুণায়মান চরণ-প্রান্তে আমাকে স্থান দাও॥ (৭৯) কালীয় নাগের উদ্দণ্ড ফণাসমূহে দলনবিষয়ে নর্ত্তন-কুশল, বৃষাসুরের দণ্ডদানে শক্তিশালী প্রচণ্ড বাহুযুগল-বিশিষ্ট, চন্দন-চর্চ্চিত তিলকশোভিত এবং সূর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত কুণ্ডলদ্বয় দ্বারা ভূষিত গণ্ডযুক্ত শ্রীহরির কেলিভাণ্ড (বিলাস-নিধান) সেই পৌগণ্ডকালই আমার কর্ম্মকাণ্ডে বিতণ্ডা (সন্দেহ) নিরসন করুক। (৮০) শত শত উত্তম সখা তোমার সঙ্গে আছে, তোমার নৃত্যরঙ্গ মধুর, তুমি কামরসে প্রীতিমান, যুবতীদের সহিত সুরতরসে তুষ্ট, নবঘন হইতেও সুন্দরতর তোমার অঙ্গ; হে কৃষ্ণ! আমার হৃদয়ে আগমন কর।

(২০) বকুলমঙ্গল

(৮১) শ্রীরাধার আলিঙ্গনে সুদক্ষ, প্রতিসেনাগণ রূপ শুষ্কতৃণরাশির পক্ষে দাবানল-সদৃশ এবং গিরিরাজ-ধারণে সুনিপুণ শ্রীহরির সেই বাহুদণ্ডই জয়যুক্ত হউক। (৮২) হে নন্দ-নন্দন! তোমার জয় হউক। নন্দ মহারাজের ভক্তিনীতিতে তুমি তাঁহার আশ্রিত হইয়াছ। তুমি মেঘ সমূহবৎ

সংকুসুমার্চ্চিত। মাচিত-পাদুক।
তাপনিবর্ত্তন। বর্ত্তনকারণ।
মঞ্জুদগঞ্জিত। গঞ্জিত-কুবলয়।
সংপটকাঞ্চন। কাঞ্চনভূষণ।
ভক্ত-সুতারক। তারক-পত্রক।
সংনত-শঙ্কর। শঙ্কর-পূজিত।
বৎসক-মারক। মারকতাপ্রিয়।
সঙ্গি-পুরোহিত। রোহিত-লোচন।
শং তনু মে হিত। মেহিতদায়ক ॥ ধীর ॥ ৮২ ॥

লসৎকুসুমমালয়া ঘুসৃণ-মালয়া চর্চিতঃ
বরৈর্ম্মণিসরৈরপি গ্রথিত-কৌস্তুভৈস্ত রুচ্ছলঃ।
ব্রজৈণ-নয়না-মনোহরণচৌর-ধৌরেয়কঃ
পুরোহিতমুরো মম স্ফুরতু গোপচূড়ামণেঃ ॥ ৮৩ ॥
প্রণতসুখদ-মধুরচরণ। নিখিলকুশলনিবহশরণ।
ভজনরসিক-শমিত-শমন। রিপুকুলমদ-বিপুলদমন।

বস্ত্রং কাঞ্চনমিব পীতং যস্য। তারকা ইব পত্রাবলিঃ পত্রভঙ্গ্যাদি যস্য। মারকতা কন্দর্পতাবঃ সা প্রিয়া যস্য। মেহিতদায়ক—মায়াঃ লক্ষ্যাঃ ঈহিতস্যাক বাঞ্ছাপূরক।

(৮৩) ঘুসৃণমালয়া কুঙ্কুমযুক্তচন্দনেন। পুরঃ অগ্রে হিতঃ বর্ত্তমানঃ সৎ।

নীলবর্ণ; তুমি (কলহ) যুদ্ধচ্ছলে খেলাই কর; তুমি প্রেমরসের আশ্রয় এবং আশ্রিত-বৎসল। তোমার পাদপদ্ম মনোহর ও সুন্দর। তুমি অত্যুত্তম পদ (স্থান) দান কর। তোমার নয়ন যেন খঞ্জন পক্ষী; গতিরহিত নবীন মেঘের নীলিমার ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ তুমি; দেবগণ তোমাকে বন্দনা করে। তুমি দুর্জ্জনগণকে নিবারণ (পরিহার) কর; হস্তির ন্যায় তোমার পরাক্রম; অত্যুত্তম কুসুমরাজি দ্বারা তোমার অর্চ্চনা হইয়াছে। লক্ষ্মীও তোমার পাদুকার সেবা করেন। তুমি তাপত্রয়-নিবারক, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবনহেতু; মনোহর নয়নে তোমার কজ্জল রহিয়াছে—তুমি কুবলয়কে (নীলপদ্মকেও) বর্ণে তিরস্কার কর অথবা কুবলয়াপীড় হস্তিকেও শুণ্ডে ধরিয়া কদর্থনা করিয়াছ। সুন্দর বসনটিও পীতবর্ণ; তুমি স্বর্ণভূষণ পরিধান করিয়াছ, ভক্তগণের অত্যুত্তম ত্রাণকারী তুমি তারকাবৎ পত্রভঙ্গী প্রভৃতি রচনা করিয়াছ। সন্নত (প্রণত) জনগণের কল্যাণকর তোমাকে শিব পূজা করেন। তুমি বৎসাসুরকে নিধন করিয়াছ, কন্দর্পভাবই তোমার প্রিয়; সঙ্গিগণের সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তুমি তাহাদের হিতাচরণ কর; রক্তবর্ণ তোমার লোচন; তুমি লক্ষ্মীরও বাঞ্ছাপূর্ত্তি-কারক, হে মঙ্গলময়! আমার মঙ্গল বিধান কর॥ (৮৩) সুন্দর পুষ্পমাল্যের সহিত কুঙ্কুমচন্দন দ্বারা চর্চ্চিত, কৌস্তুভ-সহিত অত্যুত্তম মণিময় হারে উজ্জ্বল, ব্রজবাসিনী গোপীদের মনোহরণে চৌরচূড়ামণি সেই গোপ-রাজের বিশাল বক্ষঃস্থল আমার সম্মুখে স্ফুরিত হউক। (৮৪) তোমার

নবকিশলয়-মৃদুলচরণ ময়ি ময়ি দিশ কমলনয়ন ॥ বীর ॥ ৮৪ ॥

(২৮) মঞ্জর্য্যাং কোরকঃ

চৌর্য্যাশিত-নবনীতং সততমভীতং সুধায়নাহসিতং।
পীতাম্বর-পরিবীতং বংশীগীতং ভজে কমপি ॥ ৮৫ ॥

গোপবধূজন-মোহনখেলন। শত্রুসমূহ-সুতাপদহেলন।
দেবলোকগত-কীর্ত্তিসভাজিত। চণ্ডকরোজ্জ্বল-বাহুবিরাজিত।
চঞ্চল-বীক্ষিত-বিস্তৃতলোচন। চন্দ্রকরস্মিত-তাপবিমোচন।
পর্বতধারণ-বর্দ্ধিতগৌরব। দৈত্যকুলাতুল-দর্শিতরৌরব।
মঞ্জুশিখণ্ডক-সংবৃতশেখর। কুন্তলসুশীলিত-যামুন-শীকর।
ভঙ্গুর-রিঙ্গণনৃত্য-মনোহর। পীনকটীপরিপীতধটীবর।
শক্রগরিষ্ঠমদোন্নতিহারক। বৎসবৃষাসুরধেনুক-মারক।
দুষ্টবকাতুলতুণ্ডবিদারক। সঙ্গিগণোত্থিতদুঃখ-নিবারক।
চন্দ্রবিনিন্দক-চারুমুখাম্বুজ। কুঞ্জরশুণ্ড-সদৃক্ষ-লসদ্ভুজ।
বিম্বফলদ্যুতি-চারুতরাধর। বল্গিতকুণ্ডল-গণ্ড-সুপিঞ্জর।
চিত্রমহোৎসবদায়িবরক্রম। সিংহ-পরাভবকারি-পরাক্রম।
হন্ত! কৃপাময় মামবলোকয়। দুঃখচয়াম্বুনিধিং পরিশোষয় ॥ বীর ॥ ৮৬ ॥

---

(৮৫) সুধায়নং অমৃতালয়ং আ ঈষৎ হসিতং যস্য।

মধুর চরণ প্রণতজনগণের সুখদায়ক, সকল কর্ম্মকুশল ব্যক্তিরাও তোমাকেই আশ্রয় করেন। ভজনরসিকদের শমন প্রশমিত কর, রিপু সকলের গর্ব্ব বেশ দমন করিয়া দাও। ওহে পদ্মনয়ন কৃষ্ণ! নবপল্লব হইতেও মৃদুল তোমার চরণ, আমার প্রতি দান কর॥

(২৮) মঞ্জরীর কোরক।

(৮৫) যিনি চুরি করিয়া নবনীত ভোজন করেন—সর্বদাই নির্ভীক—যাঁহার মুখে সুধা-বিনিন্দিত হাস্য সর্বদাই বিরাজ করে—পরিধানে যাঁহার পীতবসন—সেই কোনও (অনির্বাচ্য) বংশীবদনকেই ভজনা করি। (৮৬) তুমি গোপীদের সহিত মোহনখেলা কর—তোমার অনাদর শত্রুগণকে মহা-তাপ দান করে। তোমার কীর্ত্তি দেবলোকে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া তোমাকে প্রশংসান্বিত করে। সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল বাহুযুগল তোমার—চঞ্চল দৃষ্টিপাত-যুক্ত বিস্ফারিত নয়ন। চন্দ্রকিরণবৎ তাপ-নিবারক তোমার হাস্য। গিরি গোবর্দ্ধন-ধারণে তোমার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। দৈত্যবংশে তুমি নিরুপম রৌরব দেখাইয়াছ। মনোজ্ঞ ময়ূরপিচ্ছে তোমার চূড়া রচিত হইয়াছে। যমুনার জলকণা তোমার কুন্তলসমূহকে সুন্দর শীতল করিতেছে। স্খলিত-গতি রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) লীলায় নৃত্য করিয়া তুমি মনোহরণ করিতেছ। স্থূল কটিদেশে তোমার পীতবর্ণ ধটী (ধড়া) শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রের মহামদের উন্নতি তুমি বিনাশ করিয়াছ। বৎস, বৃষাসুর ও ধেনুককে তুমি বধ করিয়াছ।

নিদ্রাকলঙ্কনিজদোষ-নিসূদনায় যাং দূষণক্ষপণমীয়তুরম্বুজেন্দু।
দৃষ্ট্বা তয়োস্তব পদাশ্রয়লব্ধদিষ্টমিষ্টাশ্রিতে ময়ি চ কিং ন তথা তনোষি॥

গর্বিতদানব-বিস্তৃতভানব। মঞ্জুরসাতুল-নন্দিতগোকুল।
মঞ্জুল সূদয় গানমুদীরয়। কর্ণযুগেঽর্পয় তন্মম সন্দয়॥বীর॥৮৮॥

(২২) গুচ্ছঃ

চূড়েয়ং বরশস্ত্রিকা প্রবিলসদ্ভ্রূঃ কার্মুকং দৃষ্টয়ঃ
কুন্তাঃ সন্ততমুংকরৌ চ মকরৌ গণ্ডান্তসৎকুণ্ডলে।
এতৈরেব পরিচ্ছদৈঃ প্রবিদিতঃ প্রোদ্দামরাগোঽধরঃ
পীযূষং মুরলীরবেণ তনুতে কৃষ্ণস্য কোঽয়ং ক্রমঃ॥ ৮৯॥

জয় মদনমাধুরীনিকরহর। সুন্দর।
স্ফুটমধুর-বংশিকা-ধ্বনি-নমিত-কন্ধর।
ব্রজতরুণকামিনী-মদনমদ-খণ্ডন।
স্তুতশিখিদলাঞ্চিত-প্রচুরকচমণ্ডল।
স্ফুরিতঘনসঞ্চয়াঞ্জন-নিবহ-মেচক।
প্রণতজনদুস্তরপ্রভব-ভয়মোচক।

দুষ্ট বকাসুরের মহামুখকে তুমিই বিদীর্ণ করিয়াছ; সঙ্গিগণের সকল দুঃখ-নিবারক তুমি। তোমার সুন্দর মুখপদ্ম চন্দ্রকে বিনিন্দিত করে। হস্তি-শুণ্ডবৎ তোমার ভুজযুগল দীর্ঘ। বিম্বফলের কান্তিরাশি হইতেও সুচারুতর তোমার অধর। কুণ্ডলের আন্দোলনে গণ্ডদেশ বেশ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তোমার সুন্দর পদবিক্ষেপ বিচিত্র মহোৎসব (মহানন্দ)-দায়ক। তোমার পরাক্রমে সিংহও পরাভূত হয়। হে কৃপাময়! আমার প্রতি নিরীক্ষণ করতঃ দুঃখরাশিরূপ সমুদ্রকে শোষণ কর॥ (৮৭) নিদ্রা ও কলঙ্করূপ স্ব স্ব দোষ নাশ করিবার জন্য পদ্ম ও চন্দ্রমা দোষনাশন তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তোমার পাদপদ্মের আশ্রয়-লাভে তাহাদের ভাগ্য দেখিয়াও হে প্রিয়তম! আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার কেন করিতেছ না? অর্থাৎ আমাকেও চরণ-তলে আশ্রয় দান কর॥ (৮৮) গর্বিত দৈত্যগণের তুমি বংশনাশ করিয়াছ। মনোজ্ঞ রসবিস্তারে গোকুলকে তুমি অনুপম আনন্দদান করিয়াছ। হে মনোমোহন! অতিসুন্দর গান করিয়া আমাকে শুনাও, হে পরমকৃপাময়!

(২২) গুচ্ছ

(৮৯) শ্রীকৃষ্ণের এই চূড়া মহাশস্ত্র, বিলাসী ভ্রূ কার্মুক (ধনু) দৃষ্টি-পাত কুন্ত (ভল্লাস্ত্র), আর গণ্ডদেশে উজ্জ্বল কুণ্ডযুগলও নিরবধি উর্দ্ধ-শুণ্ড মকর বলিলেই হয়। এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া মহাবিখ্যাত মহা-দীপ্ত অধর মুরলীরবে অমৃত বর্ষণ করে; বল দেখি কৃষ্ণের এই কি রীতি? (৯০) তুমি মদনের মাধুর্য্যরাশি চুরি করিয়াছ, তোমার জয় হউক হে সুন্দর! পরিস্ফুটও মধুর বংশীধ্বনি করিতে তুমি গ্রীবাদেশ অবনত করিয়াছ।

প্রচুরসুখদায়কারুণচরণ-পল্লব।
স্মিতমধুরভাষয়া ভুবনজনবল্লভ।
প্রবলখলদম্ভহৃৎপ্রবরভুজপন্নগ।
স্বজন-পরিপালনে করকলিত-সন্নগ।
ত্রিদশকুলরক্ষয়া বিদিতনিজবৈভব।
শ্রিতচরণপঙ্কজ-প্রহতপুনরুদ্ভব।
প্রণট পটুনর্ত্তনোদ্ধুরগরিম-মণ্ডন।
প্রথিতগতি-লীলয়া দ্বিরদমদ-খণ্ডন।
শ্রমজনিতশোভয়া ব্রজগমনরঙ্গ তং।
ক্ষণমপিতু নাথ হে কলয় পথি মা নতং ॥ ধীর ॥ ১০ ॥

পদ্মং করাঙ্ঘ্রি ফণবান্নবলোমরাজি
বক্তৃং বিধু র্ভ্রমরকা ভ্রমিতালকান্তে।
মুক্তা রদা ইতি পবর্গময়ী মুরারে
মূর্ত্তি স্তথাপি ভজতামপবর্গদাত্রী ॥ ২১ ॥

অজনমোহচরিতং জনমোহনং ভবনুতং বহু তথাপ্যভবেড়িতং।
অধরশোভি-বদনং ধরশোভিনং ত্বমিহ যামি শরণং ব্রজসুন্দর ॥ ২১ক

(১০) করেণ কলিতঃ গৃহীতঃ সুন্দরঃ নগো গিরিরাজো যেন।

(২১ক) অজনস্য ব্রহ্মণঃ মোহদায়কং চরিতং যস্য তং। ভবেন মহাদেবেন নুতং স্তুতং তথাপি অভবে মুক্তৌ ঈড়িতং অধরেণ শোভিতং স্তুতং বদনং যস্য, তং অথচ ধরং পর্বতং গোবর্দ্ধনং শোভয়িতুং শীলং যস্য তং।

ব্রজের নবীন যুবতীদের মদনগর্ব তুমি নাশ করিয়াছ। সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে তোমার কেশকলাপের অত্যুৎকৃষ্ট শোভা হইয়াছে। নবীন জলধরমালা ও অঞ্জন সমূহের ন্যায় গাঢ় নীলবর্ণ তুমি প্রণত (আশ্রিত) জনগণের দুস্তর সংসারভয় মোচন কর। তোমার অরুণ চরণ-পল্লব প্রচুর সুখদান করে; মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত বাক্যের বিন্যাসে তুমি নিখিল জগজ্জনের প্রিয় হইয়াছ। তুমি মহাবলবান্ খলজনের দম্ভও নাশ কর। আজানুলম্বিত ভুজযুগল তোমার সর্পবৎ—নিজজনগণের পরিপালন জন্য তুমি সুন্দর গিরিরাজকে হস্তোপরি ধারণ করিয়াছ। দেবগণের রক্ষা কার্য্যে তোমার নিজ বৈভব সকল বিদিত (প্রকটিত) হইয়াছে। তোমার চরণকমলের আশ্রয়িদিগের পুনর্জন্ম প্রণষ্ট করিয়া দাও। তুমি প্রকৃষ্ট নৃত্যে পটু, নৃত্যবিদ্যায় সমুৎসুক এবং গৌরব-মণ্ডিত। সুন্দর গতিভঙ্গী-অঙ্গীকারে তুমি কুবলয়াপীড়ের গর্বনাশ করিয়াছ। শ্রমজনিত শোভা অবলম্বনে ব্রজে গমন-কৌতুক বিস্তার করিয়াছ। হে নাথ! পথে প্রণত আমাকে একক্ষণের জন্যও কৃপাদৃষ্টিপাত কর। (২১) হে মুরারে! তোমার করচরণে পদ্ম, নব রোমাবলীতে ফণী, বদনে বিধু (চন্দ্র) কুঞ্চিত কেশকলাপে ভ্রমর এবং দন্তে মুক্তা—এইরূপে তোমার মূর্ত্তি পবর্গময়ী হইলেও কিন্তু উহা ভজনকারীদিগকে অপবর্গই দান করে!! [পবর্গব্যতি-

নন্দপ্রিয়তর। মন্দস্মিতবর। সংমারিত-খর। সন্ধারিতধর।
বিস্ফুর্জিত-রস। সন্তর্পনবশ। বিস্তারিত-নয়। চিত্তোপরি জয়॥
বীর॥ ৯২॥

(২৩) কুসুমং

বংশী-স্বনেন যমুনোপবনং প্রণীয়
কুঞ্জেষু গুঞ্জদলিপুঞ্জ-সুমঞ্জুলেষু।
চন্দ্রাবলী-বিমলচন্দ্রমুখং সুখেন
চন্দ্রে সমুন্নমতি চুম্বতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ॥ ৯৩॥

অমিতমহিম জগতি বিদিত। নিখিলসুখদ-মধুরচরিত।
শিখিদলযুত-চিকুরবলন। কুসুম-দশন' কমলনয়ন।
দিতিজদনুজনিবহকদন। নিখিলসুগুণ-সরসসদন।
মদননিবহ-হসনচরণ। দুরবগতিষু পরমকরুণ।
সুররিপুকুল-মুকুটদলন। মদকরিকর-সুভুজবলন।
কটিতটগত-কপিশবসন। বিলসদনিশ-মুখররসন।

(৯২) সম্যক্ ধারিতঃ হস্তেনোত্তোলিতঃ ধরঃ গিরিরাজঃ যেন।

রিক্ত অর্থে বিরোধ এবং 'মুক্তি' অর্থে সমাধান।] (ক) তোমার চরিত্র ব্রহ্মারও মোহকর, জগজ্জনেরও বিস্ময়কর। তোমাকে শিব স্তব করে, তথাপি মুক্তির জন্য বহুপ্রকারে স্তুত হও। অধরের সহিত তোমার বদন বেশ শোভা পায়, তুমি গিরিরাজকেও শোভান্বিত করিয়াছ। হে ব্রজসুন্দর! আমি এক্ষণে তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম। (৯২) তুমি নন্দ মহারাজের প্রিয়তর, তোমার মুখে মৃদু-মধুর সুন্দর হাস্য, তুমি খরভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। গিরিরাজকে হস্তে উত্তোলন করিয়াছ; তোমা হইতে রসরাজি প্রকাশিত হইতেছে। তুমি প্রীতিবশ, তোমার নীতিও বিশাল। হে কৃষ্ণ! আমার চিত্তে বিরাজমান হও॥

(২৩) কুসুম

(৯৩) চন্দ্র সমুদিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র বংশীরবে চন্দ্রাবলীকে যমুনার উপবনে গুঞ্জনপরায়ণ ভ্রমর-নিকর-সুশোভিত কুঞ্জসমূহে আনয়ন করিয়া সুখে তাঁহার বিমল মুখচন্দ্র চুম্বন করিতেছে। (৯৪) তুমি অসীম মহিমা-মণ্ডিত এবং জগতে প্রসিদ্ধ। তোমার মধুময় চরিত্র সকলেরই সুখদায়ক। ময়ূরপিচ্ছ শোভিত তোমার কেশদাম। তোমার দন্তে কুসুম অর্থাৎ উহা কুন্দবৎ সুন্দর। পদ্মপলাশ-নয়ন হে! তুমি দৈত্যদানবাদিকে কদর্থনা কর। নিখিল কল্যাণময় গুণগণ ও সুরসাবলির আশ্রয় তুমি। তোমার আচরণে (কামময় চেষ্টায়) মদনকোটি উপহসিত হয়। তুমি দুর্গতি জনদিগের প্রতি পরমকরুণ। দৈত্যকুলের মুকুটমণি বীরদিগের দলন (শাসক) তুমি। মদোন্মত্ত হস্তির শুণ্ডবৎ তোমার বাহুর গঠন অতি রমণীয়। কটিতটে তোমার সুন্দর কৃষ্ণ-পীতবসন। শব্দায়মান মেখলা নিরবধি তোমার কোমরে বিলাস পাইতেছে।

নিখিলপশুপযুবতিমদন । সুবিধুশতক-মধুরবদন ।
ভুবনবিজয়ি-যশসি গণন । মধুজলনিধি-মৃদুলকথন ।
মৃগমদযুত-ঘুসৃণতিলক । মধুকরততি-সচলদলক ।
রহসি বিহৃত-যুবতি-বসন । মধুরবচনময়ি ময়ি ভণ ॥ ধীর ॥ ১৪ ॥
যামুনকুঞ্জকুটীরে ত্যক্তেতরবিষয়বাসনে তস্মিন্ ।
রাধাধ্যান-নিবিষ্টে মুনিষু মহিষ্ঠে দৃশির্জগতু ॥ ১৫ ॥
মধুরক্রমলীলাশ্রম । দনুজোদ্ধতদম্ভকৃত ।
মৃদুলোক্তরদত্তোৎসব । নত-নিস্তুলরঙ্গোদ্ভব ।
শরণং ভব শিষ্টাশ্রয় । মম সদ্গুণ চিত্তেঽপ্যয় ॥ বীর ॥ ১৬ ॥

(২৪) দণ্ডকত্রিভঙ্গী

উন্নীতাদ্রিতলে সমস্তজনতা-সংমর্দকোলাহলং
দৃষ্ট্বা রাধিকয়া বিসর্জিতহ্রিয়া সানন্দমালিঙ্গিতঃ ।
স্বেদোৎকম্পতয়া বিশঙ্কিতজনামুল্লাসয়ন্ প্রৌঢ়িভিঃ
সাকূত-স্মিতবীক্ষণং চ সুদৃশাং পায়াৎ স নো মাধবঃ ॥ ১৭ ॥
জগদতুলমহিম্নো মহিষ্ঠং গরিষ্ঠং বরিষ্ঠং তবেষ্টং
ভজে সুপ্রতিষ্ঠং মৃদিষ্টং তনিষ্ঠং পদং ।

---

(১৩) মৃদু কথনেন দত্ত উৎসবো যেন হে তথাভূত ।

নিখিল গোপবালাদের মদন তুমি, শত শত চন্দ্রের ন্যায় মধুর তোমার বদন। ভুবনবিজয়ী যশস্বীগণের মধ্যে তোমারই সর্বপ্রথম গণনা হয়। তোমার মৃদুল বাক্যবিন্যাস মধু-সমুদ্র। তোমার তিলক—কস্তুরিকা ও কুঙ্কুমাদিদ্বারা রচিত। অলকমালা মধুকর-নিকরবৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তুমি নির্জনে যুবতিদের বসন চুরি করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমাকে মধুর বাক্যে একবার ডাক ত!! (১৫) যমুনাতীরে কুঞ্জকুটীরে যিনি অন্যবিষয়ে বাসনা ত্যাগ করিয়া রাধার ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন—সেই মুনিগণ-মহত্তম কৃষ্ণেই আমার নয়ন লাগুক (নিরন্তর সংলগ্ন থাকুক)। (১৬) তোমার ব্যবহার মধুর, তুমি সুরত-লীলায় শ্রান্ত হইয়াছ। দৈত্যাদিগের মহাদম্ভ তুমি নাশ করিয়াছ। মৃদু কথায় তুমি সকলেরই আনন্দ বিধান কর। প্রণতজনদিগের নিরুপম রঙ্গ বিধান করিয়াই তোমার উদ্ভব (প্রাদুর্ভাব) হয়। হে শিষ্টজনাশ্রয়! তুমি আমার শরণ্য হও। হে সদ্গুণ! আমার চিত্তেও আগমন কর।

(২৪) দণ্ডকত্রিভঙ্গী।

(১৭) উত্তোলিত গিরিবরের নীচে সমস্ত জনমণ্ডলীর সম্মর্দ ও কোলাহল চলিতেছে দেখিয়া শ্রীরাধা লজ্জা পরিহার করতঃ আনন্দভরে যাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন—স্বেদযুক্ত ও উৎকম্পিত আশঙ্কাময় জনসমূহকে নিপুণতা প্রকটনে এবং সুন্দরীদের স্বাভিলাষময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতকে উৎসুকা প্রকাশনে যিনি উল্লাসময় করিতেছেন—সেই মাধবই আমাদিগকে পালন করুন। (১৮)

ত্রিজগদঘতরোঃ সুধারং কুঠারং নিতান্ত-প্রহারং
বিদারং বিচারং প্রপারং বিদূরং ধিয়াং।
নিখিলগুণগণাভিরামে নিকামেঽরিভামে
নয় শ্রীললামে মনো মে সুরারি-প্রহারে
হরে ব্যালদারে প্রতিষ্ঠাং স্বয়ীষ্টে।
গিরিবরদরী-নিষণ্ণং প্রসন্নং ত্বদঙ্ঘ্রি দ্বয়ং মে
নিধায়োত্তমাঙ্গে কুরু ত্বং কৃতার্থং।
শরণমুপগতোঽস্ম্যজেশং ব্রজেশং প্রজেশং
মহেশং মৃতেশং জলেশং তলেশং সরোষং সুরেশং
পদান্তেঽনয়দ্ য স্তমেতং ॥ ধীর ॥ ৯৮ ॥
তাপত্রয়ভয়কর্ত্তন-হসিত মসিতমুদিরভাধরং কমপি।
নবনবনীত-সদঙ্গং তমুবদনঙ্গং ব্রজে ব্রজে শরণং ॥ ৯৯ ॥
গোপসখ' দুষ্টবকহারিকর-শৈলধর।
দাসদয়' মা কলয় ॥ ধীর ॥ ১০০ ॥

(২৫) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিত্রিভঙ্গী

সংসারাম্বুধিমগ্নং কামাদিগ্রাহদষ্টমতিক্লিষ্টং।
মামুদ্ধর গজরাজং দুর্ম্মতিভাজং কৃপাদৃষ্ট্যা ॥ ১০১ ॥

৯৮। শ্রীললামে শ্রিয়োঽপি মনোহারিণি ; অজায়াঃ মায়ায়াঃ ঈশং নিয়ন্তারং, মৃতেশং যমং, তলেশং বলিং।

জগতের অতুলনীয় মহিমময় তোমার মহত্তম, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, বাঞ্ছনীয়, প্রতিষ্ঠা (গৌরব)-যুক্ত, মৃদুতম ও কোমলতম চরণকেই ভজন করি। উহা ত্রিভুবনের পাপরূপ বৃক্ষকে মহাধারাল কুঠারবৎ অত্যন্ত প্রহার করিয়া করিয়া একেবারে বিদীর্ণ করে। উহা সকলের মুখ্য চার (আশ্রয় বা গতি), প্রকৃষ্টরূপে পার (উদ্ধার)-কারী ও বুদ্ধি-বিবেচনার অতিদূরে বর্ত্তমান। নিখিল গুণগণে অভিরাম, শত্রুর প্রতি নিরতিশয় কোপন, লক্ষ্মীরও মনোহর, দৈত্যনাশন এবং কালিয়দমন ইষ্ট তোমাতে আমার মন প্রতিষ্ঠিত কর হে হরে! গিরিরাজের গুহায় আসীন ও প্রসন্ন তোমার চরণদ্বয় আমার মস্তকে স্থাপন করিয়া তুমি আমাকে কৃতার্থ কর। তুমি মায়ার নিয়ন্তা ব্রজনাথ। তুমি ব্রহ্মা, শিব, যম, বরুণ, বলি এবং ক্রোধান্বিত ইন্দ্রকেও পদতলে আনয়ন করিয়াছ। আমি তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম॥ (৯৯) যাঁহার হাস্য আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের ভয় নাশ করে, যাঁহার কান্তি নীল জলধর-সদৃশ, নবীন নবনীত হইতেও কোমলতর যাঁহার অঙ্গ, ব্রজমণ্ডলের সেই মূর্ত্তকাম কোনও পুরুষবরকে আশ্রয় করিলাম। (১০০) তুমি গোপগণের সখা, তুমি যে হস্তে দুষ্ট বকাসুরকে সংহার করিয়াছ, সেই হস্তেই আবার গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ। দাসের প্রতি তোমার দয়া আছে। হে কৃষ্ণ! আমাকে আকর্ষণ কর।

নন্দীকৃতকুল' সন্দীপিতবল' মন্দীকৃতখল' সুন্দর-সুন্দর।
চূর্ণীকৃতবক' পূর্ণীকৃত-সুখ' কর্ণীকৃতনব-পল্লববরেন্ত।
শ্যামাসিতঘন কান্ত' খিলবল-পাদাতুলগুণ' সস্তুত সন্নুত।
কুণ্ডায়িতজগ-দণ্ডাহিতকৃত' পণ্ডাম্বিতসখি-শর্ম্মদ নর্ম্মদ।
বিদ্রাবিতশত-সত্রাশ্রিতমখ-সুত্রাসিতভয়-ভর্জন গর্জ্জন।
অম্বাহিত-দধি-বিম্বাধরবর। জম্বালকধর-বিগ্রহ সদ্‌গ্রহ।
গুচ্ছায়িতশিখি-পুচ্ছাঙ্কিত-কচ। তুচ্ছায়িতপর-চক্রপরাক্রম।
পূর্ণাম্বৃতকর' তূর্ণাধৃতধর' কর্ণান্তগ-নয়নোজ্জ্বল-কজ্জ্বল।
তুষ্টাশ্রয়বর' দুষ্টাহিতকর' কষ্টার্ত্তিমিহ নাশয় মাশয়।
কমালয় ভব মন্মাশ্রয় নব। মাং যাপয় নব-পদ্‌দ্বয়মদ্বয়॥ বীর॥১০২

হাস্যাবাসং বদনমনিশং পঙ্কজালিপ্তমঙ্গং
পত্রাবল্যঃ কটিবিনিহিতা লোচনে করুণালিঃ।

১০২। কুণ্ডবিবাচেশ্বতি যন্মলক্ষণঃ তাস্মিন্বাহিতবর্ণিতং যস্য বিখ্যাতিঃ যেন। বিদ্রাবিতো ইন্দ্র-মখ যেনাতিভীতানাং ভয়নাশকং গর্জনং যস্য স তথা। সতাং গ্রহ আগ্রহো যস্মিন্। তূর্ণং যথা স্যাত্তথা সম্যক্। ধৃতো ধরো গোবর্দ্ধনো যেন। মা শোভা করে হস্তে যস্য।

১০৩। 'হা' ইতি যাঃ শব্দ তস্য বাসো যত্র তৎ। অথবা হাহাকার শব্দঃ আস্তে যত্র তৎ। ব্রজবিরহজতাপাপহুত্যৈ পঙ্কজৈঃ আলিপ্তমঙ্গং যথা তাদৃশং। পত্রাবল্যঃ গৈরিকাঃ। যথা—

(২৫) বিদগ্ধত্রিভঙ্গী।

(১০১) সংসার-সমুদ্রে মগ্ন, কামাদি-কুম্ভীর কর্তৃক দষ্ট, অতিক্লিষ্ট এবং দুর্ম্মতিশীল এই গজরাজ আমাকে কৃপাদৃষ্টিপাতে উদ্ধার কর। (১০২) তুমি সমস্ত বংশকেই আনন্দিত করিয়াছ। প্রচুরতর বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া খলজনকে মন্দীকৃত করিয়াছ। তুমি সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর; বকাসুরকে চূর্ণীকৃত করিয়া জগৎকে সুখে পূর্ণ করিয়াছ। তুমি কর্ণে নব পল্লব দিয়া অতিপ্রিয় হইয়াছ। শান্ত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় তোমার কান্তি। তুমি সকল বনেই বিচরণ কর। অতুলনীয় গুণরাজি-মণ্ডিত তুমি। সজ্জনগণ নিরন্তর তোমার স্তুতি (স্তব বা প্রণাম) করেন। কুণ্ডবৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ডে তুমি বিখ্যাত হইয়াছ অথবা তাহাতে তুমি বংশীনাদাদি করিয়াছ। তুমি মহা-পণ্ডিত এবং সখাগণের মঙ্গলকারী ও নর্ম্মরস দানকারী। ইন্দ্র-যজ্ঞ বিলুপ্ত হইলে অতিভীত ব্রজবাসিদের ভয়নাশন গর্জ্জন করিয়াছ। তোমার অত্যুত্তম বিম্বাধরে মা যশোদা দধি দিয়া থাকেন। জম্বুফলবৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তোমার বিগ্রহ; তোমার জন্য সজ্জনগণের বহু আগ্রহ হয়। তোমার কেশকলাপ গুচ্ছবদ্ধ ময়ূরপুচ্ছে শোভিত; তুমি বিপক্ষ-সেনাদলের পরাক্রমকে তুচ্ছীকৃত করিয়াছ; তোমার দেহজ্যোতিঃ পূর্ণচন্দ্রবৎ স্নিগ্ধ। তুমি অতি শীঘ্রই গিরি-গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছ। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নে তোমার উজ্জ্বল কজ্জ্বল শোভা করিতেছে। তুমি পরম তুষ্ট আশ্রয় (গতি), দুষ্টজনদের অহিতকর (বিনাশকর্তা)। তোমার হস্তেও পরম শোভা বিরাজ করে!! হে কৃষ্ণ! আমার দুঃখদৈন্য নাশ কর। তুমি পদ্মালয় অর্থাৎ তোমার মুখে, নয়নে,

নাসাসক্তাঙ্গুলি-সমুচিতা মুদ্রিকা শ্রীমুরারে!
চিত্রালোকি ত্বদরিবনিতা-ভূষণপ্রক্রিয়েয়ং ॥ ১০৩ ॥

উদ্ধতসদ্ঘনসংঘবেষ। চন্দ্রবিরাজিত-বদ্ধকেশ।
সজ্জনমোহনভূরিগায়। দুর্জ্জন-তর্জ্জন-চণ্ডকায়।
নির্ম্মলনিস্তুলচন্দ্রবক্ত্র। মাং ত্বমনুকম্পয় কেলিসক্ত ॥
ধীর ॥ ১০৪ ॥

(২৬) মিশ্রিতকলিকা

মন্মথমথমখযূপঃ কুচঘুসৃণসমর্চিতো ব্রজস্ত্রীণাং।
বাহুরলং মুরশত্রোঃ স ভবতু মম চিত্তবারণালানং ॥ ১০৫ ॥

দুষ্টদুর্ম্মদারিষ্টচণ্ডভুজদণ্ড। বিখণ্ডিতদম্ভিদৈত্যমদ।
নবীনাম্ভোধর-বিড়ম্বিকান্তিসঙ্করোজ্জ্বল।
উদ্দীপ্তমদোদ্দণ্ডষণ্ডবিদণ্ডন-খেলন।
শিষ্টাজ্জিত-সৎকর্ম্মতাবিষ্টচিন্তা-

মহাদৈন্যবোধনায় বস্ত্রাভাবেন পত্রসমূহৈঃ কৃত-লজ্জানিবারণাঃ। কং জলং তস্য কণাসমূহঃ। বিষাদাতিরেকেণ নাসায়াং অঙ্গুলিঃ সংযোজ্য সমুচিতা মুদ্রিকা মৌনত্বমবলম্বিতা ইতি ভাবঃ। ত্বং শত্রুবিজয়ীতি ভাবঃ।

হস্তে ও চরণে বহু পদ্ম বিরাজমান। তুমি মঙ্গল-স্বরূপ এবং সকলের মনোহর আশ্রয় এবং নবীন বা স্বস্থ। হে অদ্বয় (দ্বিতীয়-রহিত) আমাকে তোমার নব পদদ্বয়ে স্থান দাও। (১০৩) হে মুরারি! তোমার শত্রুবনিতাদের এক বিচিত্র ভূষণ-প্রক্রিয়া দেখা যাইতেছে। তাহাদের বদন দিবানিশি হারাবাস ('হা' রবের=হাহাকারের আকর), তাহারা পঙ্কজাত ধূলি প্রভৃতি দ্বারা ব্যাপ্তদেহ অথবা স্বামিবিরহজন্য তাপ-শান্তির উদ্দেশ্যে ইহারা পদ্মদ্বারা অঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, গণ্ডস্থলে বা বক্ষোদেশে পত্রভঙ্গী রচনা না করিয়া কটিদেশে (পত্রাবলী) গৈরিক পরিয়াছে, অথবা পত্রসমূহ দ্বারা লজ্জানিবারণ করিয়াছে। হস্তে কঙ্কণ না পরিয়া লোচনে কঙ্কণ অর্থাৎ জলবিন্দুসমূহ বহন করিতেছে; আর করে অঙ্গুরীয়ক ব্যবহার না করিয়া বিষাদে নাসায় অঙ্গুলি দিয়া অধোবদনে নির্বাক রহিয়াছে!! (১০৪) উদ্ধত সুন্দর মেঘমালার ন্যায় তোমার বেশ। তোমার সংযত কেশদামে ময়ূর-চন্দ্রক বিরাজিত। তুমি সজ্জনগণের মোহন ও প্রচুরতর কীর্ত্তিকলাপ-শালী। তোমার প্রচণ্ড দেহ দুর্জ্জনগণকে নিরাশ করে—তোমার বদন নির্ম্মল, নিরুপম চন্দ্রের তুল্য। হে কেলিবিনোদিন! আমাকে ত কৃপা কর ॥

(২৬) মিশ্রকলিকা।

(১০৫) সুরতযজ্ঞ-বিষয়ে যূপ (পশুবন্ধন স্তম্ভ বা জয়স্তম্ভ) সদৃশ, ব্রজসুন্দরীগণের বক্ষোজাত কুঙ্কুম দ্বারা সম্যক্ অর্চ্চিত (লিপ্ত)—শ্রীকৃষ্ণের সেই বাহু আমার চিত্তরূপ হস্তির আলান (বন্ধনস্থান) হউক। (১০৬) তোমার প্রচণ্ড ভুজদণ্ড দুষ্টগণের দুর্ম্মদ-নাশন দাম্ভিক দৈত্যগণের মদ তুমি

স্বর্ণপদ্মগর্ব্ব-পিশঙ্গাম্বর' মহিষ্ঠনীলশীলা-সদৃশবক্ষাঃ।
সদ্‌গুণকর' দণ্ডিতবলবত্তুরঙ্গম' সজ্জনহৃদয়-সুসঙ্গম।
মণ্ডিততরলদৃগঞ্চল। কুঞ্চিত-বিলুলিত-কুন্তল।
দুর্জ্জয়দনুজ-বিশোষক। সংনত-সুজন-বিপোষক।
পণ্ডিতসদসি যশস্কর। খণ্ডিতমতিজনদুষ্কর।
বিস্ফূর্জ্জিতাখণ্ডলধনুঃ খণ্ডমণ্ডলাকৃতিতাণ্ডবিত-শিখিশিখণ্ড-
মণ্ডিতোত্তংস। বঞ্জুলাবতংস। মঞ্জুলশিঞ্জান-মণিমঞ্জীর।
ভা-গঞ্জিত-সিদ্ধাঞ্জনপুঞ্জ। কুঞ্জগৃহোদ্দামবিহারপর।
কুন্দবিড়ম্বিত-মন্দতরস্মিত। চন্দ্রকচুম্বিত-কুন্তল। সুব্রত।
কান্তিকরম্বিত-কুণ্ডলমণ্ডিত। মন্মথ-সুন্দর। গোপপুরন্দর।
দুর্জ্জনদৈত্যেন্দ্রশত-দুর্ম্মদশুষ্ককাননদাহোদ্দামদাবানল।
সজ্জন-হৃদয়-গহ্বর-নিবিড়ান্ধকারনির্ভেদ-চণ্ড-মার্ত্তণ্ডচরণাম্ভোজ।
নিষ্ফলপার্ব্বণশর্ব্বরীশাডম্বরবিড়ম্বক-মুখমণ্ডল।

বিশেষ প্রকারে নাশ করিয়াছ। নবীনমেঘ-বিনিন্দ কান্তিমালায় তুমি উজ্জ্বল হইয়াছ। অত্যুচ্চ মদভরে দুর্দ্দান্ত বৃষাসুরকে তুমি খেলিতে খেলিতেই বিশেষ দণ্ডদান করিয়াছ। শিষ্টগণ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত সৎ কর্ম্মসমূহেই তোমার চিত্তের আবেশ থাকে। স্বর্ণবিনিন্দি পীতবর্ণ তোমার বসন; মহত্তম নীলশীলা (ইন্দ্রনীলমণি) বৎ তোমার বক্ষঃ; নিখিলকল্যাণগুণময় তুমি; বলবান্ কেশিদৈত্যকেও তুমি শাসন করিয়াছ, সজ্জনগণের হৃদয়ে তুমি সুখে সঙ্গ (বাস) করিয়া থাক। তোমার কজ্জল-ভূষিত নেত্রের প্রান্তদেশ তরলায়িত (চঞ্চল) হইতেছে। তোমার কেশকলাপ কুঞ্চিত ও বিলুলিত (লম্বমান) হইয়াছে। তুমি দুর্জ্জয় দানবকেও বেশ শাস্তি কর, অথচ সন্নত (আশ্রিত) সুজনের বিশেষ পোষ্টা তুমি। পণ্ডিত-সভায় তোমার খুব খ্যাতি। ভিন্ন-বুদ্ধিজনগণের তুমি দুষ্কর অর্থাৎ দুর্ল্লভ। সুপ্রকাশিত ইন্দ্রধনু-খণ্ডের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি মদমত্ত ময়ূরের পিচ্ছে তোমার শিরোভূষণ বিরচিত হইয়াছে। তুমি বঞ্জুলের (অশোকের) অবতংস (কর্ণভূষা) পরিধান করিয়াছ। তোমার চরণে মণিময় নূপুর মনোহর ধ্বনি করে। তোমার প্রভায় দলিতাঞ্জনরাশিও নিন্দিত হয়। তুমি নিকুঞ্জমন্দিরে উদ্দাম বিহারে নিরত থাক। তোমার মুখে মৃদুমন্দ হাস্য কুন্দ-কুসুমকেও নিন্দা করে। তোমার কেশ ময়ূরচন্দ্রককে চুম্বন করে, তুমি সুন্দর (সুব্রত)-ব্রতের অনুষ্ঠাতা। কান্তিশীল কুণ্ডলে তুমি ভূষিত হইয়াছ। কামদেব হইতেও পরম সুন্দর তুমি। হে গোপরাজ! তুমি দুর্জ্জন দৈত্যেন্দ্র প্রভৃতি শত শত দাম্ভিকগণরূপ শুষ্ক কাননের দাহ-বিষয়ে প্রচণ্ড দাবাগ্নি-সদৃশ। সজ্জনদিগের হৃদয়গুহার গাঢ় অন্ধকার-নাশনে প্রচণ্ড সূর্য্য-সদৃশ তোমার চরণযুগল। রাকাচন্দ্রমার গর্ব্বনাশক তোমার মুখ-মণ্ডল। তুমি দুষ্টগণের অহিত (শত্রু) এবং কোকিলের ন্যায় তোমার মধুর শব্দ। অতুলনীয় ধনসম্পত্তি তোমার সেবায় আসিয়া পরিপুষ্ট (কৃত-কৃতার্থ) হয়। তুমি নিখিল বনকেই প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিয়াছ। প্রচুরতর

হৃষ্টাহিত। পরপুষ্টাকৃত। পরিতুষ্টাতুলধন। জুষ্টাখিলবন।
সন্দীপিতবল। মন্দীকৃতখল। কুন্দীকৃতরদ। পুন্নীকৃতমদ-দর্বীকর-
বর খর্বীকৃতগর। নির্গত-বিস্ময়। মাং প্রতিপালয়॥ ধীর॥ ১০৬॥

রাত্রিন্দিবমুন্নিদ্রং নখরবিধুরাজি-রাজিতং চিত্রং।
সমবতু মামতিবিমলং তৎপদকমলং ব্রজেন্দ্রস্য॥ ১০৭॥

গোকুল-মঙ্গল। সদ্গুণসঙ্কুল।
দুর্গত-সদয়। মাং ন হি বঞ্চয়॥ ধীর॥ ১০৮॥

অথবা সাপ্তবিভক্তিকী কলিকা

পশুপবর-পুরন্ধ্রীলোচনেন্দীবরাণাং
স্মিতবিশদ-ময়ূখৈঃ সন্ততোল্লাসকারী।
নিরুপমসুখসিন্ধো র্বর্ধবন্ধু র্মুখেন্দু
র্মনসি তদবগন্তুঃ কেশিহন্তু র্মমাস্তাং॥ ১০৯॥

(১) যঃ স্থিরকরণঃ' প্রস্তুতচরণঃ' সংসৃতিহরণঃ' সংনতশরণঃ।
(২) প্রশমিতরোষং তং নতপোষং জলধরকান্তং নৌমি নিতান্তং।
(৩) নবজলধর-রুচিরেণ হৃদয়মধিগতমচিরেণ।
প্রণতজনহৃতভয়েন নিখিলজগতি কিল যেন।
(৪) যস্মৈ পরিষঙ্গরঙ্গায় গোপ্যা শ্চক্রুঃ স্পৃহাং

১০৬। দর্বীকরবরঃ কালিয়ঃ।
১০৯। বর্ধঃ বৃদ্ধি স্তেন বন্ধুঃ হিতকারী অর্থাৎ বৃদ্ধিকারক।

বলে উদ্দীপিত হইয়া খলগণকে মন্দীকৃত করিয়াছ। তোমার দন্তগুলি যেন অবিকল কুন্দ-কোরক। বিপুলমদশালী কালিয়নাগের গরলকেও তুমি নষ্ট করিয়াছ। নির্গত-বিস্ময় (মহাবিস্ময়-জনক) হে! আমাকে প্রতিপালন কর। (১০৭) দিবানিশি জাগরূক এবং নখরচন্দ্র-সমূহ কর্তৃক বিরাজিত ও বিচিত্র— ব্রজজনবযুবরাজের অতি নির্মল সেই পাদকমল আমাকে সম্যক্ পালন করুন। (১০৮) তুমি গোকুলের মঙ্গল। নিখিল সদ্গুণ-মণ্ডিত। দুর্গতজন-বিষয়ে প্রচুর দয়াসম্পন্ন! হে কৃষ্ণ! আমাকে বঞ্চনা করিও না।

সাপ্তবিভক্তিকী কলিকা।

(১০৯) মৃদুমন্দ হাস্তরূপ শুভ্র কিরণে গোপ-রমণীদের নয়নরূপ পদ্ম-রাজির নিরন্তর প্রকাশকারী এবং অতুলনীয় সুখসমুদ্রের অবিরত বর্দ্ধনকারী কেশিনাশন শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রমা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন আমার মনে উদিত হউক— এই প্রার্থনা। (১১০) যিনি সুস্থিরমনাঃ, মহাপ্রশংসনীয় চরণকমল-বিশিষ্ট, সংসার-নাশন, এবং সংনত (আশ্রিতজনগণের) শরণ, [২] সেই অক্রোধ, আশ্রিত-পালক ও মেঘশ্যামল কৃষ্ণকেই নিরন্তর স্তব বা প্রণাম করি। [৩] নবজলধর হইতেও মনোজ্ঞতর এবং নিখিল-জগতে প্রণত-জনগণের ভয়হারী যৎকর্তৃক অচিরাৎ আমার হৃদয় অধিকৃত হইয়াছে, [৪] যাঁহার আলিঙ্গন-

কুঞ্জসদ্মাশ্রিতায় কন্দর্পসংদর্ভ-হৃষ্টায়
সংকীর্ত্তিজুষ্টায় সল্লোকঘুষ্টায় সোঽব্যাৎ ।
(৫) সমস্তার্থলম্ভাদ্ধতারি-প্রদম্ভাদ্ যতো বৈরিচক্রং রণেঽভূৎ সুবক্রং ।
(৬) যস্যোন্নতাংসস্য গুঞ্জাবতংসস্য বেণুর্মুখে বশ্যমাস্তে মনোজ্ঞস্য ।
(৭) স্মর-বিস্ফুরিতে ত্রিজগন্মহিতে রতিরুজ্জ্বলিতে সুদৃশাং বলতে ।
যস্মিন্ জগতামতিশয়মহিতা পাত্রং ভবতাং স তু মম শরণং ॥
ধীর ॥ ১১০ ॥

দুর্বারং মেঽতিভারং দিশতি করতলে তম্বি ! গোবর্দ্ধনো যং
বৎসে ধৎসে মহীধ্র-দ্বিতয়মিদমহো ন শ্রমস্তে তথাপি ।
ধৃত্বা জ্ঞেয়ং ময়ৈতৎ ক্ষণমিহ সরসং পাণিমাধায় রাধা-
বক্ষোজান্তং নিতান্তং রভস-তরলিতঃ পাতু নন্দাত্মজো বঃ ॥ ১১১ ॥
শর্মকথোদয় । নর্মরসাশ্রয় । বেণুরবোদ্ধত । সঙ্গতযৌবত ।
নির্গদমাতনু । মাং তু কৃপাল তু ॥ ধীর ॥ ১১২ ॥

(২৭) অক্ষক্রমশ্রী

তরলিত-তরলোত্তারহারাবলীভি
র্বলয়িতমতুলশ্রীনীলশৈলাবভাসং ।

কৌতুক প্রাপ্তির জন্য গোপীগণ অভিলাষ করিয়াছেন—যিনি নিকুঞ্জমন্দিরের আশ্রয়ে কামকথায় হৃষ্টচিত্ত হয়েন, যিনি সংকীর্ত্তিশালী ও মহাজনগণ-কর্ত্তৃক ঘুষিত বা প্রচারিত হয়েন—তিনিই সকলকে পালন করুন। [৫] যাঁহা হইতে সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয়, শত্রুর মহাবস্তুও বিনষ্ট হয় এবং যাহার ভয়ে শত্রুব্যূহও সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ; [৬] যেই উন্নতস্কন্ধ, গুঞ্জামাল্যধারী মনোজ্ঞ পুরুষবরের মুখে বেণু বশীভূত হইয়াই অবস্থান করে, [৭] লম্পট-স্বভাব, ত্রিজগতের পূজনীয় এবং উজ্জ্বলিত যাহাতে গোপসুন্দরীদের রতি (অনুরাগ) নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহাপূজাস্পদ কৃষ্ণচন্দ্রই আমার একমাত্র শরণ হউন। (১১১) "হে কৃশাঙ্গি ! আমার করতলে এই গোবর্দ্ধন দুর্বার মহাভার বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তুমি নিজ বক্ষঃস্থলে এই দুইটি পর্বত ধারণ করিতেছ, তথাপি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রমবোধ নাই !! অতএব আমি এই পর্বতযুগলকে কিছুক্ষণের জন্য রসময় করতলে ধরিয়া তত্ত্ব-অনুভব করি ত"—এই বলিয়া শ্রীরাধার বক্ষোজ-যুগলে মহারভসভরে চঞ্চলিত নন্দনন্দন তোমাদিগকে পালন করুন। তোমার কথায় উদয়ে মঙ্গল হয়। তুমি পরিহাস-রসের আশ্রয় (পাত্র), বেণুরবে তুমি উদ্ধত হও বা তোমার বেণুধ্বনি উদ্ধত ; যুবতীজনের সঙ্গ কর। হে কৃপালু ! আমাকে নীরোগ কর অর্থাৎ আমার তাপত্রয় দূর কর।

(২৭) অক্ষক্রমশ্রী ।

(১১৩) আন্দোলায়মান মধ্যমণিবিশিষ্ট মহাদীপ্ত হারসমূহে বিভূষিত, মহাসুন্দর নীলপর্বতের কান্তিপ্রকটনশীল এবং গোপীদের কুচ-কুঙ্কুমবিলিপ্ত

কুচঘুসৃণবিলিপ্তং গোপসীমন্তিনীনাং
ক্ষণমপি মম লক্ষ্যং কৃষ্ণবক্ষঃ পুরঃ স্তাৎ॥ ১১৩॥

অব্যয়পদ জয় আত্তিহরাহ্বয়
ইন্দুমুখোদয় ঈশকৃপাশ্রয়
উৎপলবিভ্রম ঊর্দ্ধগবিক্রম
ঋদ্ধিদ-সৎকথ ঋ ভৃকুলাক্ষত
ঌতকযজ্ঞসখ ৡবদনর্থক
এণদৃশেক্ষিত ঐন্দ্রমদক্ষত
ওজঃপুঞ্জক ঔপমনিন্দক
অংশুভিরুজ্জ্বল অ ইব কুণ্ডল।

কঞ্জবরেক্ষণ। খণ্ডলভক্ষণ। গর্জ্জিতকুঞ্জর। ঘুসৃণ-সুপিঞ্জর।
ঙোকৃতকলরুত। চলিতালকবৃত। চ্ছলিতাম্বুজভব। জলজোত্তমরব।
ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ। ঞোকৃত-সুরসন। টঙ্কৃতবহুমুখ। ঠাকৃতিবিধুমুখ।
ডিণ্ডিমঘোষণ। ঢক্কারবরণ। ণার্থগতস্ময়। তরলদৃশিদ্বয়।
থূৎকৃত-কুবলয়। দীনজনাশ্রয়। ধরধৃতিনির্ভয়। নবনীতপ্রিয়।

১১৪। ৯তকং যজ্ঞাঙ্গদ্রব্যবিশেষঃ তৎ সহিত যজ্ঞসহায় প্রবর্তক ইত্যর্থঃ। দীর্ঘঃকারস্ত অপত্যানু-করণমাত্রে প্রয়োজনং। যথা কেনচিৎ শশিনা অপশ্চা অহো ৯তকযাজয়েতি বক্তব্যে ৯তকযাজয়ে-ত্যুক্তং তত্র যথা তত্রৈবাশক্তানুকরণ এব প্রয়োজনং নাস্তত্র, তথৈবত্রাপি ভক্তানুগ্রহং বিনা স্বপ্রয়ো-

শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃ একক্ষণের জন্যও আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক। (১১৪) হে অব্যয়পদ (যে ধামে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না), তোমার জয় হউক। তোমার নাম সকলের আত্তিহরণ করে, তোমার মুখে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে; তুমি প্রভূত কৃপানিধান; তুমি (হস্তপদাদিতে) পদ্মরাজি ধারণ করিয়া বিলাস করিতেছ। তুমি বামনাবতারে ঊর্দ্ধদিকে চরণ চালাইয়াছিলে; তোমার মনোরম কথা সকলের ঋদ্ধি (সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি) আনয়ন করে। দেবগণ তোমার আশ্রয়েই অক্ষত হইতে পারে। তুমি যজ্ঞের সহায় বা প্রবর্ত্তক; তোমার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই (অথচ ভক্তের অনুগ্রহ-বিধানের জন্য কার্য্য করিতে হয়)। তুমি হরিণ-নয়না গোপীগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছ। ইন্দ্রের গর্বনাশ করিয়াছ, ওজঃ (তেজ, দীপ্তি) পুঞ্জশালী, উপমা-নিন্দক, কিরণমালার বিস্তারে উজ্জ্বল এবং বিসর্গবিন্দুযুগলের ন্যায় কুণ্ডলদ্বয়ধারী তুমি।

তুমি অত্যুত্তম পদ্মপলাশ-নয়ন, মোদক-ভক্ষণে পটু; কুবলয়াপীড়-নামক হস্তির প্রতি বহু গর্জন করিয়াছ; কুঙ্কুম-বিলেপনে তুমি সুন্দর পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছ। তোমার অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি 'ঙ'কারের ন্যায় অনুনাসিক বলিয়া মনে হয়। ইতস্ততঃ সঞ্চলিত অলকাবলীদ্বারা তোমার মুখমণ্ডল আবৃত; পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে তুমি বিড়ম্বিত করিয়াছ। তোমার শব্দ শঙ্খবৎ গুরুগম্ভীর। তোমার কঙ্কণে ঝনৎকার এবং উত্তম রসনা 'ঞ'-কারের ন্যায় অনুনাসিক

পঙ্কজলোচন। ফণিমদমোচন। বকমুখদারণ। ভবভয়তারণ।
মঞ্জুল-মণ্ডন। যুধি রিপুখণ্ডন। রাধারঞ্জন। ললিতদৃগঞ্জন।
বিকসিতমুখবর। শশধরসুন্দর। ষট্পদরুচিধর। সরস-মনোহর।
হলধর-সহচর। ক্ষপিত-মহীভর॥ ধীর॥ ১১৪॥

কর্ণে কম্পিত-কর্ণিকার-কলিকঃ কন্দর্পকেলিক্রিয়া-
কল্যাকল্যবিকল্পনাতিকুতুকী কৈশোর-কালক্রমঃ।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতকোমলালককুলঃ কাদম্বিনী-কন্দলঃ
কৃষ্ণঃ কেকি-কলাপকীলিতকচঃ কং বঃ ক্রিয়াৎ কামদঃ॥১১৫॥

রাধাগুরুতর	বাধাশতহর
রিঙ্গাশ্রিতনট।	রঙ্গাহৃতপট।
নাথাসুখশত	মাসুদর হিত॥ ধীর॥ ১১৬॥

মনঃ নাস্তি। আত্মারামত্বাৎ পূর্ণত্বাচ্চ অতোঽনর্থক মপ্রয়োজনম্বা ইতি ভাবার্থঃ। মত্তঃ মোক্ষঃ ভবসম্ভীতি। গর্জিতং গর্জনং কুঞ্জরে কুবলয়াপীড়ে যস্ত। ক্রোড়ে-ক্রোড়ে অবলোঃ যশোদায়াঃ তালপোষ্যঃ। চন্দ্রং বর্দ্ধিতং বহু সুখং যেন। ইতি বিধুমুখ পূর্ণচন্দ্রাকৃতিবদন। পার্শ্বে রোধঃ। শকারঃ কথ্যতে রোধে ইত্যেকাক্ষরকোষঃ।

১১৫। কন্দর্পকেলিকলাসু উপায়াপায়াদি-বিবেচনায়াং সাতিশয়কুতুকী।

শব্দ করে। তুমি সকলের বহুসুখ-বৃদ্ধি করিয়াছ; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার বদন। ডিণ্ডিমবাদ্যবৎ তোমার উচ্চ ধ্বনি। ঢক্কা (ঢাক)-শব্দে তোমার রণ হয়। তুমি বোধ-স্বরূপ ও গর্বরহিত। তোমার নয়নযুগল চঞ্চল। তুমি 'কুবলয়াপীড়' নামক হস্তিকে ধূৎকার করিয়াছ; তুমি দীনজনের আশ্রয়, গিরিরাজ ধারণ করিয়াও নির্ভয়, তুমি নবনীত-প্রিয়, পদ্মবৎ বিশাল তোমার অক্ষি; কালিয়নাগের গর্বনাশন; বকাসুরের মুখ বিদীর্ণ করিয়া তুমি ভবভয় মোচন করিয়াছ; মনোজ্ঞ তোমার মণ্ডন; যুদ্ধে শত্রু মর্দন কর। তুমি রাধারঞ্জন; তোমার নয়নে অঞ্জনলিপ্ত হওয়ায় মনোহর হইয়াছে। তোমার মুখবর (সুহাস্যে) বিকসিত হইয়াছে; উহা চন্দ্র হইতেও অতি সুন্দর, তোমার অঙ্গকান্তি ভ্রমরবৎ নীলবর্ণ। তুমি রসময় ও মনোহর। হলধর (বলরাম)-সঙ্গী তুমি পৃথিবীর ভার নাশ করিয়াছ। (১১৫) যাঁহার কর্ণে কর্ণিকার-কোরক দুলিতেছে, কন্দর্প-কেলিকলাদিতে উপায় অপায় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া যিনি অতিশয় কুতুকী হইয়াছেন—কৈশোরবয়স্ক, যাঁহার কোমল অলকাবলী ঈষৎ কুঞ্চিত, যাঁহার কলধ্বনি মেঘমালাবৎ গুরু-গম্ভীর, যিনি ময়ূরপিচ্ছযুক্ত কেশকলাপধারী এবং কামদ (সর্বাভীষ্ট-পূর্তিকারী)—সেই কৃষ্ণ তোমার সুখবিধান করুন। (১১৬) শ্রীরাধার গুরুতর শত শত বাধা (পীড়া বা বিপত্তি) তুমি হরণ করিয়াছ। গমন করিতে করিতেই তুমি নৃত্য কর। কৌতুকভরে তুমি গোপীদের বসন চুরি করিয়াছ। হে হিত (মঙ্গলময়) নাথ! আমার শত শত অসুখ নাশ কর।

(২৮) সর্ব্বলঘুঃ

অমলকমলদল-পদতল-নয়ন
শতশত-শশধর-সম-কর বদন!
হলধর-সহচর নগবর-ধরণ
ভব মম শরণমলমভয়দচরণ ॥ ১১৭ ॥

জয় নতসনক-কমলভব-ভব।
বদনহত-শশধর-শত। নটন ঘটন-চরণবরচর।
কপটশয়নহত-শকট তর-তরণিছহিতৃতটবিহৃত-যুবতিপট।
গতকুসুমিতমঠ। কটিবিনিহিতঘট। হসিত-দিতিজভট।
সহচরকৃত-হঠরতিপরিচিতবট। রিপুরণ-সুবিকট।
কমলরুচির-কর। শমলশতক-হর। সুবিধুবদনধর।
কিসলয়-সদধর। কলিত-চিকুরভর। নিয়তমুদিততর।
যুবতি-রমণবর। মধুরহসন-রস। মম তু মনসি বস ॥ ধীর ॥১১৮॥
ভালে মলয়জ-তিলকং লোলালকপালিমীলিতং পরিতঃ।
শময়তু মে ভবতাপং বিধুরিব রবিজং মুরারাতেঃ ॥ ১১৯ ॥

---

(২৮) সর্ব্বলঘু।

(১১৭) তোমার পদতল ও নয়ন বিমল কমলদলবৎ সুন্দর, শত শত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল তোমার বদন, তুমি বলদেবের সঙ্গী এবং গিরিবরধারী, তোমার চরণ অভয় দান করে। হে নাথ! তুমিই আমার একমাত্র শরণ হও। (১১৮) সনক, ব্রহ্মা এবং শিবাদি তোমার চরণে প্রণত হয়, তোমার জয় হউক। তোমার বদন শত শত চন্দ্রকেও নির্জ্জিত করে, নৃত্যপরায়ণ চরণে তুমি উত্তম গতিভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছ; কপটনিদ্রায় থাকিয়াও কিন্তু শকটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছ; যমুনাতটে পারগমনের নৌকাভাড়া আদায়চ্ছলে তুমি যুবতিদের বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছ। কুসুমিত নিকুঞ্জে তুমি প্রবেশ করিয়াছ; তোমার কটিদেশে ঘট (দধি, নবনীতাদির ভাণ্ড) বিদ্যমান—তুমি দৈত্যসেনাদিগকে উপহসিত (হাস্যাস্পদ) করিয়াছ; সহচরগণ তোমার প্রতি হঠ (বল) প্রকাশ করে, তুমি সুরতক্রীড়াদ্বারা ভাণ্ডীর বটে পরিচিত হইয়াছ; তুমি শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে সুবিকট (ভয়ঙ্কর) মূর্ত্তি ধারণ কর। পদ্ম হইতেও মনোজ্ঞ তোমার হস্ত, শত শত পাপ নাশ করে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অতি সুন্দর তোমার বদন; কিসলয় (নব পল্লব) হইতেও অতি রমণীয় তোমার অধর; তুমি বেণীযুক্ত কেশকলাপ ধারণ করিয়াছ; নিয়তই তুমি আনন্দিততর, তুমি যুবতিদের অত্যুত্তম রমণ এবং মধুর হাস্যরস-বিনোদী; হে কৃষ্ণ! আমার চিত্তে বাস কর। (১১৯) চন্দ্র যেমন সূর্য্যকিরণ-তপ্ত, সংসারের তাপ নাশ করে, তদ্রূপ মুরারির ললাটে চঞ্চল অলকাবলি-শোভিত চন্দন-তিলকও সর্ব্বত্র আমার ভবতাপ

মুখর-রসন। কপিশ-বসন। কুসুমদশন।
মধুর-হসন। ভবতু শরণময়ি সুবদন॥ বীর॥ ১২০॥

ভালালঙ্কাতিকম্পাত্তরুণশিখিদলারম্ভ-সম্ভাবিতা যা
রূপোদগ্রা সমগ্রাভরণ-বিরচিতাধ্যাসিতা পুষ্পদাম্না।
ভঙ্গীসঙ্গীকৃতাঙ্গী হৃদপহৃতিগুরো র্গৌরবং সম্যগূঢ়া
চূড়া মূঢ়াভিমানং মুরহর হরতাত্তাবকী মামকীনং॥ ১২১॥

সুকুমারাঙ্গী বিশদা সত্তমরূপানুসারিণী বাণী।
অচ্যুতপদার্পিতেয়ং কুসুমাবলি-মালিকা জয়তি॥ ১২২॥

ইদং হরিগুণেহিতাশ্রিতমশেষদোষাপহং
মনঃশ্রবণমঙ্গলং কুরুত কর্ণয়োর্মণ্ডনং।
ময়া বিরচিতমিত্যলং ত্যজত দোষদৃষ্টিং বুধা
জহাতি কিমু মক্ষিকানিচিতসারঘং সারবিৎ॥ ১২৩॥

শ্রীকৃষ্ণবিরুদালীয়ং শ্রীকৃষ্ণশরণোদিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিং শৃণ্বতাং সংবিধাস্যতি॥ ১২৪॥
ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়॥

সমাপ্তেয়ং শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী॥ ০॥

১২২। সুকুমারাঙ্গী সুকোমলদেহবিশিষ্টা পক্ষে সুকোমলপদপদার্থযুক্তা। বিশদা নির্মলা পক্ষে স্পষ্টা। বাণী সরস্বতী পক্ষে কাব্যকথা। সত্তমেতি—মহারূপবতী পক্ষে মহত্তম-শ্রীরূপগোস্বামিবাক্ অনুগতা। অচ্যুতেতি—শ্রীবিষ্ণুর্দাবধে পক্ষে ভক্তবরে।
১২৪। শ্রীকৃষ্ণ শরণেন উদিতা প্রাদুর্ভূতা বা শ্রীকৃষ্ণদাসেন কবিনা উদিতা কথিতা।

প্রশমিত করুক। (১২০) তোমার কোমরে রসনা মুখর (শব্দায়মান) হইয়াছে, তোমার বস্ত্র কৃষ্ণ-পীতবর্ণ; তোমার দন্তে কুন্দ-কুসুমের শোভা; মধুর তোমার হাসি; হে সুবদন! তুমি আমার শরণ হও।

(১২১) হে মুরহর! তোমার যে চূড়া ললাটদেশে আলম্বিত (শোভিত) হইতেছে—যাহা অতি চঞ্চল নব ময়ূরপিচ্ছে পরম সুন্দর—রূপেও অত্যুন্নত, নিখিল অলঙ্কারে বিরচিত এবং পুষ্পমাল্যে বিরাজিত—যাহার অঙ্গ-রচনায় বহুবিধ ভঙ্গিমা বিদ্যমান, এবং যাহা হৃদয়-চৌরচূড়ামণির গৌরব সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই চূড়াটি আমার মূঢ় অভিমান হরণ করুক। (১২১) সুকুমারাঙ্গী (সুকোমল পদপদার্থ-যুক্তা) বিশদা (নির্মলা, পক্ষে স্পষ্টা) মহারূপবতী (মহত্তম শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগতা) বাণী (সরস্বতী পক্ষে, এই কাব্যকথা) অচ্যুতপদে অর্পিতা এই কুসুমাবলির মালিকাবৎ জয়যুক্ত হউক। (১২৩) হে পণ্ডিতগণ! এই কাব্য শ্রীহরির গুণকর্মাদির আশ্রিত (বর্ণনা করিয়াছে), নিখিল দোষনাশন, মন ও শ্রবণের মঙ্গলদায়ক, অতএব তোমরা ইহাকে কর্ণভূষণ কর। আমি রচনা করিয়াছি বলিয়া ইহাতে তোমরা কখনও দোষদৃষ্টি করিও না; সারজ্ঞ জন কি কখনও মক্ষিকাব্যাপ্ত মধু ত্যাগ করে?

(১২৪) এই শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী শ্রীকৃষ্ণ শরণ করিয়াই উদিত হইয়াছে অথবা **শ্রীকৃষ্ণশরণ**-নামক কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ-কারিগণকে শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি প্রদান করিবে ॥

শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পিতমস্তু ॥